দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৩৯ ॥ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ০১ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৩ জমাঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

দেশে বাজেটে প্রণোদনা কমছে ব্যবসায়ীদের : অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, প্রণোদনা সারা জীবন দেয়া সম্ভব নয়। আগামী অর্থবছরের (২০২৫-২৬) বাজেটে ব্যবসায়ীদের জন্য প্রণোদনা কমানো হবে। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) গুলশানে বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশের (আইবিএফবি) বার্ষিক সম্মেলন এ কথা বলেন তিনি। যৌক্তিক কর ব্যবসায়ীদের দিতে হবে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ট্যাক্স সিস্টেমকে রিফর্ম করা হচ্ছে। ট্যাক্স পলিসি ও ট্যাক্স ইমপ্লিমেন্টেশন আলাদা করা হবে। একই অনুষ্ঠানে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, গত ১৫ বছরে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে বেসরকারি খাতে যেমন বিনিয়োগ বাড়েনি।

আজ মহান বিজয় দিবস

স্টাফ রিপোর্টার : আজ সোমবার মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সাল থেকে ১৬ ডিসেম্বর শুধু ক্যালেন্ডারের পাতায় লাল তারিখ নয়, জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশীর স্বপ্নমালা, আবেগঘন এ দিবস বছর ঘুরে এসেছে সাড়ম্বরে। রক্ত ও সম্ভ্রমের দামে কেনা ঐতিহাসিক এ দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচি নিয়েছে। দীর্ঘ দুই যুগের বেশি সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শোষণমূলক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন ও তার শেষ অধ্যায়ে টানা নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর অগ্নিঝরা একাত্তরের এই দিনে হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে আমাদের বিজয় অর্জিত হয়। বন্দীমুক্ত দেশবাসী পায় স্বাধীনতার স্বাদ। তাই তো প্রতিবছর ডিসেম্বরের ষোড়শ দিবস প্রত্যুষে ওঠা রাঙ্গা সূর্য বাংলাদেশীদের জন্য প্রণোদনা হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিজয়ের গৌরবদীপ্ত এই দিনটি সীমাহীন আনন্দের, উল্লাসের এবং পরম অর্জনের দিন। ৫৩ বছর আগে ঠিক এই দিনে বিকেল ৪টা ১৯ মিনিটে ঢাকার তৎকালীন ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাপ্রধান লে. জেনারেল একে নিয়াজী তার ৯৩ হাজার পরাজিত পাকিস্তানী সৈন্যসহ ভারতের পূর্বাঞ্চলের সেনাপ্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেন। যবণিকাপাত হয় পাকিস্তানী অত্যাচার আর নির্যাতনের। পাকিস্তানী সৈন্যের এ আত্মসমর্পণ ছিল মূলতঃ যৌথ বাহিনীর কাছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনী যৌথভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ছিলেন জেনারেল মোঃ আতাউল গনি ওসমানী।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় তিনি ঢাকায় এসে পৌঁছতে পারেননি। তার বদলে এসেছিলেন ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকার। যুদ্ধের নিয়মে এ দিনই পাকিস্তানের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। তবে এ ভূখণ্ডের মানুষের স্বাধীনতার জন্য, বিজয়ের জন্য লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস কম পুরানো নয়। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ভাগীরথীর তীরে পলাশীর আমবাগানে বিদেশী বেনিয়াদের কাছে পরাজিত হবার পর পরই মূলতঃ শুরু হয় এ জাতির মুক্তিসংগ্রাম। ফকির মজনু শাহ, তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা-ই পরবর্তীতে সিপাহী বিপ্লব, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং পাকিস্তান লাভের মধ্যদিয়ে বিকশিত ও প্রসারিত হয়। বৃটিশ-ব্রাহ্মণ্যবাদি চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যদিয়ে পাকিস্তান অর্জিত হলেও তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকদের হঠকারিতা এবং শোষণের জন্য এ দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় অনাস্থা ও অবিশ্বাসের বিভেদ রেখা। সেই সাথে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলকে মেনে না নেয়ার পর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বাংলাদেশের ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, সামরিক-বেসামরিক লোকজন। সত্তরের সাতই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভরাট কণ্ঠের জাদুমাখা ভাষণ- 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম....' স্বাধীনতার স্পৃহাকে আরো বেগবান করে। স্বাধীনতাই যখন ২-এর পাতায় দেখুন

১২ বিচারপতির বিষয়ে তদন্ত শেষ সুপারিশ গেলো রাষ্ট্রপতির কাছে

স্টাফ রিপোর্টার : অনিয়ম ও ফ্যাসিবাদের দোসর হিসেবে কাজ করার অভিযোগে উচ্চ আদালতের কয়েকজন বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ করেছেন সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল। তদন্ত শেষে বিচারপতিদের তথ্যাবলি ও তাদের নিয়ে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশ রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়েছে। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসন থেকে ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। নিয়মানুযায়ী, রাষ্ট্রপতি এখন সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশ বাস্তবায়ন করবেন। গত ১৬ অক্টোবর দুর্নীতি ও ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের দোসর হিসেবে কাজ করার অভিযোগ ওঠায় ১২ বিচারপতিকে ছুটিতে পাঠান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। তাদের হাইকোর্টের বেঞ্চে বিচারকাজ পরিচালনার দায়িত্ব বিরত রাখা হয়। কমিশনে বিচার বিভাগ সংস্কার নিয়ে মতামত তুলে ধরেছেন প্রধান বিচারপতি হাইকোর্ট বিভাগের ১২ জন বিচারপতি হলেন- বিচারপতি নাইমা হায়দার, বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ, বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস, বিচারপতি মোহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার, বিচারপতি এস এম মনিরুজ্জামান, বিচারপতি আতাউর রহমান খান, বিচারপতি শাহেদ নূর ২-এর পাতায় দেখুন

পূর্ব তিমুর ও বাংলাদেশের মধ্যে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি সই

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব তিমুর ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক ও সরকারি (অথবা সেবা) পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত একটি ঐতিহাসিক চুক্তি সই হয়েছে। রবিবার (১৫ ডিসেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে তিমুরের রাষ্ট্রপতি জোসে রামোস হোর্তা ও বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে এই চুক্তি সই হয়। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠায় সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। চুক্তি সই শেষে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে যৌথ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভিসা অব্যাহতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা এবং সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো প্রসারিত করার সুযোগ পাবে বলে মনে করছে বাংলাদেশ ও পূর্ব তিমুর। চুক্তিটি উভয় দেশের সম্পর্ক আরও গভীর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভিসা অব্যাহতি চুক্তির আওতায় ২-এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক মঞ্চে সশরীরে আসছেন খালেদা জিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া অর্ধযুগ বাদে রাজনৈতিক কোনো কর্মসূচিতে সশরীরে যোগ দিতে যাচ্ছেন। আগামী ২১ ডিসেম্বর ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে তিনি উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি সৈয়দ ইশতিয়াক আজিজ উলফাত। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ওই সমাবেশ হবে জানিয়ে উলফাত বলেন, ম্যাডাম আমাদের মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে আসবেন। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ২১ ডিসেম্বর আমরা এই মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশের আয়োজন করেছি। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দেশনেত্রী খালেদা জিয়া। তিনি বলেন, 'গতকাল রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমাদের নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর হাফিজ উদ্দিন ২-এর পাতায় দেখুন

গাজায় বর্বর হত্যাযজ্ঞ চলছেই, নিহত আরও অর্ধশতাধিক ফিলিস্তিনি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বর্বর হামলায় কমপক্ষে আরও ৫৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে করে উপত্যকাটিতে নিহতের মোট সংখ্যা ৪৪ হাজার ৯০০ ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়া গত বছরের অক্টোবর থেকে চলা এই হামলায় আহত হয়েছেন আরও লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি। এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা আনাদোলু। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের চলমান হামলায় কমপক্ষে আরও ৫৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে করে গত বছরের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৪ হাজার ৯৩০ জনে পৌঁছেছে বলে শনিবার অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিরলস এই হামলায় আরও অন্তত এক লাখ ৬ হাজার ৬২৪ জন ব্যক্তিও আহত হয়েছেন। মন্ত্রণালয় বলেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনীর অব্যাহত আগ্রাসনে ৫৫ জন নিহত এবং আরও ১৭০ জন আহত হয়েছেন। অনেক মানুষ এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকা পড়ে আছেন কারণ উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ মনে করছে, গাজা উপত্যকা জুড়ে ধ্বংস হওয়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও ১০ হাজারেরও বেশি লোক নিখোঁজ রয়েছেন। মূলত গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সত্ত্বেও ইসরায়েল অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে তার নৃশংস আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল ২-এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় টিভি চ্যানেল বন্ধের রিট শুনানি জানুয়ারিতে: হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে ভারতীয় সব টিভি চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ চেয়ে হাইকোর্টে রিটের শুনানি আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে হবে বলে জানিয়েছেন আদালত। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজীর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এ সময় আদালত বলেন, অবকাশকালীন ছুটি শেষে জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে এই রিট আমরা শুনব। তখন অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্যও শুনব। এর আগে ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় সব টিভি চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়েরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আইনজীবী এখলাছ উদ্দিন ভূঁইয়া। রিটে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনসহ (বিটিআরসি) ২-এর পাতায় দেখুন

বিডিআর বিদ্রোহ তদন্তে 'কমিশন হচ্ছে না'

স্টাফ রিপোর্টার : বিডিআর বিদ্রোহ নিয়ে দু'টি মামলা বিচারাধীন থাকায় আপাতত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত থেকে সরকার সরে এসেছে বলে হাইকোর্টকে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চকে এ তথ্য জানান ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তানিম খান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সহকারী সচিব মো. মফিজুল ইসলামের সই করা এ-সংক্রান্ত স্মারকে বলা হয়, বিষয়টি (পিলখানা হত্যাকাণ্ড) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে; আদালতে এ সংক্রান্ত দুটি মামলা বিচারাধীন থাকায় এ পর্যায়ে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ২-এর পাতায় দেখুন

ড. ইউনূসের নেতৃত্বে আসা বাংলাদেশের জন্য সৌভাগ্যের: রামোস

স্টাফ রিপোর্টার : ড. ইউনূসের নেতৃত্বে আসা বাংলাদেশের জন্য সৌভাগ্যের বলে উল্লেখ করেছেন ঢাকায় সফররত পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট জোসে রামোস হোর্তা। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে রামোস এ কথা বলেন। পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট বলেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের শতাধিক ডিগ্রি রয়েছে, যা বিস্ময়কর। পৃথিবীতে সম্ভবত তিনি একমাত্র নেতা, যিনি এত সম্মানিত এবং এমন শক্তশালী একাডেমিক যোগ্যতা রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে আসা বাংলাদেশের জন্য সৌভাগ্যের। আগামীতে বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও বাড়াতে আগ্রহী পূর্ব তিমুর বলেও জানান জোসে রামোস। এর আগে শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে চার দিনের সফরে ঢাকায় ২-এর পাতায় দেখুন

আওয়ামী সরকারের প্রভাবশালীদের অর্থপাচার অনুসন্ধানে ১০ যৌথ টিম

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী সরকারের প্রভাবশালী শীর্ষ ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ীদের রাজস্ব ফাঁকি ও অর্থপাচার অনুসন্ধানে যৌথ টিম গঠন করা হয়েছে। এরই মধ্যে প্রাথমিকভাবে অর্থপাচারের তথ্য পেয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। যার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থপাচার ও রাজস্ব ফাঁকি অনুসন্ধানে অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের পরামর্শে ওই যৌথ অনুসন্ধান দল গঠন করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। যেখানে দুর্নীতি দমন কমিশনের মনোনীত একজন কর্মকর্তা ওই অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজ নেতৃত্ব দেবেন। আর সমন্বয় করবে বিএফআইইউ। অনুসন্ধান টিমের অন্য সদস্যরা হলো-কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এই যৌথ দল এস ২-এর পাতায় দেখুন

রাজশাহী আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এখনও বৈষম্যর শিকার কর্মচারীরা

মোঃ সাকিবুল ইসলাম স্বাধীন, রাজশাহী: রাজশাহী আঞ্চলিক লোক- প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এখনও বৈষম্য শিকার হচ্ছেন কর্মচারীরা। সাথে দুর্নীতি আর সরকারী টাকা লুটপাট তো রয়েছে। এমনই অভিযোগ উঠে এসেছে কিছু সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রাজশাহী আঞ্চলিক লোক- প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অস্থায়ী ডেইলী বেতন ভুক্ত কিছু কর্মচারী রয়েছে। তারা যখন যোগদান করেন তখন তাদের বেতন ছিল দিন ৫০০ টাকা কিন্তু রহস্যজনকভাবে তাদের প্রত্যেকের বেতন থেকে ৫০ টাকা কেঁটে নিয়ে তাদেরকে ৪৫০ টাকা দেওয়া হয়। এরপর সরকার তাদের বেতন বাড়িয়ে ৬০০ টাকা দিন করলেও তারা এখনও ৫০ টাকা কম পাচ্ছে। ৫ আগষ্টের পর থেকে বাংলাদেশে বৈষম্য থাকবে না বলে ঘোষণা দেন অভ্যন্তরীণ সরকার। তবুও তারা এখনোও বৈষম্য শিকার হচ্ছেন। চাকুরী হারানোর ভয়ে নাম প্রকাশ্য না করা শর্তে এক কর্মচারী বলেন, রাজশাহী আঞ্চলিক লোক- প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপপরিচালক (যুগ্মসচিব) আ.ত.ম. আব্দুল্লাহেল বাকী, সবেক সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও মোঃ মামুনুর রশিদ সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এই তিন জনের কারনে আজও আমরা বৈষম্যর শিকার। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) নুর আহমেদ মাছুম নতুন যোগদানের পর ভেবেছিলাম এখন সবকিছু স্বাভাবিক হবে কিন্ত সেটা এখনোও হয়নি। আরও অস্থায়ী কিছু কর্মচারী রয়েছে যারা ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োগ নিয়েছে তাদের সম্পূর্ণ বেতন এবং সরকারি সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় যেগুলি থেকে আমরা সবসময় বঞ্চিত। এছাড়াও সরকারিভাবে কোন প্রশিক্ষণ চালু হলে সেটার খরচ ৩-৪ গুণ বেশি দেখিয়ে সরকারি টাকা লুটপাট করে আসছেন উপপরিচালক (যুগ্মসচিব) আ.ত.ম. আব্দুল্লাহেল বাকী ও সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ মামুনুর রশিদ। এ বিষয়ে সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ মামুনুর রশিদ'কে মুঠোফোনে একাধীকবার ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি যার কারনে কোন বক্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে উপপরিচালক (যুগ্মসচিব) আ.ত.ম. আব্দুল্লাহেল বাকী প্রতিবেদককে জানান, যে ব্যক্তি অভিযোগ করেছে তাকে নিয়ে আসেন আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করে নিবো।

রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দিয়ে বদলির তদবির করাচ্ছেন ভূমির কর্মচারীরা

স্টাফ রিপোর্টার : পছন্দের জায়গায় বদলি হতে বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে তদবির করানোর অভিযোগ উঠেছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ প্রশাসনের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। তারা রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের ব্যক্তি, সাংবাদিক, সরকারি-বেসরকারি এবং সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দিয়ে তববির করাচ্ছেন। এ নিয়ে বিরক্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ। বদলির তদবির না করার জন্য কঠোর সতর্কতা জারি করেছেন তিনি। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে সম্প্রতি এ বিষয়ে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়, সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীরা রাজনৈতিক ব্যক্তি, সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যক্তি এবং ২-এর পাতায় দেখুন

শীতে বেড়েছে ঠান্ডাজনিত রোগের প্রকোপ, বেশি ভুগছে শিশুরা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের নিউমোনিয়া ওয়ার্ডে বিছানায় শুয়ে আছে তিন বছর বয়সী আনিশা। নরসিংদীর বেলাবো উপজেলা থেকে এসেছে সে। নাকে অক্সিজেনের নল, হাতে লাগানো রয়েছে ক্যানুলা। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার। পাশে বসে আনিশার যত্ন নিচ্ছিলেন মা শাহিনুর আক্তার। আনিশা ২৬ নভেম্বর থেকে এই ওয়ার্ডে ভর্তি বলে জানান তিনি। শাহিনুর আক্তার বলেন, 'যখন এক বছর বয়স, সেসময় নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয় আনিশা। এবার নিউমোনিয়া ও হাঁপানির সমস্যায় তিন দিন আইসিইউতে ছিল। অবস্থার উন্নতি হলে তাকে ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়। এখন শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হয়নি।' শাহিনুর আক্তার বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই আমার মেয়ের শ্বাসকষ্ট ছিল। প্রতি বছর শীত মৌসুমে তার অবস্থা খারাপ হতে থাকে। এবার যখন অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠলো, তখন আমরা তাকে শিশু হাসপাতালে নিয়ে আসি।' সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, শিশু হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে শিশুদের নিয়ে অপেক্ষা করছেন অভিভাবকরা। হাসপাতালের নিউমোনিয়া ওয়ার্ডের সব শয্যাই রোগীতে পূর্ণ। অনেকে শয্যা না পেয়ে ভর্তি হতে পারেনি। শিশু হাসপাতালের তথ্যে জানা যায়, নিউমোনিয়াসহ শীতকালীন রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। ৬৮১ শয্যার হাসপাতালে নিউমোনিয়া রোগীদের জন্য আছে ১৯ শয্যা। সবগুলোতেই রোগী ভর্তি। এছাড়া বহির্বিভাগে সেবা নিয়েছে এক হাজার ২০০ শিশু। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৪ হাজার ১১৮ জন। ২০২২ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৫১১ জন। চলতি মাসের প্রথম ১১ দিনে (১ থেকে ১১ ডিসেম্বর) নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ৭৪ শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, যা পুরো নভেম্বরে ছিল ২২৭ জন। এছাড়া অক্টোবরে ২৯২ ও সেপ্টেম্বরে ৩৭৮ শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে এই হাসপাতালে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নেয় ৩০২ জন এবং সেপ্টেম্বরে ৩৪৫ জন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মাহবুবুল হক বলেন, হাসপাতালে প্রতিদিন বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুরা এই সময়ে (শীতকালে) বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ থাকে। দূষিত বাতাসের সঙ্গে মিলিত ঠান্ডা আবহাওয়াও অ্যালার্জিজনিত সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। ডা. মাহবুবুল হক বলেন, শিশুরা এ সময়ে ঠান্ডাজনিত রোগে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ৭-এর পাতায় দেখুন

৪২তম বিসিএসে উত্তীর্ণ ১৯১৯ চিকিৎসককে নিয়োগের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : ৪২তম (বিশেষ) বিসিএস স্বাস্থ্য নিয়োগ পরীক্ষায় লিখিত ও মৌখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক হাজার ৯১৯ জন ভুক্তভোগী চিকিৎসক তাদের নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের আব্দুস সালাম হলে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান তারা। চিকিৎসকরা বলেন, ২০২১ সালে ৪২তম বিসিএসের ফলাফলে পর্যাপ্ত পদ না থাকায় ১৯১৯ জন চিকিৎসক দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগবঞ্চিত। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও বৈষম্যের শিকার হয়ে আছি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নীতিগতভাবে দ্রুত দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা চাই ২-এর পাতায় দেখুন

ছুটির নোটিশ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আজ সোমবার (১৬.১২.২৪ ইং) **দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ** এর সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। আগামীকাল মঙ্গলবার (১৭.১২.২৪ ইং) পত্রিকা প্রকাশিত হবে না যথারিতি ১৮.১২.২৪ ইং পত্রিকা প্রকাশিত হবে। -সম্পাদক

এগ্রিকোর বিদ্যুৎকেন্দ্র, যার মুনাফা জুয়ার-বাজিকে হার মানিয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : এগ্রিকো ইন্টারন্যাশনালের ঘোড়াশাল ১৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র মুনাফা জুয়ার-বাজিকেও পরাজিত করেছে। ১০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করে ক্যাপাসিটি চার্জ (ভাড়া বাবদ) হাতিয়েছে ২১ কোটি ১৪ লাখ ১০ হাজার ডলার। কোম্পানিটির উন্মুক্ত দরপত্রে পাওয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র মাঝ পথে বিশেষ আইনে সময় ও অর্থ বাড়িয়ে দিয়েছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)। উন্মুক্ত দরপত্রে ৩ বছরের চুক্তিতে ক্যাপাসিটি চার্জ ধরা ছিল ২১ ডলার (প্রতি কিলোওয়াটের জন্য)। ডিজেল ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি দেড় বছরের মাথায় দ্বৈত জ্বালানির (ডিজেল ও গ্যাস) অনুমোদন দেওয়া হয়। আর এখানেই বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে যোগসাজসে তোপ দাগেন কোম্পানিটি। ক্যাপাসিটি চার্জ ২১ ডলার থেকে বাড়িয়ে ৩০ ডলার করা হয়। ভাড়ার মেয়াদ বেড়ে গেলে ক্যাপাসিটি চার্জ কমে আসার কথা, কিন্তু এগ্রিকোর ক্ষেত্রে ঘটেছে উল্টো। চুক্তিতে রাষ্ট্রের কোনো স্বার্থ নয়, গুরুত্ব পেয়েছে কোম্পানির মুনাফা। আর এতেই কয়েকগুণ বেশি টাকা হাতাতে সক্ষম হয় কোম্পানিটি। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) তথ্য অনুযায়ী, প্রথম চুক্তি অনুসারে প্রতি মাসে ৩০ লাখ ৪৫ হাজার ডলার ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করতে হতো। সে হিসেবে ৩৬ মাসের ক্যাপাসিটি চার্জ ধরা হয়েছিল ১০ কোটি ৯৬ লাখ ২০ হাজার ডলার। ভাড়াভিত্তিক এসব বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রথম চুক্তিতেই বিনিয়োগ ও পরিচালন ব্যয় ?ধরেই খরচ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু নজির বিহীনভাবে বিশেষ বিধান আইনে ক্যাপাসিটি চার্জ ও চুক্তির মেয়াদ ১৮ মাস বাড়ানো হয়। এখানেই থামানো যায় নি রহস্যজনক কোম্পানিটিকে, সাড়ে ৪ বছর মেয়াদ শেষে আরও ৩ বছরের জন্য চুক্তি করা হয়।এতে করে মোট ক্যাপাসিটি চার্জ গিয়ে ঠেকেছে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকায়। আর কোম্পানিটির প্রাথমিক বিনিয়োগ ছিল মাত্র ৭০০ কোটি টাকার মতো। এক বিদ্যুৎকেন্দ্র দিয়েই হাতিয়েছে আড়াই ১৮০০ কোটি টাকা। অথচ তখন বেজড লোড বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করলে ৯০০ কোটি (মেগাওয়াট ৬ কোটি) টাকায় হয়ে যেতো। তেমন বিদ্যুৎকেন্দ্র করা হলে ওই খরচে ২০ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যেতে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২০১১-১২ বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওই অর্থবছরে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পাওয়া প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম পড়েছে ১২.৯৫ টাকা। তখন গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ ছিল ২ টাকার নিচে। ওই ২-এর পাতায় দেখুন

মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরে দরপত্র জমাদানে বাধা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর সেগুনবাগিচায় মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের বিভিন্ন অফিসে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ঝাড়ুদার, ক্লিনার, নাইটগাট ও বাবুর্চি নিয়োগের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু সেই দরপত্র জমাদানে বাধা দেয় ঠিকাদারের একটি গ্রুপ। এ সময় হট্টগোল শুরু হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অবস্থান নেয় পুলিশ ও সেনাবাহিনী। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) সকালে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের সেগুনবাগিচাস্থ প্রধান কার্যালয়ের সামনে এই ঘটনা মাদক নিয়ন্ত্রণের অধিদফতরের একাধিক কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জানা গেছে, আজ সকাল থেকে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ঝাড়ুদার, ক্লিনার, নাইটগাট ও বাবুর্চি নিয়োগে দরপত্র আহ্বান করা হয়। তাতে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা দেয়। পরে তারা টেন্ডারের সামনে অবস্থান নিয়ে তা দখলে নেন এবং অন্যদের জমাদানে বাধা দেন। এতে সেখানে ঠিকাদারদের মধ্যে হট্টগোল শুরু হয়। দরপত্র জমা দিতে না পারা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সংশ্লিষ্টরা মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের সামনে ২-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনা পরিবারের ৫ বিলিয়ন ডলার লোপাট : দুর্নীতির অনুসন্ধানে রুল

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিকের মালয়েশিয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (আরএনপিপি) থেকে ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা) লোপাটের অভিযোগ অনুসন্ধানে দুদকের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মুবিনা আসাফের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার সাহেদুল আজম তমাল। গত ৩ সেপ্টেম্বর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিকের মালয়েশিয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (আরএনপিপি) থেকে ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা) লোপাটের অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ। রিটে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের দুর্নীতি অনুসন্ধানে দুদকের নিষ্ক্রিয়তার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা ২-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনার শাসনামলে মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যান বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে : প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যান জনসাধারণের সামনে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) রিসার্চ অ্যান্ড পলেসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট আয়োজিত কর্মশালায় এ মন্তব্য করেন তিনি। শফিকুল আলম বলেন, ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে মূল্যস্ফীতির সঠিক পরিসংখ্যান সাধারণ মানুষকে ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
Manabik Bangladesh
মানবিক বাংলাদেশ
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা সোমবার ॥ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ০১ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

শীতের শুরুতেই ঢাকায় বেড়েছে বায়ুদূষণ, সমাধান কোন পথে?

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতিবছর শীত এলেই ঢাকায় বাড়ে বায়ুদূষণ। চলতি বছর শুষ্ক মৌসুম শুরুর সঙ্গেই নগরবাসীকে পোহাতে হচ্ছে ধুলার দুর্ভোগ। সেই সঙ্গে কলকারখানার ধোঁয়া, গাড়ির কালো ধোঁয়া, বিষাক্ত সীসায় দূষিত হচ্ছে ঢাকার বায়ু। দূষিত বায়ুতে শ্বাস নিয়েই চলতে হচ্ছে নগরবাসীকে। গত নভেম্বর মাসেও বায়ুদূষণ ছিল আট বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। প্রচণ্ড শীতে দূষণ আরও তীব্র হওয়ার শঙ্কা জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা। বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (ক্যাপস) এক গবেষণায় দেখা গেছে, চলতি বছরের নভেম্বর মাসে ঢাকার মানুষ একদিনও ভালো বা নির্মল বায়ুতে নিশ্বাস নিতে সক্ষম হয়নি। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে ১ দিনের বায়ুমান ছিল 'মধ্যম' প্রকৃতির, ৪ দিন ছিল 'সতর্কতামূলক', ১২ দিন ছিল 'অস্বাস্থ্যকর' এবং ১৩ দিন বায়ুর মান ছিল 'খুব অস্বাস্থ্যকর'। ঢাকার আমেরিকান দূতাবাস থেকে প্রাপ্ত ২০১৬ থেকে ২০২৪ সালের বায়ুমান সূচক বা একিউআইয়ের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস) জানিয়েছে, বিগত নয় বছরের নভেম্বর মাসের মধ্যে ২০২৪ সালের নভেম্বর মাস বায়ুদূষণের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। দেখা গেছে, ঢাকায় বায়ুমান সূচক গত আট বছরের (২০১৬-২০২৩) নভেম্বর মাসের গড় মানের (১৭৬ দশমিক ৬৬) তুলনায় ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসের গড় দূষণ ১০ দশমিক ৩৭ শতাংশ বেড়েছে।

২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে দূষণ ১১ দশমিক ০৫ শতাংশ বেড়েছে। গত নয় বছরের মধ্যে ২০১৬ সালে ঢাকার নভেম্বর মাসের বায়ুমান সূচকের গড় ছিল ১৬৯, ২০১৭ সালে ১৭৮, ২০১৮ সালে ১৯৭, ২০১৯ সালে ১৫৯, ২০২০ সালে ১৬৩, ২০২১ সালে ১৯৪ দশমিক ৮, ২০২২ সালে ১৭৬ এবং ২০২৩ ২-এর পাতায় দেখুন

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাগরে লঘুচাপ সৃষ্টির শঙ্কা, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সম্ভাবনা

স্টাফ রিপোর্টার : দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগরে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও বলেছে সংস্থাটি। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) আবহাওয়াবিদ আফরোজা সুলতানার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, উপমহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান। করছে, এর বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এদিকে আজকে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আজ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এছাড়া সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। পঞ্চগড় ও চুয়াডাঙ্গা জেলা সমূহের উপর দিয়ে মৃদু শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। এতে আরও বলা হয়, মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। পঞ্চগড় ও চুয়াডাঙ্গা জেলা সমূহের ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। আজ সোমবারের (১৬ ডিসেম্বর) পূর্বাভাসে বলা হয়, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা ৭-এর পাতায় দেখুন

জনদুর্ভোগ লাঘবে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে : ফাওজুল কবির খান

গাজীপুর প্রতিনিধি : জনদুর্ভোগ লাঘবে অন্তর্বর্তী সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। রবিবার গাজীপুরে ঢাকা-জয়দেবপুর-ঢাকা রুটে চার জোড়া কমিউটার ট্রেনের ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর পরিচালনায় শিববাড়ি-এয়ারপোর্ট-গুলিস্তান রুটে বিআরটি করিডোরে বিআরটিসির এসি বাস সার্ভিস এর পৃথক দুটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে উপদেষ্টা এ মন্তব্য করেন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী শহীদ, সম্ভ্রমহারা মা-বোন ও জুলাই মাসে সংঘটিত ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আন্দোলনে আহতদের আরোগ্য কামনা করে রেলপথ উপদেষ্টা বলেন, গণপরিবহনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা-জয়দেবপুর-ঢাকা রুটে নতুন কমিউটার ট্রেন চালু করা হয়েছে। এতে জনসাধারণ স্বল্পব্যয়ে দ্রুত ঢাকা-গাজীপুর যাতায়াত করতে পারবেন। জনদুর্ভোগের কথা চিন্তা করে আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা-নরসিংদী-ঢাকা ও ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা রুটেও কমিউটার ট্রেন চালু করার জন্য বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে এসময় জানান তিনি। এছাড়া শিববাড়ি-এয়ারপোর্ট-গুলিস্তান রুটে বিআরটি করিডোরে বিআরটিসির এসি বাস সার্ভিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সড়ক ও সেতু উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং সরকারি-বেসরকারিসহ সকল প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। পথচারীকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দুর্ঘটনা এড়ানোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ভবিষ্যতে আমরা পূর্ণাঙ্গ বিআরটি ব্যবহার করতে পারব এবং এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে অতি দ্রুত বিআরটি করিডরের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা হবে। সবশেষে প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নে তিনি গাজীপুর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারসহ স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং গাজীপুরের সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এসময় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হক, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)-এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) মো. তাজুল ইসলাম, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)-এর নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) নীলিমা আখতার, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রউফ, সেতু বিভাগের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) রশিদুল হাসান, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিজয় দিবস আমাদের অফুরান অনুপ্রেরণা: জি এম কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : মহান বিজয় দিবস সত্যের পথে লড়াই সংগ্রামে আমাদের অফুরান অনুপ্রেরণা। শোষণ, জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে লড়াইয়ের শিক্ষা দেয় আমাদের বিজয় দিবস বলে উল্লেখ করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বাণীতে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, মহান বিজয় দিবস বাংলাদেশীদের জীবনে এক শ্রেষ্ঠ অর্জন। মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় অধ্যায়। তাই, মহান বিজয় দিবস আমাদের সামনে অত্যান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামের যে বীজ বপন হয়েছিলো, তা একাত্তরে শোষণ, বঞ্চনা আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে মহান স্বাধীনতার লক্ষ্যে সশস্ত্র লড়াই-সংগ্রামে রূপ নেয়। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ আর ৭-এর পাতায় দেখুন

পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার : চার দিনের সফরে ঢাকায় আসা পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট জোসে রামোস হোর্তার সঙ্গে বৈঠক করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে। সফরের দ্বিতীয় দিন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে এ বৈঠকের পর দুপুরে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন হোর্তা। বৈঠক শেষে তারা যৌথ প্রেস কনফারেন্স করবেন। এরপর দুই শীর্ষ নেতার উপস্থিতিতে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি ও ফরেন অফিস কনসালটেশন (এফওসি) সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক সই হবে। সফরের তৃতীয় দিন ১৬ ডিসেম্বর জোসে রামোস হোর্তা বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তিনি সাভারে জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধও পরিদর্শন করবেন। হোর্তা ৫৪তম বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন। এর আগে শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) রাতে চার দিনের সফরে ঢাকায় আসেন পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট হোর্তা। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এ সময় হোর্তাকে লালগালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। হোর্তার সঙ্গে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ ১৯ সদস্যের প্রতিনিধি ঢাকায় এসেছে।

অনলাইনে ভ্যাট কার্যক্রম বন্ধ থাকবে ৯৬ ঘণ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : নেটওয়ার্ক স্থানান্তরের জন্য আগামী ১৯ ডিসেম্বর সকাল ৭টা থেকে ২৩ ডিসেম্বর সকাল ৭টা পর্যন্ত ৯৬ ঘণ্টা অনলাইনে ভ্যাটের সকল কার্যক্রম (আইভাস বা সমন্বিত ভ্যাট প্রশাসন ব্যবস্থা) বন্ধ থাকবে। ফলে ওই সময় করদাতারা অনলাইনে কর পরিশোধ, ই-পেমেন্ট, বিক্রির বিপরীতে কর হিসাব করার সেবা পাবেন না। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ১৯ ডিসেম্বর সকাল ৭টা থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯৬ ঘণ্টা আইভাস পদ্ধতির সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, এনবিআরের নেটওয়ার্ক সেবার ভেন্ডর পরিবর্তন হয়েছে। আগের ভেন্ডর এক্সেস টেলিকম (বিডি) লিমিটেডের এর কাছ থেকে নতুন ভেন্ডর বিডিকম অনলাইন লিমিটেডের নেটওয়ার্ক বুঝে নেওয়া, সচল ও সম্পূর্ণ অনলাইন করার জন্য ৯৬ ঘণ্টা সময় দরকার। এ ৭-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রের সংস্কার কখনো রাজনীতিবিদদের অবসর দিয়ে হয় না : রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে গণস্বার্থকে কেন্দ্র করে। ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্টের পর গঠিত সরকার দেশের জন্য কাজ করার চেষ্টা করছেন। আমরা সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি। আবার অনেক কাজের সমালোচনাও করছি। সমালোচনা মানে এই নয় যে আমরা এ সরকারের বিরোধিতা করছি, পতন দাবি করছি। তিনি বলেন, একজন উপদেষ্টা বলেছেন ৫০ বছরে রাজনৈতিক দলগুলো কিছুই করতে পারেনি, আমরা করছি। তাহলে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, ৯০ এবং ২৪-এর সফলতা কে এনেছে? এগুলো কি সুশীল সমাজের অবদান? হা তারা সমর্থন করেছে। ৩শ শতাব্দী থেকে ভোটের প্রথা চালু হয়েছে। ৮শ বছর আগে ইংল্যান্ডে অধিকারের আন্দোলন শুরু হয়েছে। বড় বড় উন্নত দেশেও রাষ্ট্রের সংস্কার কখনো রাজনীতিবিদদের অবসর দিয়ে হয় না। সংস্কার নিয়ে জনৈক উপদেষ্টার উক্তি সমালোচনা করে তিনি বলেন, এটি অহমবোধের অভিব্যক্তি। একটি রাষ্ট্রকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার যে সংস্কার এই ৭-এর পাতায় দেখুন

বিদেশে চিকিৎসা বাবদ বাংলাদেশিরা বছরে ৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করে : গভর্নর

স্টাফ রিপোর্টার : উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশিদের প্রাথমিক গন্তব্য ভারত ও থাইল্যান্ড জানিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, বাংলাদেশিরা বিদেশে চিকিৎসার জন্য বছরে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ করেন। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআরআই) ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন। আহসান এইচ মনসুর ৭-এর পাতায় দেখুন

পোরশায় বিএনপির নবনির্বাচিত কমিটির সংবর্ধনা ও কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

নওগাঁ প্রতিনিধি -মো:রুহুল আমিন শেখ : নওগাঁর পোরশায় জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নবনির্বাচিত কমিটির সংবর্ধনা ও রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতে ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিতপুর ইউনিয়ন বিএনপির কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার (১৫ ডিসেম্বর) সকালে পোরশা শহীদ পিংকু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নিতপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে সংবর্ধনা ও কর্মীসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন পোরশা উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাহ আহম্মেদ মোজাম্মেল চৌধুরী। এ সময় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাদেকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হোসেন বাবু, বশির শাহ প্রমূখ। সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সাকিল জাবেদের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন নিতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বেলাল হোসেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাহ আহম্মেদ মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, ফ্যাসিস্ট হাসিনা দেশ ছেড়ে চলে গেলেও তার দোসররা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের দোসরদের চিহ্নিত করে দ্রুত আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।
তিনি আরও বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন হলেই বাংলাদেশের মানুষ মুক্তি পাবে। এজন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। সংবর্ধনা ও কর্মীসভার আগে বিজয়ের মাস উপলক্ষ্যে বিজয় শোভাযাত্রা বের করেন পোরশা বিএনপির নেতৃবৃন্দ।

কাজে যোগ দিলেন দুদক কমিশনার ফরিদ

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাফিজ আহ্সান ফরিদ কাজে যোগ দিয়েছেন। এই কমিশনার গতকাল রোববার বিকালে প্রথমবার কার্যালয়ে আসেন। এর আগে গত বুধবার দুদকের মোহাম্মদ আবদুল মোমেন এবং কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী কাজে যোগ দিলেও, সেদিন আহসান ফরিদ কাজে যোদ দেননি। গত ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদ স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে দুদক চেয়ারম্যান ও দুই কমিশনার নিয়োগের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। ক্ষমতার পালাবদলের মধ্যে গত ২৯ অক্টোবর দুদক চেয়ারম্যান মুহাম্মদ মইনুউদ্দীন আব্দুল্লাহ,কমিশনার আছিয়া খাতুন ও কমিশনার জহুরুল হক 'ব্যক্তিগত' কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এক সময় ছিলেন কৃষি ৭-এর পাতায় দেখুন

বেনজীর ও মতিউরের বিরুদ্ধে ৮৫ কোটি টাকার দুর্নীতির ৬ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : ৮৫ কোটি ৩২ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ, তার স্ত্রী ও দুই মেয়ে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক সদস্য মতিউর রহমান ও তার স্ত্রীসহ ছয় জনের বিরুদ্ধে পৃথক ছয়টি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলাগুলো দায়ের করা হয়েছে। দুদক মহাপরিচালক আক্তার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মামলাগুলোর মধ্যে চারটি মামলায় বেনজীর পরিবারের বিরুদ্ধে ৭৪ কোটি ১৩ লাখ ৩৯ হাজার টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপন করার অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রথম মামলায় আসামি হয়েছেন বেনজীর আহমেদ। তার বিরুদ্ধে ৯ কোটি ৪৪ লাখ ৬৪ হাজার ৭৫১ টাকার অবৈধ সম্পদ এবং ২ কোটি ৬২ লাখ ৮৯ হাজার ৬০ ৭-এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানে রপ্তানি হবে বাংলাদেশের ওষুধ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের ওষুধ এবার রপ্তানি হবে পাকিস্তানে। এমনটাই প্রত্যাশা করে ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফের। তিনি বলেন, পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে ওষুধ আমদানিতে আগ্রহী। এছাড়াও স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে চায় পাকিস্তান। রোববার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় এ আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন পাকিস্তানের হাইকমিশনার। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা প্রায় এক ঘণ্টা সময় দেন পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ ৭-এর পাতায় দেখুন

নারায়ণগঞ্জে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আহত শিক্ষার্থীর মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জ সদরে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে আহত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী মারা গেছেন। ঘটনার দুই দিন পর শনিবার রাত সোয়া ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে জানান নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি নাসির উদ্দিন। নিহত মো. ওয়াজেদ সীমান্ত (২০) নগরীর দেওভোগ পাক্কা রোড এলাকার হাজী আলম চানের ছেলে। তিনি আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি) এর কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র ছিলেন। পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল ৬টার দিকে সীমান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার জন্য বাসা থেকে বেরিয়ে শহরের মিন্নত আলী মাজারের সামনে গেলে ছিনতাইকারীরা তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। সীমান্তের বাবা আলম বলেন, ৭-এর পাতায় দেখুন

শিগগির আকাশসীমা চালু করবে সিরিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবহনমন্ত্রী বাহা আল-দিন শর্ম বলেছেন, সিরিয়া আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিমান চলাচলের জন্য তাদের আকাশসীমা খুলে দেবে। তিনি বলেন, আমরা বেসামরিক বিমানবন্দরগুলোকে প্রস্তুত করার জন্য কাজ করছি। খবর আল জাজিরার। রাজধানী দামেস্ক এবং আলেপ্পো শহরে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলো পুনরায় চালু করার তারিখও কিছুদিনের মধ্যেই ঘোষণা হবে বলেও উল্লেখ করেন বাহা আল-দিন শর্ম।

বাশার আল-আসাদ সরকারের পতনের পর দেশটির ক্ষমতা গ্রহণ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এদিকে দেশটিতে 'শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একমত হয়েছে আট আরব দেশ। শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) জর্ডানের আকাবা শহরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই প্রতিশ্রুতি দেন দেশগুলোর শীর্ষ কূটনীতিকরা। সৌদি আরব, জর্ডান, ইরাক, লেবানন, মিশর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন এবং কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যৌথ বিবৃতিতে বলেন, নতুন সিরীয় সরকারে 'সব রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির' প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, 'জাতিগত, সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় বৈষম্য' রোধের এবং 'সব নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার ও সমতা' নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছেন তারা। বিবৃতিতে বলা হয়, সিরিয়ার রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে জাতিসংঘ ও আরব লীগের সহযোগিতায় এগিয়ে নিতে হবে। এটি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৭-এর পাতায় দেখুন

বিজয় দিবসে ঢাকায় যান চলবে যেসব সড়কে

স্টাফ রিপোর্টার : বিজয় দিবস উপলক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে গাবতলী-আমিন বাজার সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকবে। আজ সোমবার ভোর সাড়ে ৩টা থেকে সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত বিকল্প সড়ক ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। বিকল্প সড়কের বিষয়ে পুলিশের নির্দেশনার মধ্যে আছে-

- গাবতলী থেকে সাভার হয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে চলাচলকারী যানবাহন এয়ারপোর্ট রোড হয়ে আব্দুল্লাহপুর ক্রসিং দিয়ে আশুলিয়া সড়ক হয়ে চলাচল করবে।
- কল্যাণপুর ও টেকনিক্যাল ক্রসিং থেকে ঢাকার বাইরে ছেড়ে যাওয়া যানবাহন টেকনিক্যাল ক্রসিং থেকে ডানে টার্ন করে মিরপুর ১ নম্বর হয়ে দিয়াবাড়ি ক্রসিং দিয়ে চলাচল করবে।
- আরিচা থেকে আমিন বাজার হয়ে ঢাকা মহানগরগামী যানবাহন নবীনগর বাজারে বামে টার্ন করে

৭-এর পাতায় দেখুন

হাবে প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত অবৈধ: হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : হজ এজেন্সি মালিকদের সংগঠন হজ এজেন্সি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশে (হাব) প্রশাসক নিয়োগ করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে হাবের আগের কমিটি বহাল করে তাদের দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এ সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে রবিবার (১৫ ডিসেম্বর) বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি শিকদার মো. মাহমুদুর রাজীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। আদালতে আগের কমিটির পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির। অপরপক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। গত ১৫ অক্টোবর বৈষম্যবিরোধী হজ এজেন্সির মালিক ও কয়েকটি এজেন্সির স্বত্বাধিকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এক অফিস আদেশে হাবে প্রশাসক নিয়োগ করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করা হয়। সে আদেশে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২-এর ১৭ ধারা মোতাবেক সংগঠনটির বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিল করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ দাউদুল ইসলামকে হাবের প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। তাকে ১২০ দিনের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে বলা হয়। এদিকে হাবের উদ্যোগে গত ১৬ অক্টোবর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসক নিয়োগের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পরে হাইকোর্টে রিট করে হাব। হাবের রিটের শুনানিতে প্রশাসক নিয়োগের আদেশ স্থগিত করেন হাইকোর্ট। এর বিরুদ্ধে আপিল করে বৈষম্যবিরোধী হজ এজেন্সির মালিকরা। সে আপিলের শুনানি নিয়ে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত এবং রুল নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন আপিল বিভাগ। যার ধারাবাহিকতায় মামলাটির রুলের ওপর হাইকোর্ট শুনানি নিয়ে রায় ঘোষণা করলেন।

নিরাপত্তা বাড়ছে কারাগারে ডগ স্কোয়াড মোতায়েন

স্টাফ রিপোর্টার : কারাগারের নিরাপত্তা, মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য অবৈধ দ্রব্য প্রবেশ রোধ করতে সংস্কারের অংশ হিসেবে ডগ স্কোয়াড মোতায়ন করা হয়েছে। রবিবার (১৫ ডিসেম্বর) কারা অধিদফতরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক মো. জান্নাত-উল-ফরহাদ এ তথ্য জানান। তিনি জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে কেরানীগঞ্জ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ও কাশিমপুর কারা কমপ্লেক্সে গত ১৪ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ডগ স্কোয়াড মোতায়ন করা হয়েছে। কারাগারে আগত বন্দি, দর্শনার্থী ও গার্ডিং স্টাফদের প্রবেশপথসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, আরপি গেট ও মেইন ফটকে এ ডগ স্কোয়াড তল্লাশি কার্যক্রমে নিয়োজিত থাকবে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য কারাগারে এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় সার্বিক কার্যক্রম বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে বলেও জানান সহকারী কারা মহাপরিদর্শক।

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

শেখ হাসিনার শাসনামলে মূল্যস্ফীতির

জানতে দেওয়া হয়নি; বরং সেটি বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার মূল্যস্ফীতির সঠিক পরিসংখ্যান দিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে বলেও জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব। আলোচনায় অংশ নেওয়া অর্থনীতিবিদরা বলেন, শেখ হাসিনা সরকারের অদূরদর্শী উদ্যোগে নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়। কিন্তু তখন দায় চাপানো হয়েছে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ওপর। বলা হয়েছে, এজন্য বৈশ্বিক পরিস্থিতি দায়ী। এ সময় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ হিসেবে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ দিয়ে তারা বলেন, যোগান বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাজারে তদারকি জোরদার করতে হবে।

শেখ হাসিনা পরিবারের ৫ বিলিয়ন

হয়। দুদক চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টদের রিটের বিবাদী করা হয়। গত ১৯ আগস্ট রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে শেখ হাসিনা পরিবারের দুর্নীতি নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদন যুক্ত করে হাইকোর্টে রিট করা হয়। সামরিক ও প্রতিরক্ষা খাতে দুর্নীতির অনুসন্ধানকারী গ্লোবাল ডিফেন্স কর্পোরেশনের বরাত দিয়ে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিক মালয়েশিয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (আরএনপিপি) থেকে ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা) লোপাট করেছেন।

মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরে দরপত্র

অবস্থান নেন। একপর্যায়ে তারা প্রধান গেট দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এরপর পুলিশ এবং সেনাবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। তবে এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতনের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এগ্রিকোর বিদ্যুৎকেন্দ্র, যার মুনাফা

বছর একই এলাকায় অবস্থিত আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানির কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনতে খরচ পড়ছে মাত্র ১.৯২ টাকা, আর ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানির বিপরীতে খরচ পড়ছে ১.৫১ টাকা। অর্থাৎ কয়েকগুণ বেশি মূল্য দেওয়ার বিষয়টি ছিল ওপেন সিক্রেট। তবু পিডিবি দফায় দফায় তাদের চুক্তি বাড়িয়ে গেছে। জনশ্রুতি রয়েছে এগ্রিকোর মাধ্যমেই চড়াদরের চুক্তির সূচনা হয়। যা পরে অন্যান্য কোম্পানিও পেয়ে যায়।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, টেকসই উন্নয়নের পথে না হেঁটে উল্টো বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে দুর্নীতির সুযোগ করে দেওয়াই গত সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল বলে মনে হচ্ছে। এগ্রিকো ইন্টারন্যাশনালের ঘটনা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন অনেকেই।

বিদ্যুতে নানা রকম লুটপাটের ঘটনা ঘটলেও এভাবে চুক্তির পর ক্যাপাসিটি চার্জ বাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা নজির বিহীন। যুক্তরাজ্যভিত্তিক কোম্পানি এগ্রিকো ইন্টারন্যাশনালের এই চুক্তি নিয়ে নানা রকম জনশ্রুতি রয়েছে। কোম্পানিটির মালিকানার বিষয়টি রহস্যাবৃত। কোম্পানিটির বাংলাদেশের লোকাল এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে ইনফ্রাটেক অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড। যার মালিকানায় রয়েছে সরাফত চৌধুরী সাদি। প্রবাসী ওই বাংলাদেশি সাবেক সচিব ড. সাদাত হোসেনের দূরসম্পর্কের আত্মীয় বলে জানা গেছে। তিনি নিজেকে তৌফিক ই-ইলাহী চৌধুরীর আত্মীয় হিসেবে পরিচয় দিতেন। তার ক্ষমতার দাপটে পিডিবির অনেক চেয়ারম্যান তাকে সমীহ করে চলতেন। পিডিবি ও বিদ্যুৎ বিভাগের বড় কর্তাদের তুমি বলে সম্বোধন করতেন। অনেকে বিব্রত হলেও তৌফিক ই-ইলাহী চৌধুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে মুখ খোলার সাহস দেখান নি। কথিত রয়েছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর বাড়তি মুনাফার বখরা পেতেন খোদ তৌফিক ই-ইলাহী চৌধুরী। যা তাকে দেশের সীমানার বাইরে পৌঁছে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। ওই বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরে এগ্রিকো ইন্টারন্যাশনালকে আরও দু'টি বিদ্যুৎকেন্দ্র দেওয়া হয়। এগুলো হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র ২০১১ সাল, কাছাকাছি সময়ে ২০১১ সালের ৩১ মে উৎপাদনে আসে আশুগঞ্জ ৯৫ মেগাওয়াট আরেকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র। এটিও তিন বছরের জন্য লাইসেন্স পায়। তবে অদৃশ্য জাদুর ছোঁয়ায় কয়েক দফা চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির পর মোট আট বছর করে চলে বিদ্যুৎকেন্দ্র দুটি। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে ক্যাপাসিটি চার্জ নির্ধারণ করা হয় ৩০ ডলার হারে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিপরীতে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা, এবং আশুগঞ্জ ৯৫ মেগাওয়াটের বিপরীতে প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা। কেন্দ্র দুটির বিপরীতে প্রায় ২৭০০ কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়েছে পিডিবি। এসব অসম চুক্তির প্রভাব পড়ে গড় বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) তথ্য অনুযায়ী, গড় উৎপাদন খরচ ২ টাকার নীচে থাকলেও কয়েক বছরেই আকাশ চুম্বি হয়েছে। ২০২২ সালে সাড়ে ৮ টাকার মতো, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গড় উৎপাদন খরচ ১১.৫১ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ গড়ে বিক্রি করছি ৮.৯৫ টাকা দরে, আর কিনছি ১২ থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত। কেনো বেশি দামে কেনা হলো, কারা চুক্তি করেছেন, কেনো করেছেন! বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করেছেন তারা কি তখন মনে করেন নি, এতো বেশি দামে কেনো নিচ্ছি, তারা কি জাতিকে ক্ষতিপূরণ দিবেন? এগ্রিকো ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশি এজেন্ট সরাফত চৌধুরী সাদির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হয়। তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়, হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিলেও সাড়া পাওয়া যায় নি। সরাফত চৌধুরী সাদির ছোট ভাই ইনফ্রাটেক অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেডের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার রবিন চৌধুরী বলেছেন, বিদ্যুৎকেন্দ্র পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো রকম অনিয়ম হয় নি। যা হয়েছে সবকিছু নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে। উন্মুক্ত দরে ২১ ডলারে চুক্তি চলমান অবস্থায় দর ও সময় বাড়িয়ে নেওয়ার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বলেন, এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না। আপনি পিডিবির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার সঙ্গে পারিবারিক আত্মীয়তা ও পার্টনারশিপের জনশ্রুতি বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বলেন, এগুলো যারা বলেন তারা না জেনে ভুল কথা বলেছেন। এগ্রিকো নিয়ম অনুযায়ী ব্যবসা করেছে। জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, সরাফত চৌধুরী সাদি, তার কোম্পানি ও ঘনিষ্ঠদের ব্যাংক হিসাবে থাকা টাকা পাচারের বড় রহস্য বেরিয়ে আসতে পারে। এর সঙ্গে অনেক রাঘববোয়াল জড়িত থাকতে পারে।

৪২তম বিসিএসে উত্তীর্ণ ১৯১৯

৪২তম বিসিএসের অপেক্ষমাণ চিকিৎসকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। তারা বলেন, দেশে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে চরম চিকিৎসা সংকট। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের মৌলিক অধিকার হিসেবে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। পর্যাপ্ত চিকিৎসক না থাকায় রোগীরা যথাযথ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না। সাধারণ বিসিএসের নিয়োগ প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ উল্লেখ করে চিকিৎসকরা বলেন, বর্তমানে ৪৪তম, ৪৫তম এবং ৪৬তম বিসিএস প্রক্রিয়াধীন। ৪২তম বিসিএসের পর আর কোনো চিকিৎসক নিয়োগ হয়নি। তাই দীর্ঘ প্রক্রিয়া এড়িয়ে দ্রুত নিয়োগ দিয়ে চিকিৎসা সংকট নিরসনের দাবি জানান তারা। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত চিকিৎসকরা কোভিড-১৯ পরবর্তীতে চিকিৎসা চাহিদা বৃদ্ধি, মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবায় বৈষম্য দূর করা এবং ৪২তম বিসিএসের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য দ্রুত ন্যায্য নিয়োগের দাবি জানান। বিদেশে চিকিৎসার ওপর নির্ভরতা কমানোর কাজ করতে চিকিৎসক ডা. ফাতেমা আক্তার বলেন, আমরা লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাস করেছি অথচ আমাদের নিয়োগবঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। আমরা যৌক্তিক দাবি নিয়ে মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে স্মারকলিপি দিয়েছি। দেশের মানুষের চিকিৎসায় নিজেদের নিয়োজিত করতে আমরা প্রস্তুত আছি। তাই আমাদের দ্রুত নিয়োগের দাবি জানাচ্ছি। সংবাদ সম্মেলনে চিকিৎসকদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও এবি পার্টির আহ্বায়ক মেজর (অব.) অধ্যাপক ডা. আব্দুল ওহাব মিনার বলেন, নিয়োগ না পাওয়া এসব চিকিৎসকদের যোগ্যতার কোনো অভাব নেই, তারা বিসিএসে টিকেছে, তাহলে কেন তাদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না? এখানতো কেউ নেই যে বিসিএস ফেল করে বসেছে তাদের নিয়োগ দিতে। যাদের চিকিৎসা কাজে থাকার কথা ছিল, তারা বাধ্য হয়ে আজ সংবাদ সম্মেলনে এসেছে। বিসিএস পরীক্ষায় এসব চিকিৎসকরা পাস করে আজ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। তাদের দাবি যৌক্তিক। এটা রাষ্ট্রের, মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতা। স্বাস্থ্য উপদেষ্টাকে সুস্পষ্ট বার্তা দিতে চাই, আপনারা এসব চিকিৎসকদের দ্রুত নিয়োগ দিন। তিনি আরও বলেন, চিকিৎসকের বিবেচনায় কিছু মানহীন মেডিকেল কলেজ তৈরি হয়েছে সেগুলো বন্ধ করতে হবে। ওখানে কোনো রোগী নেই, ভালো মানুষকে রোগী সাজিয়ে স্টুডেন্টদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। এটা বন্ধ করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে এবি পার্টির যুগ্ম সদস্য সচিব ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাস্থ্য উপদেষ্টাকে বলছি, ৪২ বিসিএসে যে ভাইবোনরা টিকে গেছেন ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৪৯তম বিসিএসের নাটক না করে দ্রুত দেশের স্বার্থে ছয় থেকে তিন মাসের মধ্যে তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হোক।

রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দিয়ে বদলির

সরকারি-বেসরকারি ও সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বদলি বা কর্মস্থল পরিবর্তনের তদবির করা হচ্ছে। বিষয়টি অনভিপ্রেত এবং সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ২০ এবং ৩০ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলেও এতে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিপত্রে জানানো হয়, সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার বিধি ২০ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী অসদাচরণের শামিল। বদলি বা তদবিরে শোনার ফলে মূল্যবান কর্মঘণ্টা নষ্ট হয় এবং অফিসের কাজকর্মে মনোনিবেশ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে উল্লেখ করে পরিপত্রে আরও বলা হয়, মাঠ প্রশাসনের অধীনে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীদের বদলি বা কর্মস্থল পরিবর্তনের তদবির না করার জন্য কঠোর সতর্কতা জারি করা হলো। নির্দেশনা লঙ্ঘনকারী সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশনা দেওয়া হয় পরিপত্রে। পরিপত্রটি ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, দেশের সব বিভাগীয় কমিশনার এবং সব জেলা প্রশাসকের (ডিসি) পাঠানো হয়েছে। পরিপত্রের অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, সব উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)-সহ সংশ্লিষ্টদের পাঠানো হয়েছে। সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯-এর ২০ নম্বর বিধিতে বলা হয়, কোনো সরকারি কর্মচারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার পক্ষে কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোনো সংসদ সদস্য বা অসরকারি ব্যক্তির দ্বারস্থ হবেন না। ৩০ নম্বর বিধিতে বলা হয়, কোনো সরকারি কর্মচারী তার চাকরি প্রসঙ্গে কোনো দাবির সমর্থনে সরকার বা কোনো সরকারি কর্মচারীর ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক বা অন্যান্য বাইরের প্রভাব প্রয়োগ বা প্রয়োগের চেষ্টা করবেন না। ৩২ নম্বর বিধিতে বলা হয়, যে কোনো বিধি লঙ্ঘন করলে তা অসদাচরণ বলে গণ্য হবে। এ লঙ্ঘনের জন্য কোনো সরকারি কর্মচারী দোষী সাব্যস্ত হলে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমের আওতায় আসবেন। অসদাচরণের শাস্তি প্রসঙ্গে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮- তে বলা হয়েছে, অসদাচরণের জন্য লঘুদণ্ড বা গুরুদণ্ড যে কোনো দণ্ড দেওয়া যাবে। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীরা পছন্দের জায়গায় বদলি হতে বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে তদবির করাচ্ছেন। এজন্য পরিপত্র জারি করে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, বিষয়টি খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত। তদবির থেকে সবাইকে বেরিয়ে আসা দরকার। 'তবে এ দেশে বাস্তবতা হলো অনেক দিন ধরে হয়ে আসছে তদবির ছাড়া পছন্দের জায়গায় বদলি হওয়া যেত না। যোগ্যদেরও পদায়ন হতো না বিশেষ ক্ষমতাধরদের আনুকূল্য এবং তদবির ছাড়া। অনেকক্ষেত্রে লেনদেনও হতো। এসব বদলানো দরকার।' সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ না করলে আগের অবস্থার তৈরি হবে। যা একেবারেই কাঙ্ক্ষিত নয়, বলেন বদিউল আলম মজুমদার।

আওয়ামী সরকারের প্রভাবশালীদের

আলম গ্রুপ, বেক্সিমকো গ্রুপ, নাবিল গ্রুপ, সামিট ও আরামিট গ্রুপ ছাড়াও বেশ কয়েকটি শীর্ষ গ্রুপের বা ব্যক্তির অর্থপাচার অনুসন্ধান ও তদন্ত করবে। এছাড়া সাবেক ভূমি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর অর্থপাচারের বিষয়টি যৌথ টিমের আওতায় অনুসন্ধান চলছে। ইতোমধ্যে তাদের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের তথ্য চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রণালয় ও এনবিআরের একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এ বিষয়ে বলেন, গত ৪ ডিসেম্বর বিএফআইইউ থেকে অনুসন্ধানকারী সংস্থাগুলোকে চিঠি দিয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে সম্প্রতি বিএফআইইউ পর্যালোচনায় সংশ্লিষ্ট এসব গ্রুপ ও ব্যক্তির দুর্নীতি, প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে ব্যাংকিং নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক থেকে ঋণের অর্থ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার নজির মিলেছে। এসব ব্যবসায়িক গ্রুপের বিরুদ্ধে কর ও শুল্ক ফাঁকি, বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে অর্থপাচারসহ বিভিন্ন অবৈধ পন্থায় বিদেশে অর্থ পাচারের তথ্য পাওয়া গেছে। এসব গ্রুপ ও সেসব প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি ব্যাংক ঋণের অর্থ আত্মসাৎ, বিভিন্ন বৈধ বা অবৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থ মানিলন্ডারিং বা বিদেশে পাচার করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে অধিকতর অনুসন্ধান ও তদন্ত করা আবশ্যক। এজন্যই যৌথ টিম গঠন করা হয়েছে। তারা আরও বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ও এনবিআরের আওতাধীন কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরকে নিয়ে এই যৌথ তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে। দুদক মনোনীত কর্মকর্তা এই অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজে নেতৃত্ব দেবেন এবং মামলার চার্জশিট দাখিলের ক্ষেত্রে নিজ সংস্থার অনুমোদন গ্রহণ করে আদালতে দাখিল করবেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো সূত্রে আরও জানা যায়, অনুসন্ধানকারী দল আইন ও বিধি মেনে প্রতিটি গ্রুপের ১০টি কাজ করবে। যার মধ্যে রয়েছে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন বিষয়ে আইন এবং বিধি অনুসরণ করে অনুসন্ধান ও তদন্ত; এটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তা আইনি সহায়তা ও পরামর্শ দেবেন; অনুসন্ধানের তথ্যের গোপনীয়তা ও সংবেদনশীলতা কঠোরভাবে রক্ষা করা; বিদেশে পাচার করার সম্পদ ফেরত আনার বিষয়ে আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স ও বিএফআইইউকে তথ্য সরবরাহ করা; চার্জশিট দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজ সংস্থার অনুমোদন নেওয়া; সব তথ্য ও দলিলাদি বিএফআইইউতে সংরক্ষণ; অনুসন্ধান দলের কর্মকর্তাদের ভাতা সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করবে; অনুসন্ধান দলের কার্যক্রম হবে বিএফআইইউতে এবং তাদের নিরাপত্তা দেওয়া হবে; অনুসন্ধান দলের প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ও ফান্ড বাংলাদেশ ব্যাংক দেবে এবং বিএফআইইউ অনুসন্ধান দলের মধ্যে সমন্বয় ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। অন্যদিকে শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী ছাড়াও শেখ হাসিনা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দেশে-বিদেশে সম্পদ অনুসন্ধানের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এনবিআর। যেখানে নাম রয়েছে শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, তার বোন শেখ রেহানা, মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিক, ছেলে রেদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, শেখ ফজলে নূর তাপস, শেখ ফজলে ফাহিম, শেখ হেলাল, শেখ তন্ময়, আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ এবং তাদের পরিবারের সদস্য ও তাদের প্রতিষ্ঠানের নাম। এস আলম গ্রুপের মালিক এস আলম ও তার সহযোগী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ অপরাধ, প্রতারণা, জালিয়াতি ও হুন্ডি কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে। এস আলমসহ তার সহযোগী ব্যক্তিরা ১ লাখ ১৩ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আর বেক্সিমকো গ্রুপের ১৭টি প্রতিষ্ঠান ১২ বছরে প্রায় ৯৫৭ কোটি টাকা পাচার করেছে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) তদন্তে এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইসহ তিনটি দেশে এই অর্থপাচার করা হয়েছে।

শীতের শুরুতেই ঢাকায় বেড়েছে

সালে ছিল ১৭৫ দশমিক ৬। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসের বায়ুমান সূচক বেড়ে ১৯৫ হয়েছে। গবেষণার প্রধান ক্যাপসের চেয়ারম্যান ও স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমেদ কামরুজ্জামান বলেন, 'এসব কারণ দুই বছর থেকেই বলে আসছি। এগুলোর সমাধান হলেই নগরবাসী ভালো থাকতে পারবে। এবার ভারি শীতে দূষণ গতবারের চেয়েও বেশি হতে পারে। আমরা লক্ষ্য করেছি, আইনের বাস্তবায়ন কম। এছাড়া বায়ুদূষণের সোর্সগুলো এখনো দৃশ্যমান। কলকারখানার ধোঁয়া থেকে শুরু করে রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবন, রাস্তা খোঁড়াখুঁড়িতে আইন কিছুই মানা হচ্ছে না।' অধ্যাপক আহমেদ কামরুজ্জামান বলেন, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, সিটি করপোরেশন, গণপূর্ত, ওয়াসা, পরিবেশ অধিদপ্তর যদি সমন্বয় করে কাজ করতো তাহলে এ উৎসগুলো থেকে দূষণ হতো না। সরেজমিনে রাজধানীর বেশ কয়েকটি জায়গা ঘুরে দেখা গেছে, যত্রতত্র রাস্তা নির্মাণের কাজ, কলকারখানার ধোঁয়া, গাড়ির কালো ধোঁয়া, ধূমপান, যেখানে-সেখানে কাগজ, আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলার ফলে বায়ুদূষণ হচ্ছে। রাজধানীর মালিবাগ রেলগেট সংলগ্ন এলাকায়ও একই অবস্থা দেখা গেছে। এক্সপ্রেসওয়ের কাজ চলার কারণে এক বছর থেকেই এ এলাকায় ধুলাবালির প্রকোপ বেড়ে যায় বলে জানান সেখানকার বাসিন্দারা। মৌচাকের বাসিন্দা মাহফুজ হোসেন। মালিবাগ, বাড্ডা ও মোহাম্মদপুরে তার দৈনন্দিন যাতায়াত। বায়ুদূষণের ফলে নানান দুর্ভোগে ভুগছেন তিনি। মাহফুজ বলেন, 'কোনো মৌসুমেই নিরাপদভাবে রাস্তাঘাটে চলাচল করতে পারি না। বর্ষাকালে মৌচাক-শান্তিনগরে ভুগতে হয়েছে জলাবদ্ধতায়। এখন আবার শীতকালে পোহাতে হচ্ছে ধুলার দুর্ভোগ। মাস্ক পরেও নিস্তার নেই। মাঝেমধ্যে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মালিবাগ বাজার, ওয়্যারলেস রেলগেট এলাকায় বাজার করতে যাই। সেখানেও একই অবস্থা।' মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধের রাস্তাজুড়ে ধুলাবালি আর কারখানার ধোঁয়ায় চরম ভোগান্তিতে এলাকাবাসী। এ পথ দিয়ে যাতায়াত করেন রাকিব হোসেন। তিনি বলেন, 'বাদামতলীতে কাজ করি, খুবই কষ্ট হয়। প্রতিদিন লেগুনায় করে কাজে যাই। এই গাড়িতে কোনো জানালা নেই। সারা গায়ে ধুলাবালির আবরণ পড়ে যায়। পুরো শীতকাল জুড়ে এই অবস্থা থাকে। শীতকালেও দুবার গোসল করতে হয়।' দূষণে ঘন কুয়াশা বাড়ার শঙ্কা আবহাওয়াবিদ বজলুর রশিদ বলেন, বায়ুদূষণের কারণে কুয়াশা বেড়ে যায়। কুয়াশা বেড়ে গেলে দিনের তাপমাত্রা কমে যায়। অনেক সময় দেখা যায়, শৈত্যপ্রবাহ না থাকলেও প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয়। মূলত দূষিত বাতাসে প্রচুর পরিমাণে ধূলিকণা মিশে যায় যা মেঘ কুয়াশা তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখে। গত বছরের তুলনায় এবার শীত কিছুটা আগে এসেছে। সে কারণে কুয়াশার সঙ্গে দূষণ মিশে দিনের দৃশ্য বা আলো কমে যাবে। খোলা আকাশ কম দেখা যাবে। শীতের অনুভূতিও বাড়তে পারে। দূষণে বাড়ছে রোগ-বালাই স্টেট অব গ্লোবাল এয়ারের (এসওজিএ) ২০২৪ সালের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়াসহ পূর্ব-পশ্চিম, মধ্য এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় আফ্রিকার দেশগুলোতে বায়ুদূষণজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। শুধু ২০২১ সালেই বাংলাদেশে দুই লাখ ৩৫ হাজারের বেশি মৃত্যুর কারণ ছিল এই বায়ুদূষণ, যা জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। বায়ুদূষণের কারণে ওই বছর দেশে ১৯ হাজারেরও বেশি পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে।

রিপোর্টে আরও উঠে এসেছে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুরা বায়ুদূষণজনিত রোগের বেশি শিকার হয়ে থাকে। এর প্রভাবে অপরিণত অবস্থায় জন্মগ্রহণ, কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ, হাঁপানি ও ফুসফুসের রোগসহ বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়। শ্যামলীর ২৫০ শয্যা টিবি হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. আয়েশা আক্তার বলেন, শীত এলেই হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি, এই তিন মাসে রোগীর সংখ্যা বেশি থাকে। বহির্বিভাগে দুই-তিন মাস আগে প্রতিদিন রোগী হতো ২০০ থেকে ৩০০। এখন শীতে প্রতিদিন ৪০০ থেকে ৫০০ রোগী হচ্ছে। কিছুদিন পর ৬০০ পার হতে পারে। এখানে ঋতু পরিবর্তন আর বায়ুদূষণ মূল ফ্যাক্টর। শীত যদি আরও বেড়ে যায়, দূষণও বাড়বে, রোগীও বাড়তে পারে। তিনি আরও বলেন, 'এই দূষণের ফলে যারা হাঁপানি ও ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত তারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। দূষণ যেহেতু দূর হচ্ছে না, এখন জনগণের সচেতন হওয়াটা জরুরি। মানুষকে নাক-মুখ ঢেকে বা মাস্ক পরে বাইরে যেতে হবে। তাহলে দূষণ থেকে দূরে থাকা যায়।' জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আবু ফয়সাল জামিল বলেন, 'প্রতিবছর শীত আসে। দূষণ বেড়ে যায়। আমরা কথা বলি। আপনারা লেখেন। কিন্তু কোনো সমাধান কি হচ্ছে? সুতরাং এখন সবচেয়ে বেশি জরুরি মানুষকে সতর্ক হতে হবে। প্রতিটি মানুষ রাস্তায় বের হলেই মাস্ক পরতে হবে বাধ্যতামূলক। ঠিক কোভিড-১৯ এর সময় যেভাবে মাস্ক পরেছিলাম, সেভাবে। না হলে এই দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। মাস্ক পরার জন্য স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করতে হবে। মানুষের আচরণে পরিবর্তন আনতে হবে। দরকার হলে মাস্ক পরার বিষয়ে শাস্তি বা আইনের বিধান রাখতে হবে।' 'আমরা দূষণ কমাতে পারছি না, অন্যদিকে রোগবালাই বাড়ছে। শিশু এবং বৃদ্ধদের রোগ প্রকট আকার ধারণ করছে। সেক্ষেত্রে আমরা জনগণই সচেতন হবো', যোগ করেন ফয়সাল জামিল। দূষণ রোধে কী ব্যবস্থা নেবে সিটি করপোরেশন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর খায়রুল আলম বলেন, 'আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রতিদিন দুইবেলা পানি ছিটাচ্ছি। এখন শুষ্ক মৌসুম, ধুলা হয়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তো আর পানি দেওয়া সম্ভব না। বায়ুদূষণের যে সোর্স রয়েছে, সেখানে আমরা সব সময় মনিটর করে এনফোর্স করি। নির্মাণাধীন স্থান আমরা সব সময় ঢেকে রাখতে বলি। প্রচারণা করি। অনেক সময় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করি। কিন্তু এত বিরাট এলাকা কাভারেজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আমাদের লোকবল সংকট রয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় সক্ষমতাও কম।' 'ঢাকায় দেড় কোটির বেশি মানুষ। এত মানুষ তাদের প্রয়োজন মেটাতে গিয়েই দূষণ করছে। ঢাকা থেকে মানুষ কমাতে হবে। লাখ লাখ মানুষ রয়েছে, যাদের রান্নার গ্যাস নেই। অনেকে লাকড়ির চুলা ব্যবহার করেন। অসংখ্য ফিটনেসবিহীন বাস। এভাবে নাগরিকরা প্রতিটি ক্ষেত্রে দূষণে প্রভাব রাখছেন। তাই দূষণের সোর্স পরিবর্তন করতে হবে', যোগ করেন মীর খায়রুল আলম। পরিবেশ অধিদপ্তর কী করবে? পরিবেশ অধিদপ্তরের বায়ুমান ব্যবস্থাপনা শাখার পরিচালক মো. জিয়াউল হক বলেন, 'গত বছরের অক্টোবরে ন্যাশনাল এয়ার কোয়ালিটি অ্যাকশন প্ল্যান করা হয়েছে। বিষয়টা হলো প্ল্যান বাস্তবায়ন করা। এটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং। আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা রাস্তার ধুলা। এটা নিয়ন্ত্রণ করবে কে? একইভাবে বর্জ্য পোড়ানো হচ্ছে শহরের বিভিন্ন জায়গায়। এসব নিয়ে আইনও রয়েছে। এসব আইন কড়াকড়িভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তাছাড়া যথেষ্ট আইন আছে কিন্তু আইনের প্রয়োগটা দুর্বল।' 'জনগণ বা সরকারি-বেসরকারি যেসব পর্যায়ে দূষণ করছে তাদের দূষণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করতে হবে। সার্বিকভাবে সব কিছুতে শৃঙ্খলা ফেরাতে হবে। রাস্তা খোঁড়াখুঁড়িতে সরকারি প্রতিষ্ঠান জড়িত। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার মতো পর্যায়ে কি আমরা আছি? সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান কিংবা কোনো সংস্থার প্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সহজ ব্যাপার না।' জিয়াউল হক আরও বলেন, 'বায়ুদূষণ খুব জটিল জিনিস। এটা বিভিন্ন সোর্স থেকে আসে। খালি চোখে দেখা যায় না। আমাদের প্রতিবেশী দেশে থেকেও ২০-৩০ ভাগ দূষণ আসে। সব মিলিয়ে আমরা (নিয়ন্ত্রণের) চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

ভারতীয় টিভি চ্যানেল বন্ধের রিট

সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে। রিটে ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন ২০০৬ এর ২৯ ধারা মোতাবেক ভারতীয় সব টিভি চ্যানেলের সম্প্রচার নিষিদ্ধ করতে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশে ভারতীয় টিভি চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধে কেন নির্দেশনা দেয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারির আর্জি জানানো হয়েছে। রিট আবেদনে বলা হয়েছে, ভারতীয় টিভি চ্যানেলে বিভিন্ন উসকানিমূলক সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। এ ছাড়া ভারতীয় চ্যানেলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিরোধী বিভিন্ন অনুষ্ঠান অবাধ সম্প্রচারের ফলে যুব সমাজ ধ্বংসের সম্মুখীন। তারা কোনো আইন মানছে না।

গাজায় বর্বর হত্যাযজ্ঞ চলছেই, নিহত

হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি এই হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। এছাড়া ইসরায়েলি আগ্রাসনের কারণে প্রায় ২০ লাখেরও বেশি বাসিন্দা তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। মূলত ইসরায়েলি আক্রমণ গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। জাতিসংঘের মতে, ইসরায়েলের বর্বর আক্রমণের কারণে গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। আর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে গাজার সকলেই এখন খাদ্য নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। এছাড়া অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। ইসরায়েল ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে।

রাজনৈতিক মঞ্চে সশরীরে আসছেন

আহমেদসহ আমি ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছি। তিনি সম্মতি দিয়েছেন; বলেছেন, শরীর ভালো থাকলে মুক্তিযোদ্ধাদের এই সমাবেশ তিনি আসবেন। আমাদের প্রত্যাশা ম্যাডাম এই সমাবেশ যোগ দেবেন ইনশাল্লাহ। সবশেষ ২০১৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার লো মেরিডিয়ানে বিএনপির বর্ধিত সভায় সভাপতিত্ব করেন চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এর তিন দিন বাদে ৮ ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় পাঁচ বছরের সাজা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে। ওই বছরের অক্টোবরে হাই কোর্টে আপিল শুনানি শেষে সাজা বেড়ে হয় ১০ বছর। এরপর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায়ও আরও সাত বছরের সাজা হয় বিএনপি নেত্রীর। দেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর পরিবারের আবেদনে ২০২০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে খালেদার দণ্ড ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেন। ওই বছরের ২৫ মার্চ সাময়িক মুক্তি পেয়ে গুলশানের বাসা ফিরোজায় ফেরেন খালেদা। তখন থেকে তিনি সেখানেই আছেন। এরপর থেকে পরিবারের আবেদনে প্রতি ছয় মাস পরপর বিএনপি নেত্রীর মুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে আসছিল শেখ হাসিনার সরকার। প্রতিবারই তাকে দুটি শর্ত দেওয়া হচ্ছিল। তাকে বাসায় থেকে চিকিৎসা নিতে হবে এবং তিনি বিদেশ যেতে পারবেন না। গত ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরদিনই রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দণ্ড মওকুফ করেন। পরে নয়া পল্টনে বিএনপির এক সমাবেশে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন তিনি। আর ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবসে সেনাকুঞ্জে সশস্ত্র বাহিনীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। ২১ ডিসেম্বরের মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে সারাদেশ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকায় আনা হচ্ছে জানিয়ে মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি উলফাত বলেন, "ছাত্র-জনতার বিপ্লবের পর এই সমাবেশটি দেশনেত্রীকে সামনে রেখে করার প্রেক্ষাপটে আমরা ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছি।" মুক্তিযোদ্ধা দলের সাধারণ সম্পাদক সাদেক আহমেদ খান বলেন, "মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে লন্ডন থেকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভার্চুয়ালি যোগ দেবেন।"

ড. ইউনূসের নেতৃত্বে আসা

এসেছেন পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট। হোর্তাকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বিডিআর বিদ্রোহ তদন্তে

সম্ভব হয়নি। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বিডিআর হত্যার পুরো ঘটনার তদন্তে কমিশন গঠনের কথা জানায় সরকার। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিলখানায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদরদপ্তরে বিদ্রোহের ঘটনায় ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোড়ন তোলে ওই ঘটনা। সেই বিদ্রোহের পর সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বিডিআরের নাম বদলে যায়, পরিবর্তন আসে পোশাকেও। এ বাহিনীর নাম এখন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা বিজিবি। বিদ্রোহের বিচার বিজিবির আদালতে হলেও হত্যাকাণ্ডের মামলা বিচারের জন্য আসে প্রচলিত আদালতে। এই ঘটনায় হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে দুটি মামলা হয়। হত্যা মামলায় খালাস বা সাজাভোগ শেষে বিস্ফোরক মামলার কারণে মুক্তি আটকে আছেন ৪৬৮ বিডিআর সদস্যের। হত্যা মামলায় ৮৫০ জনের বিচার শেষ হয় ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর। তাতে ১৫২ জনের ফাঁসি, ১৬০ জনের যাবজ্জীবন ও ২৫৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। খালাস পান ২৭৮ জন। ২০১৭ সালের ২৭ নভেম্বর সেই মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের রায়ও হয়ে যায় হাই কোর্টে। তাতে ১৩৯ আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়। যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হয় ১৮৫ জনকে। আরো ২২৮ জনকে দেওয়া হয় বিভিন্ন মেয়াদে সাজা। খালাস পান ২৮৩ জন। হাই কোর্টের রায়ের আগে ১৫ জনসহ সব মিলিয়ে ৫৪ জন আসামি মারা গেছেন। হত্যা মামলায় হাই কোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে ২২৬ জন আসামি আপিল ও লিভ টু আপিল করেছেন। অন্যদিকে হাই কোর্টে ৮৩ জন আসামির খালাস এবং সাজা কমানোর রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল করেছে রাষ্ট্রপক্ষ। এসব আপিল ও লিভ টু আপিল এখন শুনানির অপেক্ষায়। অন্যদিকে বিস্ফোরক আইনের মামলায় ৮৩৪ জন আসামির বিরুদ্ধে বিচারকাজ শুরু হয়েছিল ২০১০ সালে। কিন্তু মাঝপথে বিস্ফোরক মামলার কার্যক্রম এক প্রকার স্থগিত রেখে শুধু হত্যা মামলার সাক্ষ্য উপস্থাপন করে রাষ্ট্রপক্ষ। যে কারণে এই মামলার বিচার ঝুলে যায়। পরে বিডিআর বিদ্রোহের পুরো ঘটনা তদন্তের দাবি ওঠে।

পূর্ব তিমুর ও বাংলাদেশের মধ্যে

দুই দেশের কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীরা ভিসা ছাড়াই একে অপরের দেশে প্রবেশ, অবস্থান এবং প্রস্থান করতে পারবেন। এটি পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে নেওয়া হয়েছে। দুই দেশের শীর্ষ নেতা মনে করছেন, আজকের এই চুক্তি দুই দেশের কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগাযোগ সহজতর করার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে। শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে চার দিনের সফরে ঢাকায় আসেন পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট। বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

১২ বিচারপতির বিষয়ে তদন্ত শেষ

উদ্দিন, বিচারপতি মো. আক্তারুজ্জামান, বিচারপতি মো. আমিনুল ইসলাম, বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসেন দোলন, বিচারপতি খিজির হায়াত, বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামান। ১৬ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমেদ ভূঞা জানান, ১২ জন বিচারপতিকে বেঞ্চ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। পরে তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত শুরু করেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল।

আজ মহান বিজয় দিবস

তৎকালীন পূর্ববাংলার মানুষের প্রথম ও শেষ চাওয়া, তখন একাত্তরের ২৫শে মার্চ কালো রাতে পাকবাহিনী নির্মম হত্যাকাণ্ড চালায় মুক্তিকামী নর-নারী ও শিশুদের ওপর। এতে স্তম্ভিত হয়ে যায় গোটা দেশ। বিশ্ব বিবেকও এমন ন্যক্কারজনক ঘটনায় চুপ থাকতে পারেনি। মুক্তিপাগল জনতা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয়ের জন্য। 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে' সশস্ত্র সংগ্রামে শরীক হয় সর্বস্তরের মানুষ। দীর্ঘ নয় মাস অনেক ত্যাগ-তিতীক্ষা, রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পরাধীনতা গ্লানি, শোষণ-বঞ্চনার পীড়নমুক্ত হই আমরা। সমরবিদ ও বিশ্লেষকদের মতে, দুনিয়াব্যাপী দেশ শত্রুমুক্ত করার স্বল্পতম সময়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ গৌরবগাঁথা ও ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। এমন একটি সংগ্রামের ইতিহাস এ দেশের মানুষকে করেছে সারাবিশ্বে মর্যাদাবান, করেছে স্বাধীন-সার্বভৌম। দিয়েছে আত্মপরিচয়ের নিশানা লাল-সবুজের পতাকা, দিয়েছে স্বকীয়তার স্বীকৃতী। বিশ্ব মানচিত্রে দিয়েছে একক পরিচয়ে অবস্থান। আজকের টগবগিয়ে ওঠা সূর্যের সাথে জনগণও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় শপথ নিতে হবে। যাদের একটি বিজয় দিবস রয়েছে, তারা কখনোই পরাভব মানে না। মানতে পারে না। সেই শক্তি ও সাহস নিয়েই আমরা হবো আগুয়ান। কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হবে ''সব ক'টা জানালা খুলে দাও না/ আমি গাইবো গাইবো বিজয়েরই গান।''

আওয়ামী লীগ নেতা আশুতোষ চাকমা ৩ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আশুতোষ চাকমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের হেফাজতে নেওয়ার অনুমতি পেয়েছে পুলিশ। গতকাল রোববার দুপুরে খাগড়াছড়ি সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. সিরাজ উদ্দিন তার রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করেন বলে জেলা সদর থানার ওসি আব্দুল বাতেন মৃধা জানান। এর আগে শনিবার রাতে জেলা শহরের মধুপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি বাসা থেকে আশুতোষকে গ্রেপ্তার করে খাগড়াছড়ি থানা পুলিশ। ওসি আব্দুল বাতেন বলেন, আশুতোষ চাকমার বিরুদ্ধে জেলার বিভিন্ন থানায় অন্তত ১৯টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে একটি মামলায় পুলিশ ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করে। বিচারক শুনানি শেষে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আশুতোষ চাকমা খাগড়াছড়ি জেলা আইনজীবীদের সংগঠন বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্বেও রয়েছেন।

গোপালগঞ্জে ট্রাক দুর্ঘটনায় চালকের বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আরও ১ জনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : গোপালগঞ্জে ট্রাক গাছে ধাক্কা খাওয়ার পর চালকের প্রাণ গেছে। এছাড়া মোবাইল চার্জ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আরও একজনের প্রাণ গেছে। গতকাল রোববার সকালে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার মাজড়া ও গোপালগঞ্জ পৌর এলাকার মিয়াপাড়া এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। কাশিয়ানীর ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের এসআই মো. রোমান মোল্যা ও গোপালগঞ্জ সদর থানার ওসি মির সাজেদুর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহতরা হলেন- ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলার বাসিন্দা ট্রাকের চালক মাহবুর মোল্যা এবং গোপালগঞ্জ পৌর এলাকার মিয়াপাড়া এলাকায় রহমত শেখ (৩০)। এসআই রোমার বলেন, "চট্টগ্রাম থেকে পণ্যবাহী একটি ট্রাক খুলনা যাচ্ছিল। পথে মাজড়া এলাকায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে ট্রাকটি রাস্তার পাশে গাছের সঙ্গে জোরে ধাক্কা খায়। "এতে ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই চালক মাহবুর মোল্যা মারা যান।" গোপালগঞ্জ সদর থানার ওসি মির সাজেদুর রহমান বলেন, "মিয়াপাড়া এলাকায় মোবাইল ফোন চার্জ করতে গিয়ে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারাত্মক আহত হন রহমত শেখ। "পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রহমতকে মৃত ঘোষণা করেন।"

লালমনিরহাটে কুপিবাতির আগুন কম্বলে লেগে বৃদ্ধার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায় কুপিবাতির আগুন কম্বলে লেগে দগ্ধ হয়ে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার ফকিরপাড়া ইউনিয়নের বুড়াসারডুবি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন ফকিরপাড়ায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফজলার রহমান খোকন। নিহত অইচন বেওয়া (৭০) বুড়াসারডুবি গ্রামের মৃত জমির উদ্দিন স্ত্রী। অইচন বেওয়ার প্রতিবেশী ও নাতি আজিজুল জানান, তার দাদি বার্ধক্যজনিত কারণে চলাচল করতে পারতেন না। শনিবার রাতে অসাবধানতাবশত হঠাৎ করে কুপির আগুন তার কম্বলে লেগে যায়। এ সময় তিনি মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। চেয়ারম্যান ফজলার রহমান খোকন বলেন, খবর পেয়ে এলাকাবাসী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কোনো অভিযোগ না থাকায় পরিবার তার দাফনের ব্যবস্থা করেছে। হাতীবান্ধা থানার ওসি মাহমুদুন্নবী বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে তদন্ত করা হয়েছে। কুপির আগুন কম্বলে লেগে তার মৃত্যু হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছি।

কুমিল্লায় গাছের সঙ্গে বাসের ধাক্কায় নিহত ৩

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা দিলে তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় কমপক্ষে দশজন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার বেলা ১২টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে উপজেলার পদুয়া ও গাংরার মাঝামাঝি স্থানে এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন চৌদ্দগ্রামের মিয়াবাজার হাইওয়ে পুলিশের ওসি মো. জসিম উদ্দিন। তবে বেলা পৌনে ৩টা পর্যন্ত নিহতদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে হাইওয়ে পুলিশ। ওসি জসিম বলেন, গতকাল রোববার সকালে চট্টগ্রামে থেকে ছেড়ে আসা হানিফ সিডিএম পরিবহনের বাসটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর যাচ্ছিল। পথে মহাসড়কের পদুয়া ও গাংরার মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছালে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশে থাকা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এ সময়ে বাসটি দুমড়েমুচড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায় তিনজন। তিনি বলেন, খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশের সঙ্গে চৌদ্দগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে। ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করেন। আহতদের আশংকাজনক অবস্থায় চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করা হয়েছে। দুর্ঘটনা কবলিত বাসটি উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতদের পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা করা চেষ্টা চলছে বলে জানান হাইওয়ে পুলিশের এ কর্মকর্তা।

নোয়াখালীতে ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী কিশোরের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলায় গরুবোঝাই ট্রাকের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল ১০টার দিকে চাটখিল বাজারে জাহাঙ্গীর টাওয়ার সংলগ্ন ঢাকা-রামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন চাটখিল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আব্দুস সুলতান। নিহত জিহারুল ইসলাম রাহুল (১৭) উপজেলার দক্ষিণ দশগরিয়া গ্রামের নুরুল ইসলাম খোকনের ছেলে। তিনি পেশায় একজন বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি ছিলেন। পরিদর্শক সুলতান বলেন, সকালে উপজেলার হালিমা দীঘির পাড় থেকে রাহুল তার চাচাতো ভাই আকাশের মোটরসাইকেল নিয়ে চাটখিল বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে জাহাঙ্গীর টাওয়ার সংলগ্ন এলাকায় গরুবোঝাই একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে পেছন দিক থেকে ধাক্কা দেয়। "এতে রাহুল সড়কে ছিটকে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ট্রাক চাপায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।" তিনি আরও বলেন, দুর্ঘটনার পর ট্রাক চালক পালিয়ে যায়। ট্রাকটি থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

গ্রেপ্তার এড়াতে মাহফিল থেকে পালালেন তাহেরি, ভক্তরা ভাঙল পুলিশের গাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে আলোচিত ইসলামি বক্তা মুফতি গিয়াস উদ্দিন আত তাহেরিকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে পুলিশ। শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার চরইসলামপুর ইউনিয়নের নাজিরাবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে বিজয়নগর থানার ওসি রওশন আলী জানান। তাহেরির ভক্তরা হামলা চালিয়ে পুলিশের তিনটি গাড়ি ভাঙচুর করে। তাহেরি বিল দিয়ে পালিয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন। ওসি রওশন আলী বলেন, তাহেরির বিরুদ্ধে আখাউড়ায় 'পুলিশের ওপর হামলার' একটি মামলা রয়েছে। শনিবার বিজয়নগরে 'বিনা অনুমতিতে' গিয়াস উদ্দিন আত তাহেরির মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছিল। "খবর পেয়ে পুলিশ মাহফিলের স্টেজ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করতে গেলে তিনি একটি বাড়িতে ঢুকে পড়েন। সেখান থেকে পেছন দিয়ে একটি বিল দিয়ে পালিয়ে যান। তার ভক্তরা তখন পুলিশের তিনটি গাড়ি ভাঙচুর করে।" পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে আটক করেছে জানিয়ে ওসি বলেন, এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। এর আগে গত শুক্রবার আখাউড়ায় বিনা অনুমতিতে গিয়াস উদ্দিন আত তাহেরির একটি মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সেখানে পুলিশ গিয়ে দ্রুত মাহফিল শেষ করার কথা বললে ভক্তরা হামলা করে এক এসআইয়ের মাথা ফাটিয়ে দেয়। মাহফিল থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ারও অভিযোগ উঠে। ওই ঘটনায় তাহেরিসহ ১৫ জনের নামে মামলা করে পুলিশ।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে ছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল থেকে এক ছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি 'আত্মহত্যা' করেছেন বলে জানিয়েছে সহপাঠীরা। গতকাল রোববার ভোর ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বীরপ্রতীক তারামন বিবি হলে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক। মারা যাওয়া তাকিয়া তাসনিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ৫৩ ব্যাচের (২০২৩-২৪) শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি তারামন বিবি হলের অষ্টম তলার ৭০০৫ নম্বর কক্ষে থাকতেন। তাকিয়ার সহপাঠীরা জানান, বন্ধুর সঙ্গে তাকিয়ার মনোমালিন্য চলছিল। ভোরে তাকিয়ার সেই বন্ধু সহপাঠীদের ফোন দিয়ে দ্রুত তাকিয়াকে উদ্ধার করতে বলে।

বিজয় দিবসে ঢাকায় যান চলবে

আশুলিয়া হয়ে চলাচল করবে। • টাঙ্গাইল থেকে ঢাকাগামী যানবাহন কালিয়াকৈর-গাজীপুর চৌরাস্তা-টঙ্গী হয়ে চলাচল করবে। এ বিষয়ে নগরবাসী, পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের সহযোগিতা চেয়েছে পুলিশ।

শিগগির আকাশসীমা

প্রস্তাব ২২৫৪-এর আলোকে পরিচালিত হবে, যেখানে একটি আলোচনাভিত্তিক সমাধানের রূপরেখা উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন জানিয়েছেন, সিরিয়ায় আসাদ সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলকারী হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) বিদ্রোহীদের সঙ্গে 'সরাসরি যোগাযোগ' করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এটি এইচটিএসের সঙ্গে মার্কিন প্রশাসনের সরাসরি যোগাযোগের প্রথম স্বীকৃতি। যদিও যুক্তরাষ্ট্র এখনো এই গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ব্লিঙ্কেন জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন এইচটিএসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সিরিয়ায় নিখোঁজ মার্কিন সাংবাদিক অস্টিন টিসের ভাগ্য নিয়েও কথা হয়েছে তাদের।

নারায়ণগঞ্জে ছিনতাইকারীর

"বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে সীমান্তকে ছুরিকাঘাত করা হয়। স্থানীয়রা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করায়। তার শরীরে বেশ কয়েকটি জখম ছিল।" ওসি নাসির উদ্দিন বলেন, ছুরিকাঘাতের ঘটনায় ওই শিক্ষার্থীর পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করার কথা ছিল। কিন্তু তারা পরে আসেননি। ওই শিক্ষার্থী যেহেতু মারা গেছেন, সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী হত্যা মামলা করা হবে বলে জানান তিনি।

পাকিস্তানে রপ্তানি হবে বাংলাদেশের

আহমেদ মারুফকে। তারা এ সময় দুই দেশের সম্পর্কসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। তাদের আলোচনায় উঠে আসে দুই দেশের স্বাস্থ্যসেবা, বাণিজ্যে সংক্রান্ত বিষয়। হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ জানান, বাংলাদেশ ওষুধ শিল্পে বেশ ভালো অবস্থানে আছে। পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে ওষুধ আমদানিতে আগ্রহী। সাক্ষাতে হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফের সঙ্গে পাকিস্তানের ডেপুটি হাই-কমিশনার মোহাম্মদ মারুফ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. মামুনুর রশীদসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বেনজীর ও মতিউরের বিরুদ্ধে ৮৫

টাকার মূল্যের সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়েছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় মামলায় আসামি হয়েছেন বেনজীর ও তার স্ত্রী জীসান মির্জা। জীসান মির্জার বিরুদ্ধে ৩১ কোটি ৬৯ লাখ ৫৫ হাজার ১৪৯ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও ১৬ কোটি ১ লাখ ৭১ হাজার ৩৩৬ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়েছে। তার এ সম্পদ স্বামী বেনজীর আহমেদের অবৈধ আয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে বলে দুদকের অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে। তৃতীয় মামলায় বেনজীর ও তার মেয়ে ফারহিন রিশতা বেনজীরকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় রিশতার বিরুদ্ধে ৮ কোটি ৭৫ লাখ ২৭৪ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। চতুর্থ মামলায় আসামি হয়েছেন বেনজীর ও তার মেয়ে তাহসিন রাইসা বিনতে বেনজীর। মামলায় রাইসার বিরুদ্ধে ৫ কোটি ৫৯ লাখ ৫৫ হাজার ৮৫ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে দুদক আইন ২০০৪ এর ২৭ (১) ও ২৬ (২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। এদিকে মতিউর রহমান ও তার দ্বিতীয় স্ত্রীর বিরুদ্ধে ১১ কোটি ১৮ লাখ ৮৬ হাজার ১২০ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়েছে দুই মামলায়। প্রথম মামলায় এনবিআরের সাবেক সদস্য মতিউরের বিরুদ্ধে ৫ কোটি ২৮ লাখ ৭৫ হাজার ৯৩৯ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ ও ১ কোটি ২৭ লাখ ৬৬ হাজার ২১৬ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়েছে। আর দ্বিতীয় মামলায় মতিউরের সঙ্গে আসামি হয়েছেন তার দ্বিতীয় স্ত্রী শাম্মী আখতার শিবলী। শিবলীর বিরুদ্ধে ১ কোটি ৮৭ লাখ ১৫ হাজার ৪৯০ টাকার অবৈধ সম্পদ ও ২ কোটি ৭৫ লাখ ২৮ হাজার ৪৭৫ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে দুদক আইন ২০০৪ এর ২৭ (১) ও ২৬ (২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

কাজে যোগ দিলেন দুদক কমিশনার

মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব। ২০২১ সালের ৩ মার্চ তিনি দুদক চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান। পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য তারা দুদকের দায়িত্ব পেলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেড় বছর আগেই তাদের বিদায় নিতে হয়। পরে ১০ নভেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ করতে সার্চ কমিটি গঠন করে সরকার। এ কমিটির সভাপতি করা হয় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. রেজাউল হককে। সদ্য সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন ছাড়া কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- হাই কোর্ট বিভাগের বিচারক বিচারপতি ফারাহ মাহবুব, বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক মো. নূরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মোবাশ্বের মোনেম ও সবশেষ অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। বাছাই কমিটি, চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগে প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে ২ জন ব্যক্তির নামের তালিকা প্রণয়ন করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর বিধান রয়েছে। নতুন দুদক কমিশন গঠনে বাছাই কমিটি গঠনের এক মাসের মধ্যে নতুন চেয়ারম্যান ও দুই কমিশনার নিয়োগ করা হয়।

আজ রাজধানীর কিছু এলাকায় গ্যাস

গ্রাহকের গ্যাসের স্বল্পচাপ বা তীব্র স্বল্পচাপ বিরাজ করবে। এ ছাড়া কোথাও কোথাও গ্যাসের চাপ শূন্যে নেমে যেতে পারে বলে জানিয়েছে তিতাস গ্যাস," বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করেছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।

বিদেশে চিকিৎসা বাবদ বাংলাদেশিরা

বলেন, এই খরচের একটি বড় অংশ অনানুষ্ঠানিকভাবে হয়। এতে দেশের ব্যালেন্স অব পেমেন্ট বা বৈদেশিক লেনদেনের ওপর উপর যথেষ্ট চাপ তৈরি হয়। তিনি আরও বলেন, এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি আইনি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

রাষ্ট্রের সংস্কার কখনো

সংস্কারতো মনীষীরা চিন্তা করেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোই সেটা বাস্তবায়ন করেছে। প্রকৃত সংস্কার করলে গণতন্ত্রের যে অপরিহার্য অংশ নির্বাচন, আইনের শাসন, বিচার বিভাগ এগুলোর সংস্কার তো বিলম্ব হওয়ার কথা না। রবিবার দুপুরে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের সূচনা কমিউনিটি সেন্টারের সামনে জাতীয়তাবাদী কৃষকদল মহানগর উত্তরের শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে বক্তব্য তিনি এ কথা বলেন। রিজভী বলেন, অগ্রগতি যে একেবারে হয়নি আমরা তা বলছি না। আমরা এখন বক্তৃতা করে বাসায় যেতে পারছি আমাদেরকে এখন পুলিশ ধরছে না, গোয়েন্দা পুলিশ খুঁজছে না, হ্যাঁ এটা হয়েছে। এ ধরনের কথা আপনারা বললে মানুষ অন্যরকম বুঝবে। ফখরুদ্দিন-মঈনউদ্দিনের পুনরুত্থান হবে। তিনি বলেন, সরকার এখনও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। পতিত স্বৈরশাসকের বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে পারেনি। তাদের চিহ্নিত করুন, মধ্যস্বত্বভোগীদের আইনের আওতায় আনুন। রাস্তায় রাস্তায় এখনও গাড়িতে চাঁদাবাজি হচ্ছে। বিএনপি এসব বন্ধের চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু বন্ধ করতে পারবে না। এর দায়িত্ব সরকারের। সরকার এসব প্রতিহত করার চেষ্টা করলে উদ্যম কম। জনগণ যদি আগের চেয়ে স্বস্তিতে থাকতে না পারে তাহলে তো হতাশ হবে। বিএনপির এই নেতা বলেন, আপনারা (অন্তর্বর্তীকালীন সরকার) প্রশাসনে শেখ হাসিনার পোকামাকড় রেখে দিলে দেশ এগিয়ে নিতে তো পারবেন কিভাবে? নারায়ণগঞ্জের যে এসপির গুলিতে আন্দোলনকারী শাওনকে হত্যা করা হলো তাকে প্রমোশন দিয়ে ঢাকায় নিয়ে আসলেন। তাহলে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, হত্যা বন্ধ করবেন কীভাবে। যে পুলিশের কারণে রাজপথ রক্তাক্ত হয়েছে উল্টো তাদের ভাল পোস্ট দিলে বর্তমান সরকার এবং পরবর্তীতে যারা আসবে তাদের জন্য ক্ষতিকর। কৃষক দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, কৃষক দল বাজার দরে কৃষিদ্রব্য কিনে কম মূল্যে বিক্রি করছে। বগুড়া থেকে কম মূল্যে বীজ কিনে কুড়িগ্রামে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করছে। এরজন্য বিএনপির পক্ষ থেকে কৃষক দলকে ধন্যবাদ জানাই। এখন আন্দোলন নেই, কিন্তু বিএনপির কেউ বসে নেই। জনস্বার্থে কাজ করছে। শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষক দলের সভাপতি কৃষিবিদ হাসান জাফির তুহিন, সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বাবুল, দপ্তর সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক শামসুর রহমান শামসহ মহানগর উত্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

অনলাইনে ভ্যাট কার্যক্রম বন্ধ থাকবে

পরিপ্রেক্ষিতে, আইভাস পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল করদাতা, ভ্যাট কর্মকর্তা ও অংশীজনদের জরুরি কাজ ওই সময়ের আগে অথবা পরে সারতে অনুরোধ করেছে এনবিআর।

বিজয় দিবস আমাদের অফুরান

দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত মহান বিজয় দিবস আমাদের অহংকার। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরোচিত লড়াই আজীবন বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষদের পথ দেখাবে। মহান বিজয় দিবস সত্যের পথে লড়াই সংগ্রামে আমাদের অফুরান অনুপ্রেরণা। শোষণ, জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে লড়াইয়ের শিক্ষা দেয় আমাদের বিজয় দিবস। দেশবাসীকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি আরো বলেন, এমন মাহেন্দ্রক্ষণে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি, বাংলাদেশের উন্নয়নে রূপকার সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধে লাখো শহীদের আত্মার মাগফিরাত ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা বেঁচে আছেন তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, বিদেশী বন্ধু, শহীদ পরিবার এবং যারা জাতির মহান বিজয় অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন সবার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে - সকল মত-পথ ও ভেদাভেদ ভুলে মহান বিজয় দিবসের চেতনায় বৈষম্যহীন সুখি, সমৃদ্ধশালী পল্লীবন্ধুর স্বপ্নের "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার প্রচেষ্টায় সবার প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি বলেও বাণীতে তিনি উল্লেখ করেন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাগরে লঘুচাপ

থেকে মাঝারী ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। মঙ্গলবারের (১৭ ডিসেম্বর) আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারী ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। বর্ধিত ৫ দিনের আবহাওয়ার অবস্থায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

শীতে বেড়েছে ঠান্ডাজনিত রোগের

সংকুচিত হয়। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইসিডিডিআর) তথ্যমতে, সারাবিশ্বে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুর প্রধান পাঁচ কারণের একটি নিউমোনিয়া। এই রোগের ফলে বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় সাত লাখ শিশু মারা যায়, যা পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর ১৪ শতাংশ। বাংলাদেশেও নিউমোনিয়ায় শিশুমৃত্যুর হার বেশি। পরিসংখ্যান বলছে, দেশে প্রতি ঘণ্টায় দুই থেকে তিনটি শিশু মারা যায় নিউমোনিয়ায়, যাদের বয়স পাঁচ বছরের কম। বছরে নতুন করে এ রোগে আক্রান্ত হয় ৪০ লাখ শিশু। আক্রান্তদের মধ্যে মাত্র ছয় লাখ ৭৭ হাজার শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেয়। এদের মধ্যে মারা যায় প্রায় ২৪ হাজার শিশু, যা পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর ২৪ শতাংশ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১৫ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে ঠান্ডাজনিত রোগে মারা গেছে ১৯ জন। এছাড়া ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিয়েছে ৮৫ হাজার ৪৬৯ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিউমোনিয়ায় মৃত্যুর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হয় বায়ু দূষণের কারণে। চিকিৎসকদের মতে, বায়ু দূষণ ঠান্ডাজনিত রোগের একটি প্রধান কারণ, বিশেষ করে নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ডা. নাবিলা আকন্দ বলেন, অসুস্থ শিশুদের মধ্যে বেশিরভাগই বাতাস থেকে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। শিশুদের শ্বাসতন্ত্র অপরিণত হওয়ায় বায়ু দূষণের কারণে তারা বেশি ভুক্তভোগী হয়। বায়ু দূষণ হাঁপানি এবং নিউমোনিয়াসহ শ্বাসকষ্টজনিত অনেক জটিলতার জন্য দায়ী। দূষণ কমাতে পারলে এ ধরনের জটিলতায় ভোগা শিশুদের সংখ্যা কমবে। নাবিলা আকন্দ বলেন, শিশুরা নিউমোনিয়া এবং অন্যান্য কিছু রোগ যেমন হাঁপানি, ব্রঙ্কিওলাইটিস এবং এমনকি ডায়রিয়ায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। ঋতু পরিবর্তনের সময় শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যান্য বয়সীদের তুলনায় অনেক কম থাকে।

পঞ্চগড়ে বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ তাপমাত্রা ৯.৩ ডিগ্রি

স্টাফ রিপোর্টার : পঞ্চগড়ের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। ঘন কুয়াশার সঙ্গে কনকনে শীতে স্থবিরতা নেমে এসেছে জেলার জনজীবনে। কয়েকদিন ধরে এ অঞ্চলে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নিচে থাকছে। সকাল থেকে সূর্যের দেখে মিললেও সূর্যের তেজ নেই তেমন। গতকাল রোববার সকাল ৯টায় জেলার তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ৯ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পর্যবেক্ষক জিতেন্দ্রনাথ রায়। তিনি জানান, ৮ দশমিক ১ ডিগ্রি থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা বিরাজ করলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ ধরা হয়। সে হিসেবে পঞ্চগড়ের ওপর দিয়ে বর্তমানে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বইছে। এর আগে, শনিবার সকাল ৯টায় এ জেলায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছিলো ৯ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগেরদিন গত শুক্রবার ছিল আট দশমিক চার ডিগ্রিতে। এদিকে, এতে শীতের তীব্রতায় কাবু হয়ে পড়েছে পুরো পঞ্চগড় জনপদ। হাড় কাঁপানো শীতে জবুথবু অবস্থা জনজীবনে। বিশেষ করে সন্ধ্যা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত শীত বেশি অনুভূত হচ্ছে। এতে দুর্ভোগ বেড়েছে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের। তারা সময়মতো কাজে যেতে পারছেন না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও বিকালের পর থেকে আবারও বাড়ছে শীতের দাপট। রাত থেকে সকাল পর্যন্ত ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকে পথঘাট। ফলে বিপাকে যানবাহন চালকরাও। তাদেরকে হেডলাইট জ্বালিয়ে সাবধানে চলাচল করতে হচ্ছে। বোদা উপজেলার তিতোপাড়া কৃষি শ্রমিক জয়নাল জানান, গতকাল রোববার সকালে রোদ উঠায় উষ্ণতা বিরাজ করছে, তবে রাতের সময় ঠান্ডা বাতাসের কারণে তাপমাত্রা সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জ্যেষ্ঠ পর্যবেক্ষক জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, শীতের এই মৌসুমে আরও কিছুদিন তাপমাত্রা কমতে পারে। তবে, দিনের বেলায় রোদ থাকায় পরিস্থিতি তুলনামূলক সহনীয় থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ছাত্রলীগের সাবেক নেত্রী নদীসহ চার জন রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি নিশীতা ইকবাল নদীসহ ৪ জনকে দুদিন হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি পেয়েছে পুলিশ। রিমান্ডে যাওয়া অন্যরা হলেন- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলফাত আরা কাজল, এআইইউবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মী শোভন মজুমদার এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগকর্মী হাসান ইমান শোভন। গতকাল রোববার ঢাকা মহানগর হাকিম মেহেদী হাসান এ আদেশ দেন। এদিন চার জনকে আদালতে হাজির করে ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কলাবাগান থানার এসআই তারেক মোহাম্মদ মাসুম। রাষ্ট্রপক্ষের পিপি ওমর ফারুক ফারুকী রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখি রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত আদেশ দেয়। শনিবার রাতে ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে নিশিতা ইকবাল নদীকে গ্রেপ্তার করার কথা জানিয়েছিলেন ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার রেজাউল করিম মল্লিক। আওয়ামী লীগ সরকার পতনে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দাবির মুখে 'সন্ত্রাসী' কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ২৩ অক্টোবর ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে অন্তর্বর্তী সরকার।

যাত্রা শুরু বিআরটি বাসের, গাজীপুর ঢাকা চলল চার জোড়া কমিউটার ট্রেন

স্টাফ রিপোর্টার : শিববাড়ী-ঢাকা-গাজীপুর বিআরটি লেনে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) পরিচালনায় এসি বাস চলাচল শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে গাজীপুর-ঢাকা রেল রুটে উদ্বোধন করা হয়েছে চার জোড়া কমিউটার ট্রেন সার্ভিসের। গতকাল রোববার সকালে এ সার্ভিস দুটির উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। এর মধ্যে সকাল সাড়ে ৬টায় জয়দেবপুর রেল জংশনে দুই জোড়া কমিউটার ট্রেন সার্ভিসের এবং সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শহরের শিববাড়ী বিআরটি স্টেশনে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে শিববাড়ী, গাজীপুর বিআরটি লেনে এসি বাস চলাচল উদ্বোধন করেন তিনি। বিআরটি স্টেশনের অনুষ্ঠানে মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, "কাজ শেষ হয়নি, তারপরও এটি উদ্বোধন করার কারণ হচ্ছে মানুষের কিছুটা হলেও যাতায়াতের সুবিধা হবে।" তিনি বলেন, "বিআরটি একটি রুগ্ন প্রকল্প, সেটা আমরা আগে থেকেই জানি। অনেকবার সময় বাড়ানো হয়েছে তারপরও কাজ শেষ করতে পারেনি। এই প্রকল্প মানুষের কোনো উপকারে আসছিল না। তাই প্রাথমিকভাবে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে বিআরটি লেনে ১০টি বিআরটিসি বাস দিয়ে সেবা চালু করা হয়েছে।" বিআরটি লেনের বাকি কাজগুলো পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে এবং অবশিষ্ট কাজ শেষ করা হবে বলে জানান তিনি । কাজ করতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনিহার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে আরও দশটি নতুন ফুটওভার ব্রিজসহ অন্যান্য কাজগুলি সম্পন্ন করা হবে। বিআরটি লেনে বিশেষ বাসের জন্য এরইমধ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। সেগুলো আসলে আরও বেশি যাত্রী চলাচল করতে পারবে।" তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, "আমরা ভবিষ্যতে বিআরটি লেনের বাসগুলো ইলেকট্রিক লাইনে চলাচলের ব্যবস্থা করবো, এছাড়া ট্রেন গেলেও ইলেকট্রিক লাইন দিয়ে চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে।" জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে ১০টি বিআরটিসি এসি বাস গাজীপুরের শিববাড়ী বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) টার্মিনাল থেকে বিআরটি লেনে বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ দশমিক ৫ কিলোমিটার এবং বিমানবন্দর থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার মোট ৪২ দশমিক ৫ কিলোমিটার পথ চলাচল করবে। শিববাড়ী থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ভাড়া ৭০ টাকা এবং শিববাড়ী থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত ভাড়া ১৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যাত্রী চাহিদা এবং স্টেশনগুলো সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাসের সংখ্যা পরে বাড়ানো হবে। বিআরটি করিডোর দিয়ে বিআরটিসির এসি বাসগুলো চলাচল করবে। অপরদিকে কমিউটার ট্রেন সার্ভিস উদ্বোধনের সময় উপদেষ্টা বলেন, গাজীপুর থেকে যারা ঢাকায় গিয়ে অফিস করে থাকেন তাদের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে চার জোড়া কমিউটার ট্রেন চালু করা হয়েছে। যাত্রীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন থেকে ট্রেনগুলি চলাচল করবে। তিনি আরও জানান, আগামী ২৬ মার্চ ঢাকা-নরসিংদী, নরসিংদী-ঢাকা এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা রুটে আরও কমিউটার ট্রেন চালু করা হবে। জয়দেবপুর রেল জংশনে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম, বাংলাদেশের রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন। আর বিআরটি লেনে এসি বাস চলাচল উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হক। উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএর মহাপরিচালক মো. মনিরুজ্জামান, বিআরটিসির চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম, গাজীপুরের জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফীন, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. ইব্রাহিম খান।

ট্রেন চলাচলের সময়সূচি

কমিউটার ট্রেনগুলির সময়সূচি নিয়ে জানানো হয়েছে, তুরাগ কমিউটার-১ ট্রেন ভোর ৫টায় ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করে সকাল ৬টায় জয়দেবপুর পৌঁছাবে। ট্রেনটি ঢাকা বিমানবন্দর ও টঙ্গী স্টেশনে থামবে। জয়দেবপুর কমিউটার-১ ট্রেনটি ভোর ৫টা ২৫ মিনিটে ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করে জয়দেবপুর স্টেশনে সকাল ৬টা ২৫ মিনিটে পৌঁছাবে। ট্রেনটি তেজগাঁও, ঢাকা বিমানবন্দর ও টঙ্গী স্টেশনে থামবে। তুরাগ কমিউটার-২ ট্রেনটি জয়দেবপুর স্টেশন থেকে সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে যাত্রা শুরু করে ঢাকা স্টেশনে ৭টা ৪০ মিনিটে পৌঁছাবে। ট্রেনটি তেজগাঁও, বনানী, ঢাকা বিমানবন্দর, টঙ্গী ও ধীরাশ্রমে থামবে। জয়দেবপুর কমিউটার-২ ট্রেনটি জয়দেবপুর থেকে সকাল ৭টা ১০ মিনিটে ছেড়ে সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছাবে। জয়দেবপুর কমিউটার-৩ ট্রেনটি ঢাকা থেকে বেলা ১১টায় যাত্রা শুরু করে দুপুর ১২টায় জয়দেবপুর পৌঁছাবে। জয়দেবপুর কমিউটার-৪ ট্রেনটি জয়দেবপুর থেকে দুপুর সাড়ে ১২টায় যাত্রা শুরু করে দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছাবে। জয়দেবপুর কমিউটার-২ থেকে ৪ পর্যন্ত ট্রেনগুলো তেজগাঁও, বনানী, ঢাকা বিমানবন্দর, টঙ্গী স্টেশনে থামবে। তুরাগ কমিউটার-৩ ট্রেনটি ঢাকা থেকে বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে যাত্রা শুরু করে সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে জয়দেবপুর পৌঁছাবে। তেজগাঁও, বনানী, ঢাকা বিমানবন্দর, টঙ্গী, ধীরশ্রম স্টেশনে থামবে। তুরাগ কমিউটার-৪ ট্রেনটি জয়দেবপুর থেকে রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করে রাত ১১টা ১৫ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছাবে। তুরাগ কমিউটার গত শুক্রবার এবং জয়দেবপুর কমিউটার শনিবার সাপ্তাহিক বন্ধ থাকবে। সংশ্লিষ্ট স্টেশনের কাউন্টার থেকে টিকিট ইস্যু করা হবে বলেও জানানো হয়।

পদ্মা সেতু রক্ষা বাঁধে ধস, সংস্কার নিয়ে দুই প্রতিষ্ঠানের ঠেলাঠেলি

স্টাফ রিপোর্টার : শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় পদ্মা সেতু প্রকল্পের কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড নদীরক্ষা বাঁধে ধস দেখা দিয়েছে। এক মাসের মধ্যে বাঁধের অন্তত ১০০ মিটার নদীতে বিলীন হয়েছে। তবে দীর্ঘ সময় পার হলেও বাঁধের সংস্কার নিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বিবিএ) কোনো মাথাব্যথা নেই বলে অভিযোগ করেছেন নদীপাড়ের বাসিন্দারা। পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে, বাঁধটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের কাছে এখন পর্যন্ত হস্তান্তর করেননি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। অপরদিকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বলছে, প্রকল্পের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হওয়ায় তাদের কোনো দায়দায়িত্ব নেই। দুই প্রতিষ্ঠানের এমন বক্তব্যে বিপাকে পড়েছেন ভাঙন কবলিত এলাকার বাসিন্দারা। ধস ঠেকাতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা। শরীয়তপুর পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে, ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ১১০ কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মা সেতু থেকে মাঝিরঘাট হয়ে পূর্ব নাওডোবা আলমখাঁর কান্দি জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত দুই কিলোমিটার কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড বাঁধ নির্মাণ করে সেতু কর্তৃপক্ষ। চলতি বছরের ৩০ জুন পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করা হলেও বাঁধটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডকে হস্তান্তর করেনি সেতু কর্তৃপক্ষ। স্থানীয়রা জানান, ৩ নভেম্বর বাঁধের জাজিরা উপজেলার নাওডোবা ইউনিয়নের মাঝিরঘাট এলাকার অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ফলে হঠাৎ ধস শুরু হয়। ১৬ নভেম্বর বিকাল পর্যন্ত বাঁধটির প্রায় ১০০ মিটার ধসে গেছে। এতে কংক্রিটের সিসি ব্লকগুলো নদীতে তলিয়ে গেছে। এ ছাড়া এলাকার আশপাশে দেখা দিয়েছে ফাটল। এ ঘটনার পর বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও বাঁধের ধস ঠেকাতে এগিয়ে আসেনি সংশ্লিষ্টরা। ধস ঠেকাতে এরই মধ্যে মাঝিরঘাট এলাকায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন এলাকাবাসী। দ্রুত পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকা কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড রক্ষা বাঁধের ধসে যাওয়া অংশের সংস্কার, নদী শাসন ও নতুন বাঁধ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন তারা। স্থানীয় বাসিন্দা আতাউর রহমান খান বলেন, "পদ্মা সেতুর খুব কাছাকাছি এলাকা হওয়ায়, ভাঙনের পরে ভেবেছিলাম দ্রুত বাঁধটি সংস্কার করা হবে। কিন্তু এক মাস পার হলেও কেউ এগিয়ে আসেনি। "নতুন করে আবার ভাঙনের শঙ্কা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট যারাই আছেন, তারা যেন দ্রুত একটা ব্যবস্থা নেন।" বাঁধটি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে মাঝিরঘাটের বাসিন্দা আব্দুল কাদের মোল্লা বলেন, "আমরা এখন ভাঙন আতঙ্কে আছি। সরকারের কাছে দাবি জানাই, দ্রুত মেরামত করা হোক।" ধসে পড়া স্থানটি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নদী শাসনের আওতাভুক্ত বলে জানিয়েছেন শরীয়তপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ তারেক হাসান। তিনি বলেন, "গত বছরের শুরুতে ওই স্থানটি ডান তীর রক্ষা বাঁধের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সেতু কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু তখন তারা রাজি হয়নি। "বর্তমানে আমাদের কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছি না। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে।" এদিকে ধসে পড়া স্থানটি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অধিগ্রহণ করা এলাকার নয় বলে দাবি করেছেন সংস্থাটির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নদী শাসন) মো. শারফুল ইসলাম সরকার। তিনি বলেন, "তৎকালীন সংসদ সদস্যের (বি এম মোজাম্মেল হক) সুপারিশে প্রকল্পের বাইরেও ওই স্থানে বাঁধটি নির্মাণ করা হয়েছিল। আমরা অধিগ্রহণের বাইরে নদীতে কোনো কাজ করি না, সেখানে কাজ করে পাউবো।" এ ব্যাপারে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, তারা ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান সেতু কর্তৃপক্ষের এই কর্মকর্তা।

৬৩ কোটি লিটারের পানি পরিশোধনাগার বানাতে চায় চট্টগ্রাম ওয়াসা

স্টাফ রিপোর্টার : শুষ্ক মৌসুমের সংকট কাটাতে এবং ভবিষ্যত চাহিদা মাথায় রেখে ৬৩ কোটি লিটার পানি পরিশোধন ক্ষমতার নতুন একটি প্রকল্প হাতে নিতে চায় চট্টগ্রাম ওয়াসা। সংস্থাটি বলছে, কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরের ভাণ্ডালজুড়ি বা যে অংশে সারা বছর প্রবাহ ভালো থাকে, সেরকম কোনো স্থান থেকে এই পানি নিতে চায় তারা। চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী মাকসুদ আলম বলেছেন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রাথমিক প্রস্তাবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় অনুমতি দিয়েছে। দুই-তিন মাসের মধ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হতে পারে। পরিবেশবিদরা বলছেন, দৈনিক ৬৩ কোটি লিটার পানি নিলে কর্ণফুলী নদীর জীব বৈচিত্র্য কিংবা বাস্তুতন্ত্রে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কিনা, তা নিশ্চিত হয়েই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির নাম৬লবণাক্ততা পরিহারের লক্ষ্যে মোহরা পানি শোধনাগারের ইনটেক স্থানান্তর এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ'। ওয়াসার কর্মকর্তারা বলছেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে ২০৪২ সালে গিয়েও নগরীতে পানির বর্ধিত চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। হালদা নদী যেখানে কর্ণফুলীর সঙ্গে মিশেছে, তার আধা কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম ওয়াসার মোহরা পানি শোধনাগার ফেইজ-১। এর জন্য দিনে ৯ কোটি লিটার পানি তোলা হয়। দুই নদীর সংযোগস্থলের ছয় কিলোমিটার উজানে মদুনাঘাট পানি শোধনাগারের জন্যও প্রতিদিন ৯ কোটি লিটার পানি প্রয়োজন পড়ে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টির অভাবে কাপ্তাই হ্রদের উজানে পর্যাপ্ত পানি থাকে না। ফলে সেখান থেকে পানি ছাড়া হয় তুলনামূলক কম। সেই স্বল্প পানি বিপরীতমুখী সাগরের পানিকে জোরালো বাধা দিতে পারে না। ফলে অন্য সময়ের চেয়ে বেশি পরিমাণ সাগরের নোনা পানি ঢুকে পড়ে হালদা নদীতে। এই তীব্র লবণাক্ততার কারণে জোয়ারের সময় নদী থেকে পানি নেওয়া বন্ধ রাখতে হয় চট্টগ্রাম ওয়াসার দুই পানি পরিশোধন কেন্দ্রে। তাতে দৈনিক পানি পরিশোধন কমে যায় প্রায় ৫ কোটি লিটার। তখন চাহিদা অনুযায়ী পানি না পেয়ে দুর্ভোগ পোহাতে হয় চট্টগ্রামবাসীকে। গত কয়েক বছর ধরেই এই সংকট চলছে। শুষ্ক মৌসুমে নগরীর হালিশহর, উত্তর কাট্টলী, পতেঙ্গা, বাকলিয়া, লালখান বাজার, শুলকবহর, আমানবাজার, আমবাগান, শেরশাহ, কালুরঘাট শিল্প এলাকা, চন্দনপুরাসহ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় পানি সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। চলমান এই সংকটের সঙ্গে আছে পানির বর্ধিত চাহিদা। চট্টগ্রাম ওয়াসার কর্মকর্তারা বলছেন, ২০৩২ সালে চট্টগ্রামে পানির দৈনিক চাহিদা ৭৫ কোটি লিটার ছাড়িয়ে যাবে। ২০৪২ সালে চাহিদা হবে ১০০ কোটি লিটারের বেশি। চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী মাকসুদ আলম বলেন, "বর্তমানে পানির দৈনিক গড় চাহিদা ৫৮ কোটি লিটার। বিপরীতে সরবরাহ করা হয় ৪৮ থেকে ৪৯ কোটি লিটার।" চট্টগ্রাম ওয়াসার পানি উৎপাদনের বিবরণী অনুযায়ী, গত অক্টোবরে প্রতিদিন গড়ে ৪৯ কোটি ৫০ লাখ লিটার পানি উৎপাদন হয়েছে। এরমধ্যে ৩ দশমিক ৩ কোটি লিটার পানি এসেছে গভীর নলকূপ থেকে। বাকি ৪৬ কোটি লিটারের কিছু বেশি পানি পাওয়া গেছে চারটি শোধনাগার থেকে। চলতি বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম পানি উৎপাদন হয়েছিল এপ্রিলে; দিনে গড়ে ৪৪ দশমিক ৮৭ কোটি লিটার। তার আগের মাসে এই গড় ছিল ৪৫ দশমিক ২৩ কোটি লিটার। পানির সংকট মেটাতে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে 'চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৫টি গভীর নলকূপ বসাতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম ওয়াসা। এই প্রকল্পের পরিচালক চট্টগ্রাম ওয়াসার নির্বাহী প্রকৌশলী রেজাউল আহসান চৌধুরী বলেন, "মোহরা কালুরঘাটসহ যেসব স্থানে পানির লেয়ার ভালো এবং যেসব এলাকায় পানির সংকট আছে, সেসব এলাকায় গভীর নলকূপগুলো বসানো হবে। "এসব গভীর নলকূপ বসানোর কাজ আগামী বছর শুরু হয়ে কয়েক ধাপে ২০৩০ সাল নাগাদ শেষ হতে পারে।" ৫৫টি গভীর নলকূপ বসানোর সঙ্গে সঙ্গে ৬৩ কোটি লিটার পানি পরিশোধন সক্ষমতার প্রকল্পটিও বাস্তবায়ন করতে চায় চট্টগ্রাম ওয়াসা। মাকসুদ আলম বলেন, "প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে চায় কোরিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন ফান্ড (ইডিসিএফ)। তারা নিজস্ব খরচে সম্ভাব্যতা যাচাই করে সম্ভাব্য ইনটেক (পানি তোলার স্থান) নির্ধারণ করবে।" তিনি বলেন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রাথমিক প্রস্তাবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় অনুমতি দিয়েছে। আগামী বছরের শুরুতে ইডিসিএফ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু করতে পারে। নতুন শোধনাগারের জন্য পানি সংগ্রহ করতে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরের ভাণ্ডালজুড়ি বা অন্য কোনো এলাকা বেছে নিতে চায় ওয়াসা। মাকসুদ আলম বলেন, কর্ণফুলী নদীর যে অংশে পুরো বছর পানির প্রবাহ ভালো থাকে এরকম স্থানে 'ইনটেক' তৈরি করা হবে। "পরিশোধনাগার নির্মাণের জন্য মোহরায় (নদীর উত্তর পাড়ে) চট্টগ্রাম ওয়াসার নিজস্ব জমি আছে। ইনটেক থেকে মোহরার পরিশোধনাগারের নির্ধারিত স্থান পর্যন্ত পানি আনা হবে কর্ণফুলী ও হালদা নদীর তলদেশ দিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে।" সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে সময় পাইপলাইন নির্মাণসহ এই প্রকল্পের সম্ভাব্য খরচ নির্ধারণ করা হবে মন্তব্য করে তিনি বলেন, "এই প্রকল্পে বিনিয়োগে এরই মধ্যে আগ্রহ দেখিয়েছে কোরিয়ান এক্সিম ব্যাংক। "সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। ২০২৪ সালে শুরু করে ২০২৯ সালে এই প্রকল্প শেষ করতে চেয়েছিলাম আমরা। তবে এখনো সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়নি। তবে ২০২৫ সালে প্রকল্পের কাজ শুরুর বিষয়ে আশাবাদী।" ওয়াসার এই উদ্যোগের বিষয়ে পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মনজুরুল কিবরিয়া বলেন, "ভূগর্ভের পরিবর্তে নদীর পানি পরিশোধন করা ভালো। কিন্তু নদী থেকে কতটুকু পানি উত্তোলনযোগ্য, সেটা আগে জানতে হবে। "সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময় কর্ণফুলী নদীতে পানির পর্যাপ্ততা বা ইকোলজিক্যাল ফ্লো (ই-ফ্লো) নির্ধারণ করাটা অত্যন্ত জরুরি। প্রকল্পের কারণে নদীর জীববৈচিত্র এবং ইকো সিস্টেমের যেন কোনো ক্ষতি না হয়, সেটা আগে নিশ্চিত করতে হবে।" তিনি বলেন, "কর্ণফুলী জোয়ার-ভাটার নদী। হয়ত পানি পরিশোধনের জন্য তুলে নিলে তা আবার জোয়ারের পানিতে পূরণ হবে। কিন্তু কতটুকু পানি দৈনিক নেওয়া হবে, সম্ভাব্যতা যাচাই না করে সেটা বলাটা ঠিক হবে না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হালদা রিসার্চ ল্যাবরেটরির সমন্বয়ক অধ্যাপক মনজুরুল কিবরিয়া বলেন, "এখনো দুটি প্রকল্পে দৈনিক ১৮ কোটি লিটার পানি কর্ণফুলী থেকে নেওয়া হয়। যে প্রকল্পের কথা বলা হচ্ছে, তাতে প্রায় সাড়ে তিন গুণ বেশি পানি তোলা হবে দিনে। তাই এতে অবশ্যই নদী ও পরিবেশের প্রভাব বিবেচনা করতে হবে।"

সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে বিধিনিষেধ কেন অবৈধ নয়: হাই কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে সরকারের বিধিনিষেধ আরোপের সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়েছে হাই কোর্ট। এ বিষয়ে করা এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায়ের বেঞ্চ গতকাল রোববার এ রুল জারি করে। আদালতে রিটকারী পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মো. আমির হোসেন ও উজ্জ্বল হোসেন। পরে অ্যাডভোকেট আমির হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ভ্রমণে সরকার বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এ বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ যুক্ত করে সরকারের ওই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে রিট করেন কক্সবাজার নাগরিক ফোরামের সভাপতি এ এন এম হেলাল উদ্দিন। "ওই রিট আবেদনের ওপর তিন দিন শুনানি শেষে আজ আদালত রুল জারি করল। রুলে সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়েছে আদালত।" পরিবেশ সচিব, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্টদের চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ-পূর্বে মিয়ানমার সীমান্তের কাছে সাগরের বুকে ৮ দশমিক ৩ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ছোট্ট প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিন। কক্সবাজার জেলা শহর থেকে এর দূরত্ব ১২০ কিলোমিটার। বিস্তৃত জলরাশি আর মোহনীয় সৌন্দর্য্যের জন্য এই দ্বীপটিতে পর্যটকরা বেড়াতে ভালোবাসেন। সম্প্রতি এই দ্বীপের জীববৈচিত্র্য ও প্রাণ-প্রতিবেশের সুরক্ষায় সেখানে পর্যটক সীমিত করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতি বছর কেবল নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত দ্বীপটিতে ভ্রমণ করা যাবে। ফেব্রুয়ারিতে ভ্রমণ নিষেধ থাকবে। এর মধ্যে নভেম্বরে দিনে গিয়ে দিনে চলে আসতে হবে, রাত কাটানো যাবে না। বাকি দুই মাস রাত্রি যাপনে বাধা নেই, তবে দিনে দুই হাজারের বেশি পর্যটক যাওয়া যাবে না। সরকারের এমন সিদ্ধান্তের পর পর্যটন ব্যবসায় জড়িত ও ভ্রমণ পিপাসুরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা বলছেন, এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে দ্বীপটির বাসিন্দারা যেমন কর্মহীন হবেন, তেমনি সেখানে পর্যটনকন্দ্রিক ব্যবসায়ও ধস নামতে পারে। অন্যদিকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, দেশের একমাত্র এই প্রবাল দ্বীপকে রক্ষা করতেই পর্যটনে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে সরকার। অ্যাডভোকেট আমির হোসেন বলেন, সেন্ট মার্টিন দ্বীপে অনিয়মিত পর্যটন ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিধিনিষেধ আরোপ করে গত ২৮ অক্টোবর যে অফিস আদেশ জারি করেছিল পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সেই প্রতিবেদন যুক্ত করে গত ২১ নভেম্বর হাই কোর্টে এই রিট আবেদন করা হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার, কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারের পুলিশ সুপার, কক্সবাজার পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট আটজনকে বিবাদী করা হয়েছে এ রিট মামলায়।

ছাগল পালন করে স্বাবলম্বী আদুরী রানী

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীর পৌরসভার হাশেমবাজার মাঝিপাড়া এলাকার হতদরিদ্র পরিবার আদুরী রানীর। স্বামী সন্তোষ কুমার দিনমজুরের কাজ করেন। ২ মেয়ে ও ২ জমজ ছেলেসহ ৬ সদস্যের পরিবার। স্বামীর স্বল্প আয় আর সংসারের অভাব অনটনে এক-দু'বেলা খেয়ে না খেয়ে দিন কাটতো তাদের। এর মধ্যে সন্তানদের পড়ালেখা করানো নিয়েও চরম হতাশায় দিন কাটতো আদুরী বেগমের। নিজেরও কোনো আয়ের উৎস না থাকায় ৬ সদস্যের টানাপরেনের সংসারে দিনে দিনে নেমে আসতে থাকে ঘোর অমানিশা। মহিদেব যুব সমাজ কল্যাণ সমিতির সহযোগিতায় পারিবারিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে আদুরী রানীকে দেয়া হয় আয় বৃদ্ধি এবং ব্যবসা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণে নিয়মিত উঠান অধিবেশন, টিম মিটিং এবং প্রাণিসম্পদ ও কৃষি বিভাগের পরামর্শের পর আদুরি তার বাড়িতে খামার ব্যবস্থাপনার জন্য একটি চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরি করেন। আদুরী রানীকে ব্যবসা শুরু করার জন্য সিএনবি প্রকল্প থেকে ১৭ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি দুটি ছাগল, আটটি মুরগি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ ও পশুখাদ্য কিনে শুরু করেন গৃহপালিত হাঁস, মুরগী ও ছাগল পালন। প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে নিয়মিত পরামর্শ এবং চিকিৎসা সহায়তায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে তার ছোট্ট খামার । বর্তমানে তার খামারে মোট ৮টি ছাগল, ১২টি হাঁস ও ২৫টি মুরগি রয়েছে। তার এই পারিবারিক খামারে হাঁস-মুরগির ডিম উৎপাদন করে তার পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বাজারে বিক্রি করে আয় করছেন অনেকটাই। এই আয় দিয়ে সচ্ছলতা ফিরেছে তাদের। অর্থাভাবে ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যেতে না পারলেও এখন স্কুলগামী হয়েছেন তারা। পাচ্ছেন পুষ্টিকর খাবারও। এদিকে খামারের সফলতার হাতছানী দেখে ব্র্যাক থেকে ৮০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে তার স্বামীও শুরু করেন মাছের ব্যবসা। অবশিষ্ট কিছু অর্থ বিনিয়োগ করে ছোট্ট খামারে। পাশাপাশি কৃষি বিভাগের পরামর্শে পারিবারিক পুষ্টি বাগান করেন তারা। এতে করে শাক-সবজি ও বিভিন্ন জাতের পারিবারিক চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বাজারে বিক্রি করেও আয় বেড়েছে তাদের। আদুরী রানী জানায় ১৭ হাজার টাকা দিয়ে পারিবারিক খামার করে এখন স্বাবলম্বী তার পরিবার। এখন সঠিকভাবে তিনবেলা ডাল, ভাত খেয়ে বাঁচতে পারছেন তারা। পড়াশোনা করছেন ২ ছেলে ও ২ মেয়ে। সংসারের যাবতীয় খরচ চলছে বেশ সাচ্ছন্দ্যেই। এছাড়াও সমাজে বাল্যবিবাহ রোধে এবং প্রতিবেশী মেয়েদের বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে যুব সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির সাথে কাজ করছেন তিনি। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার শাহিদুল ইসলাম বলেন, প্রান্তিক পর্যায়ে পারিবারিক খামারীসহ সকল খামারীদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর। তাদের জীবনমান উন্নয়নে আমাদের প্রাণিসম্পদ টিম কাজ করে যাচ্ছে।

তজুমদ্দিনে সন্ত্রাসী হামলা আহত ব্যবসায়ী

তজুমদ্দিন, ভোলা প্রতিনিধি : ভোলার তজুমদ্দিনে দক্ষিণ খাসেরহাট বাজারের কাপড় ব্যবসায়ী উপর সন্ত্রাসী হামলা করা হয়েছে । গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে তজুমদ্দিন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এঘটনায় থানায় অভিযোগ দেয়া হয়েছে। হাসপাতাল ও আহত সুত্রে জানা গেছে, তজুমদ্দিন দক্ষিণ খাসেরহাট বাজারের বিশিষ্ট কাপড় ব্যবসায়ী ও তজুমদ্দিন প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তরুন চন্দ্র দাসের বড় ভাই প্রাণকৃষ্ণ দাসের (৬৮) উপর গত শনিবার রাত ১১টার দিকে দোকানে ডুকে অতর্কিত হামলা চালায়। হামলায় প্রাণকৃষ্ণ দাসের শরীরের বিভিন্ন অংশ ফেটে রক্তাক্ত যখম হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে রাতেই তজুমদ্দিন হাসপাতালে ভর্তি করেন। আহত প্রাণকৃষ্ণ দাস হাসপাতালে বসে সাংবাদিকদের জানান, আমি কাটা কাপড়ের দোকানে বসে ছিলাম। রাত সোয়া ১১টার দিকে মুখোশধারী একলোক দোকানে ডুকে আমার উপর এলোপাতাড়ি হামলা চালায়। হামলার একপর্যায়ে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। পরে স্থানীয়রা আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে, জ্ঞান ফেরার পর প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান হামলাকারীর নাম রিয়াজ উদ্দিন। স্থানীয় সুত্রে জানা যায় রিয়াজ দীর্ঘদিন ঢাকায় ট্রাকের ড্রাইভারী করতেন। গত ৫ আগষ্টের পরে খাসেরহাটে এসে একের পর সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। এঘটনায় আহত প্রাণকৃষ্ণ দাসের ছোট ভাই তজুমদ্দিন প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তরুন কুমার দাস বলেন, আমার ভাই'র উপর কি কারণে হামলা হয়েছে বিষয়টি আমরা বুঝে উঠতে পারছিনা। তবে রিয়াজউদ্দিন দোকান ও জমি দখলের বিভিন্ন লোকজনকে ইতিমধ্যে মারপিট করেছে। এঘটনায় আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। জানতে চাইলে তজুমদ্দিন থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল্যাহ আল মামুন বলেন, হামলার ঘটনাটি আমরা ভিন্নভাবে শুনতে পেয়েছি। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হবে। আর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অভিযোগ পাওয়া মাত্রই যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দুর্গাপুরে কাঠের সেতু উদ্বোধন

দুর্গাপুর, নেত্রকোনা প্রতিনিধি : নেত্রকোনার দুর্গাপুর পৌরশহরের সোমেশ্বরী নদীর ওপর বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামালের উদ্যোগে এবং অর্থায়নে ২শত মিটার দৈর্ঘ কাঠের সেতুর উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুরে সোমেশ্বরী নদীর ওপর এ সেতুর উদ্বোধন করা হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ এলাকায় একটি সেতুর অভাবে শিবগঞ্জ-দুর্গাপুর এলাকার মানুষের নদী পারাপারের ব্যবস্থা খুবই নাজুক অবস্থা বিরাজ করছিল।

এলাকার সার্বিক দিক বিবেচনায় সর্বস্তরের মানুষ, রিক্সা, ভ্যান, প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেল চলাচল উপযোগী প্রায় পনের লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঁশ-কাঠের এই সেতু নির্মাণ করে দেন কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। উদ্বোধনে পবিত্র কোরআন তেলোয়াত শেষে মোনাজাত পরিচালনা করেন, তেরী বাজার জামে মসজিদের খতিব মুফতি মাওলানা আব্দুর রব। এ সময় অন্যদের মাঝে, নেত্রকোনা জেলা বিএনপির সাবেক সহ: সভাপতি আলহাজ্ব ইমাম হাসান আবুচান, উপজেলা বিএনপি'র সাবেক সভাপতি এডভোকেট এম এ জিন্নাহ, সিনিয়র সহ:সভাপতি শহিদুল্লাহ খান, উপজেলা বিএনপি'র যুগ্ম আহবায়ক আলহাজ্ব জামাল উদ্দীন মাস্টার, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মাজহারুল হক রিপন, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক মাসুম বিল্লাহ, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব সম্রাট গণি সহ বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

শিক্ষার্থীদের অর্থহীন সংঘাত বন্ধ হোক

ঢাকা সিটিসহ দেশের বিভিন্ন শহরে প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে মানুষ অতিষ্ঠ। স্কুল, কলেজের উঠতি বয়সের তরুণদের কাছে সংঘাত এক সাধারণ বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। পাশাপাশি প্রশাসনের গাফিলতি সংঘাতের অন্যতম কারণ। যে কোনো ধরনের সংঘাত কখনোই কাম্য নয়। সংঘাতের ফলে শিক্ষার্থীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় সঙ্গে জনগণের মনে আতঙ্ক, তীব্র যানজট ও চূড়ান্ত পর্যায়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি ঢাকার কলেজগুলোতে সংঘাতের কারণে প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাল্টাপাল্টি হামলার জেরে পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। কলেজগুলো হলো সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল কলেজ, মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এবং সেন্ট গ্রেগরী উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্লাস ও নিয়মিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এ ছাড়া সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, সরকারি কবি নজরুল কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ায় আরও পাঁচটি কলেজের প্রথম ও চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের কয়েকটি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটে ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের (ডিএমআরসি) ৫০ কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে। ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের ক্ষতি হয়েছে ১০ কোটি টাকার। সোহরাওয়ার্দী কলেজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১০ কোটি টাকার সম্পদ। সম্পদের ক্ষতি ছাড়াও এসব সংঘাতে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। সবচেয়ে হতাশাজনক বিষয় হচ্ছে, এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েই অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলা করেছেন। এর আগে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘাত কিংবা তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক ও রেলপথ অবরোধের সময়ও মন্ত্রণালয়কে কার্যকর ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে আমরা দেখিনি। যেকোনো কারণেই হোক সংঘাত-সংঘর্ষ কাম্য হতে পারে না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করা না গেলে এমন সংঘাতের ঘটনা বাড়তেই থাকবে। শিক্ষার্থীদের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কলেজ প্রশাসনকে অবশ্যই কঠোর হতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জ্ঞানার্জন, দেশপ্রেমিক, সুবিবেচক হতে শেখায়। সেখান থেকে যেন হানাহানি, সংঘর্ষ, ধ্বংসের শিক্ষা না দেয়া হয়। ঠুনকো বিষয় নিয়ে যারা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে সবসময় তৎপর ও কঠোর হতে হবে। আজকের শিক্ষার্থীরা আগামী দিনের কর্ণধার।

রোজার আগেই কারসাজি

বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিন

রমজান মাস আসার আগেই বাজারে নানা রকম কারসাজি শুরু হয়ে গেছে। আলু, পেঁয়াজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি খাদ্যপণ্যের দামই বাড়তি। তার ওপর বাড়তে শুরু করেছে সয়াবিন তেলের দাম। এর আগে খোলা সয়াবিন ও পাম তেলের দাম লিটারে ২০ টাকার মতো বেড়ে গেছে। এখন বোতলজাত সয়াবিন তেলের সংকট দেখা দিয়েছে। খুচরা বিক্রেতাদের অভিযোগ, অনেক কোম্পানি বাজারে বোতলজাত তেলের সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে। জানা যায়, বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে ভোজ্য তেলের ওপর বর্তমানে প্রযোজ্য আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট ১০ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এর আগে ১৬ অক্টোবর পরিশোধিত ও অপরিশোধিত সয়াবিন ও পাম তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ১৫ শতাংশ এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে আরোপনীয় ৫ শতাংশ ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া হয়। ফলে বর্তমানে আমদানি পর্যায়ে কেবল ৫ শতাংশ ভ্যাট চালু রয়েছে। তার পরও সয়াবিন তেলের এভাবে দাম বাড়া এবং এভাবে বোতলজাত তেলের সরবরাহ কমে যাওয়া মোটেও কাম্য নয়। কোথায় সংকট হচ্ছে, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে জরুরি ভিত্তিতে খোঁজ নিয়ে সংকট নিরসনে উদ্যোগ নিতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম এভাবে বেড়ে গেলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বেড়ে যায়। স্থির ও নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষে পরিবারের সদস্যদের পুষ্টির চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। ক্রমান্বয়ে সরকারের প্রতি তাদের অসন্তোষ বাড়ে। এরই প্রতিফলন দেখা যায় ভয়েস অব আমেরিকার জরিপে। এতে দেখা যায়, বেশির ভাগ মানুষ মনে করে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকার পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের চেয়ে খারাপ পারফরম করছে অথবা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত আছে। ৪৪.৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন চাল, মাছ, সবজি, ডিম, মাংস ও তেলের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমাতে অন্তর্বর্তী সরকার গত আওয়ামী লীগ সরকারের চেয়ে খারাপ পারফরম করেছে। আর ৩০.৮ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন পরিস্থিতি আগে যা ছিল, তা-ই আছে অর্থাৎ আগের সরকারের চেয়ে ভালো কিছু করতে পারছে না। বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ছোট-বড় অসংখ্য চক্র বা সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে, যারা বাজার অস্থির করার যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জন করেছে। পণ্যমূল্য সহনীয় রাখতে সরকারকে জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে আসন্ন রমজানে মানুষের দুর্ভোগ চরমে উঠবে।

বাংলাদেশের বেকার সমস্যা ও প্রতিকার

বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারদের (আনুমানিক ৩০ লক্ষ) একটি নিখুঁত ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে, পাশাপাশি দেশে বিদেশে বেসরকারি চাকরির আরেকটি ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে যেটিকে ৩০ লক্ষ চাকরির ডাটাবেইজে পরিনত করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষিত বেকারের চাকরি নিশ্চিত করাই হবে আমাদের প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য। জনগন যদি আমাদের পাশে থাকে আমরা অবশ্যই এটি বাস্তবায়ন করতে পারব। আইএলও প্রদত্ত বেকারত্বের সংজ্ঞাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের কাছে বেকারত্বের সংজ্ঞা হচ্ছে একজন চাকরিপ্রত্যাশী যুবককে নতুন চাকরিতে যে বেতন অফার করা হয়েছে সেটি দিয়ে সে তার স্ত্রী সন্তানদের ভরনপোষণ করতে পারবেনা বলে যদি সে মনে করে সেটিই হচ্ছে বেকারত্বের সংজ্ঞা। মাথাপিছু আয় নয় বরং নুন্যতম মজুরির বৃদ্ধি হয়েছে কিনা, নিম্ন আয়ের মানুষের মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে কিনা, একজন কাজের বুয়ার মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে কিনা তার ভিত্তিতে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত হবে। জিডিপির ভিত্তিতে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি নির্ধারন আমরা বন্ধ করব। বাংলাদেশেকে মধ্য আয়ের দেশ আমরা তখন বলব যখন এদেশের সকল সকল গরীব মানুষ মধ্যবিত্তে পরিনত হবে। মাথাপিছু আয় দিয়ে, জিডিপি দিয়ে মধ্য আয়ের দেশ নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। এদেশের অর্থনীতির হিসাব নিকাশ ও পলিসি মেকিং এভাবেই করতে হবে। আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেস্ক্রিপশনে বাংলাদেশের অর্থনীতির নীতিমালা প্রণীত হবে না। বাংলাদেশের জনগনের চোখ দিয়ে নীতিমালা তৈরি করা হবে, গরীব মেহনতী মানুষের জীবন জীবিকা বাংলাদেশের অর্থনীতির হিসাব নিকাশের ভিত্তি হবে। দাতা সংস্থাদের এই তথ্যের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই পরিকল্পনা একটি সাহসী এবং জনকল্যাণমুখী উদ্যোগের প্রতিফলন। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে জনগণের স্বার্থে পুনর্গঠন করার একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন: ১. বেকারত্ব ও চাকরির ডাটাবেজ তৈরি শিক্ষিত বেকারদের ডাটাবেজ: জাতীয় পর্যায়ে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা প্রয়োজন, যেখানে শিক্ষিত বেকাররা তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, এবং পছন্দের চাকরির ক্ষেত্র নিবন্ধন করতে পারবে। প্রতিটি চাকরিপ্রার্থীকে নির্দিষ্ট কোড দিয়ে সনাক্ত করা হবে, যাতে ডুপ্লিকেশন না হয়। দেশি-বিদেশি চাকরির ডাটাবেজ: দেশ-বিদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর চাকরির চাহিদার ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। সরকার, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে একটি নিয়োগ সংস্থা গঠন করতে হবে। মিলনমেলা তৈরির প্রক্রিয়া: একটি অ্যালগরিদম তৈরি করা যেতে পারে, যা চাকরির চাহিদা এবং বেকারদের দক্ষতার মধ্যে মিল করাবে। ২. বেকারত্বের নতুন সংজ্ঞা ও ন্যূনতম মজুরি বেকারত্বের সংজ্ঞা: আপনার বেকারত্বের সংজ্ঞা বাস্তবমুখী এবং সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে। এটি বাস্তবায়নে কার্যকর নীতিমালা প্রয়োজন, যাতে বেকারত্ব শুধুমাত্র সংখ্যায় নয়, বরং জীবনযাপনের মান বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি: মজুরি বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন ও নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। একটি পর্যবেক্ষণ কমিটি থাকতে হবে, যারা বিভিন্ন শ্রেণির কাজের জন্য ন্যূনতম মজুরির হিসাব রাখবে। ৩. অর্থনীতির নতুন মডেল গরীব মানুষের অগ্রগতি: একটি সূচক তৈরি করতে হবে, যা জনগণের ক্রয়ক্ষমতা, সঞ্চয়ের হার, এবং জীবনযাপনের মান বিশ্লেষণ করবে। মাথাপিছু আয়ের পরিবর্তে নিম্ন আয়ের মানুষের মজুরি বৃদ্ধি: প্রতি বছরে গরীব মানুষের আয় বৃদ্ধি নির্ধারণের জন্য একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার নতুন মানদণ্ড: মধ্যবিত্ত শ্রেণির আয়, সম্পদ, এবং জীবনমানের উন্নয়নই হবে 'মধ্য আয়ের দেশ' নির্ধারণের মাপকাঠি। ৪. আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রভাব হ্রাস নিজস্ব অর্থনৈতিক নীতিমালা: আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নির্ভরতা কমানোর জন্য দেশীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। রপ্তানি, কৃষি উৎপাদন, এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নকেই গুরুত্ব দিতে হবে। স্বাধীন অর্থনৈতিক কাঠামো: দেশের জনসাধারণের চাহিদা এবং সমস্যাগুলোর ভিত্তিতে বাজেট ও নীতিমালা তৈরি করতে হবে। ৫. জনগণের অংশগ্রহণ ও সুশাসন সমাজের সক্রিয় ভূমিকা: জনগণকে নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন, নাগরিক সংগঠন, এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে।

ফিলিস্তিনে মানবাধিকার এবং বিশ্ব সম্প্রদায়

ড. আলা উদ্দিন

চলমান ফিলিস্তিন সংকট শুধু একটি আঞ্চলিক বা রাজনৈতিক সমস্যা নয়, এটি একটি মানবাধিকারের প্রশ্ন। ফিলিস্তিনি জনগণের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং তাদের ভূমির অধিকার ও নিজস্ব ভূমিতে প্রত্যাবাসনের অধিকার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে স্বীকৃত হলেও, সেগুলো এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। ইসরাইলি দখলদারিত্ব, ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ এবং একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য তাদের সংগ্রাম আজও অমীমাংসিত। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবনায় যে অধিকারগুলো ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য স্বীকৃত হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম: ফিলিস্তিনি জনগণের নিজের জাতীয় ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার ক্ষমতা, কোনো বহিরাগত হস্তক্ষেপ ছাড়াই অর্থাৎ তাদের স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। তাদের রয়েছে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকার। একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার। ইসরাইলি দখলদারিত্ব ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া এই অধিকারকে প্রতিহত করেছে। ফিলিস্তিনের জনগণের মধ্যে যাদের নিজভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, তাদের নিজ ভূমিতে ফিরে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর থেকে লাখ লাখ ফিলিস্তিনি শরণার্থী হয়েছেন এবং তাদের স্বদেশে ফেরার অধিকার এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

ফিলিস্তিনের শরণার্থীরা বছরের পর বছর ধরে মানবিক সংকটের শিকার। তাদের পুনর্বাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। জাতিসংঘের রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইন রিফিউজিস (টঘজডঅ) শরণার্থীদের জন্য বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে, কিন্তু এটি যথেষ্ট নয়। বিশ্ব সম্প্রদায়ের উচিত আরও বেশি তহবিল এবং মানবিক সহায়তা প্রদান করা, যাতে ফিলিস্তিনিরা তাদের মৌলিক অধিকার এবং জীবনযাত্রা ফিরে পায়। বিশ্বব্যাপী ফিলিস্তিনিদের সংগ্রাম এবং তাদের অধিকার নিয়ে আরও বেশি সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। গণমাধ্যম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ফিলিস্তিনি সংকটের বিষয়ে সত্যিকার তথ্য প্রদান করা উচিত, যাতে মানুষ বুঝতে পারে এই সংকটের বাস্তব চিত্র। ফিলিস্তিনের সংকট একটি দীর্ঘায়িত মানবাধিকার সমস্যা, যার সমাধান কেবল রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমেই সম্ভব। এই সংকটের সমাধান না হলে মানবতার পক্ষে অবস্থান বিশ্ব সম্প্রদায়ের ও গণহত্যার প্রতিরোধ নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায়, বিশ্ব সম্প্রদায়ের উচিত ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ে এবং ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংকটের ন্যায়সঙ্গত সমাধানে একযোগে কাজ করা

১৯৪৮ সালে ইসরাইলের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর থেকে ফিলিস্তিনিরা তাদের ভূমি হারিয়েছে এবং শরণার্থী হয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৬৭ সালের ছয়দিনের যুদ্ধে ইসরাইল পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা এবং পূর্ব জেরুজালেম দখল করে। সেই থেকে দখলদারিত্বের অধীনে ফিলিস্তিনি জনগণের জীবনযাত্রা ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর কঠোর ব্যবস্থা, বসতি স্থাপন সম্প্রসারণ, অবকাঠামোগত নিয়ন্ত্রণ এবং ফিলিস্তিনিদের দৈনন্দিন জীবনে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। এত বছর পরও এই সংকটের কোনো মীমাংসা হয়নি। একদিকে ইসরাইল তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করছে সর্বশক্তি প্রয়োগ করার মাধ্যমে, অন্যদিকে ফিলিস্তিনি জনগণ তাদের ভূমি ফিরে পাওয়ার এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে লাখো ফিলিস্তিনি শরণার্থী তাদের নিজভূমি থেকে বিতাড়িত থেকে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

দশকজুড়ে এই সংগ্রাম ও সংঘাতের মধ্যে ২০২৩-এর শেষের দিক থেকে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ২০২৩-এর ৭ অক্টোবর ইসরাইলি ভূখণ্ডে অতর্কিতভাবে গাজার হামাসের হামলা (১২০০ এর অধিক ইসরাইলি হত) এবং এর প্রতিশোধে গাজাবাসীর ওপর ইসরাইলের সর্বাত্মক আগ্রাসী আক্রমণের ফলে গাজার জনজীবন প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। গাজার স্বাভাবিক জীবনযাপন এক বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে। মৃত্যুর মিছিল, বোমা হামলা, গুলি, বোমা বর্ষণ এসব মোকাবিলা করতে করতে গাজাবাসীদের জীবন এখন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বাস্তুচ্যুতি, খাদ্যাভাব ও চরম নিরাপত্তাহীনতার মাঝে বেঁচে থাকার সংগ্রামই বর্তমানে গাজাবাসীর চরম বাস্তবতা।

২০২৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত গাজার ওপর চলমান ইসরাইলি বিমান হামলায় প্রাণহানির সংখ্যা ভয়াবহভাবে বেড়েছে। মৃতের সংখ্যা প্রায় ৪৫,০০০ এবং আহতের সংখ্যা ১,০০,০০০ এরও বেশি। নিহতদের মধ্যে অন্তত ১৭,৩৮৫ জন শিশু (প্রায় ৪৪ শতাংশ, যাদের মধ্যে ৫-৯ বছর বয়সী সর্বাধিক), ১১,৮৯১ জন নারী এবং ২,৪২১ জন বৃদ্ধ। নিহতদের মধ্যে ৭০ শতাংশ নারী ও শিশু। ইতিহাসে এটি নজিরবিহীন। পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটাপন্ন, হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর মুখে বা ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়েছেন, যাদের উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না তীব্র বোমাবর্ষণের কারণে।

নাগরিক প্রাণহানির পাশাপাশি, এই সংঘাতে বহু সাংবাদিকও নিহত হয়েছেন। অন্তত ১৩৭ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন, যা ১৯৯২ সাল থেকে মিডিয়া কর্মীদের জন্য সবচেয়ে বিধ্বংসী সময়। তাদের মধ্যে কিছু সাংবাদিককে সরাসরি ইসরাইলি বাহিনী টার্গেট করেছে। এ ছাড়া এই সংঘাতে মৌলিক পরিকাঠামোও ধ্বংস হয়েছে। স্কুল, হাসপাতাল এবং জাতিসংঘের আশ্রয়কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বহু বাস্তুচ্যুত মানুষ সাহায্য পাওয়ার জন্য অক্ষম। জাতিসংঘ এবং মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলো তীব্র সংকটের কথা জানাচ্ছে এবং সহায়তায় প্রবেশের পথ অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছে সহিংসতার কারণে। মানবিক সংকট চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। অনেক মানুষ এখনো নিখোঁজ এবং খাদ্য ও মৌলিক সরঞ্জামের অভাবে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে গাজায়।

গাজায় ইসরাইলের হামলার প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া ব্যাপক বিভাজনের মধ্যে পড়েছে, বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সংস্থা ইসরাইলের সামরিক অভিযানের আইনি ও নৈতিকতা নিয়ে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করছে। ইসরাইলের সামরিক পদক্ষেপগুলো হামাসের আকস্মিক আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যা বেসামরিক নাগরিকদের ব্যাপক ক্ষতি করেছে, তবে আন্তর্জাতিক আইন যুদ্ধের সময় জনগণের সুরক্ষা এবং সমতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। জাতিসংঘ বারবার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে, গাজার মানবিক সংকটের কারণে, যেখানে আকাশপথে হামলা এবং অবরোধের ফলে হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদসহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের রায় (নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তার) ও লেবাননের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি সত্ত্বেও ইসরাইল এখনো হুংকার দিচ্ছে, গাজায় আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, গাজাবাসীকে নির্বিচারে হত্যা ও আহত করছে; এমনকি এক বছর ধরে জিম্মি থাকা ইসরাইলিরাও নিহত হয়েছে।

ইসরাইলের প্রধানতম মিত্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র হামাসের বিরুদ্ধে ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকার সমর্থন করে এসেছে। এই অবস্থানটি মূলত মধ্যপ্রাচ্যে কৌশলগত জোট, নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং ইসরাইলের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্কের কারণে গৃহীত হয়েছে। মার্কিন সরকার ইসরাইলের নাগরিকদের সুরক্ষা রক্ষার অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে শান্তি প্রচেষ্টাগুলোর এবং মানবিক সাহায্যের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই সমর্থন বিতর্কিত হয়েছে, বিশেষ করে সমালোচকরা দাবি করছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেনি, যাতে ইসরাইল তার সামরিক পদক্ষেপ সীমিত করে এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে চলে। গাজায় ইসরাইলের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যের আরও কয়েকটি দেশ জড়িত হয়ে পড়েছে। অক্টোবর ২০২৩ সালের হামাসের ইসরাইল হামলা আঞ্চলিক গতিপথকে তীব্র করে তুলেছিল, যেখানে তেহরানের হামাসের প্রতি সমর্থন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই আক্রমণটি ইরানের বৃহত্তর কৌশলের একটি প্রতিফলন হিসেবে দেখা হয়েছে, যার লক্ষ্য ইসরাইল এবং পশ্চিমা শক্তির প্রভাব চ্যালেঞ্জ করা। ইরানের উদ্দেশ্য হলো হামাসকে সমর্থন দেওয়া, তার প্রভাব বৃদ্ধি করা এবং একাধিক দিক থেকে ইসরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টি করা, যার মধ্যে গাজা, লেবানন, সিরিয়া এবং ইরাক অন্তর্ভুক্ত। গাজায় ইসরাইলের হামলায় ইরান, লেবানন এবং ইরাকের সম্পৃক্ততা একটি জটিল ভূরাজনৈতিক এবং আদর্শিক সম্পর্কের ফলস্বরূপ, যা প্রধানত 'প্রতিরোধের অক্ষ' নামে পরিচিত একটি নেটওয়ার্কের মধ্যে পড়ছে, যার নাম ইরান। এর ফলস্বরূপ, ইসরাইলি বিমান হামলা ইরানি স্থাপনাগুলোর দিকে নির্দেশিত হয়েছে, যার ফলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হিজবুল্লাহসহ অন্যান্য গোষ্ঠীও সম্পৃক্ত হয়েছে। এমতাবস্থায়, ইরান-ইসরাইলের পারস্পরিক হামলার চূড়ান্ত রূপ (সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ) নিয়ে বিশ্ববাসীর মাঝে চরম শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

জাতিসংঘ বরাবরই ফিলিস্তিনিদের অধিকারের স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ঐক্যহীনতা এবং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জার্মানিসহ কিছু শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে এই সংকটের মীমাংসা এখনো সম্ভব হয়নি। ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের দাবি বিশ্বজুড়ে সমর্থন পেলেও, রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক সমঝোতার অভাবে বিশেষ করে ইসরাইলের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অকুণ্ঠ সমর্থনের কারণে এই সংকট দীর্ঘায়িত হয়েছে।

এই দীর্ঘস্থায়ী সংকটের সমাধানের লক্ষ্যে জাতিসংঘে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে 'দুই-রাষ্ট্র' (ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্র ফিলিস্তিন) সমাধান নামে পরিচিত একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, যেখানে ইসরাইল এবং ফিলিস্তিন দুটি আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে সহাবস্থান করবে। কিন্তু ইসরাইলের বেআইনি বসতি সম্প্রসারণ এবং দখলদারিত্বের কারণে এই সমাধান কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বসতি সম্প্রসারণ এবং পূর্ব জেরুজালেমে ইসরাইলি কার্যকলাপের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের তাদের জমি থেকে আরও বেশি দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটি আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন এবং জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা বারবার এর বিরুদ্ধে সতর্ক করে আসছে।

ফিলিস্তিনিদের অধিকার শুধু রাজনৈতিক নয়, এটি একটি মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারের প্রশ্ন। জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা অনুসারে, প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বসবাসের অধিকার রয়েছে। ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও কার্যকর ভূমিকা প্রয়োজন। ফিলিস্তিনিরা বছরের পর বছর ধরে ইসরাইলের অধীনে দখলদারিত্বের শিকার। তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার বারবার লঙ্ঘিত হয়েছে। তারা নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি এবং তাদের জীবিকা, শিক্ষা এবং স্বাধীন চলাচলের অধিকারে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই সংকটের একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধান হলো ফিলিস্তিনিদের স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা, যেখানে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে। ফিলিস্তিনি শরণার্থীরা একাধিক প্রজন্ম ধরে তাদের নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত রয়েছেন। তারা মানবেতর পরিবেশে জীবনযাপন করছেন, যেখানে তাদের মৌলিক অধিকারগুলো বারবার লঙ্ঘিত হচ্ছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ তাদের ফেরা এবং পুনর্বাসনের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু এখনো তা বাস্তবায়ন হয়নি।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব হলো ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। জাতিসংঘের সংস্থাগুলো এবং অন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে এই সংকটের সমাধান খুঁজে বের করা প্রয়োজন। ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে একটি সম্মানজনক ও কার্যকর সমঝোতা না হলে এই সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত, উভয় পক্ষকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসা এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ তৈরি করা। এটি কেবল ফিলিস্তিনিদের জন্য নয়, ইসরাইলেরও জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ফিলিস্তিনের শরণার্থীরা বছরের পর বছর ধরে মানবিক সংকটের শিকার। তাদের পুনর্বাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। জাতিসংঘের রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইন রিফিউজিস (টঘজডঅ) শরণার্থীদের জন্য বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে, কিন্তু এটি যথেষ্ট নয়। বিশ্ব সম্প্রদায়ের উচিত আরও বেশি তহবিল এবং মানবিক সহায়তা প্রদান করা, যাতে ফিলিস্তিনিরা তাদের মৌলিক অধিকার এবং জীবনযাত্রা ফিরে পায়। বিশ্বব্যাপী ফিলিস্তিনিদের সংগ্রাম এবং তাদের অধিকার নিয়ে আরও বেশি সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। গণমাধ্যম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ফিলিস্তিনি সংকটের বিষয়ে সত্যিকার তথ্য প্রদান করা উচিত, যাতে মানুষ বুঝতে পারে এই সংকটের বাস্তব চিত্র। ফিলিস্তিনের সংকট একটি দীর্ঘায়িত মানবাধিকার সমস্যা, যার সমাধান কেবল রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমেই সম্ভব। এই সংকটের সমাধান না হলে মানবতার পক্ষে অবস্থান বিশ্ব সম্প্রদায়ের ও গণহত্যার প্রতিরোধ নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায়, বিশ্ব সম্প্রদায়ের উচিত ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ে এবং ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংকটের ন্যায়সঙ্গত সমাধানে একযোগে কাজ করা। ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার এবং তাদের সংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা আমাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব।

বাতাসে বাড়ছে সিসা, পরিস্থিতি মোকাবিলায় করণীয় কী?

ড. আনোয়ার খসরু পারভেজ

সিসা একটি নীরব ঘাতক। সিসা দূষণের বিষয়টি আমাদের অনেকের জানা নেই। এ নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সিসাকে জনস্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইনস্টিটিউট অব হেলথ মেট্রিক্স অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশনের (আইএইচএমই) [Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)] ধারণা মতে, সিসা দূষণের কারণে বিশ্বের প্রায় ১০ লাখ মানুষের অকালমৃত্যু ঘটেছে। নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোয় তুলনামূলকভাবে মৃত্যু ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বেশি।

বিষাক্ত ধাতু সিসা বেশ সহজলভ্য এবং হাজার বছর ধরে বিভিন্নভাবে ব্যবহারের ফলে এটি পরিবেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন উপায়ে মানুষ সিসার সংস্পর্শে আসছে। সিসা একটি বিষাক্ত ভারী পদার্থ। যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। সিসা খুব অল্প তাপে গলে যায় এবং বাষ্পীভূত হয়। ফলে একে বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে গুণগত মান উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়। খাদ্য-পানীয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ও চামড়া এ তিনটি উপায়ে সিসা মানবদেহে প্রবেশ করে। এটা শরীরে রক্তের সঙ্গে মিশে যকৃৎ, কিডনি, হাড়সহ সবকিছুই আক্রান্ত করে। এটা দেহের কোমল পেশিতন্ত্রগুলো আক্রান্ত করে। রক্তে এটি ছয় থেকে সাত সপ্তাহ অবস্থান করে। মানুষের শরীরে সিসা প্রবেশ করলে তা সহজে অবমুক্ত হয় না। সিসা মূলত আমাদের হাড় ও দাঁতে জমা হয়। যেখানে এটি ২০ থেকে ৩০ বছর থাকতে পারে। পরিবেশের অন্যান্য দূষণ আমরা সহজে চিহ্নিত করতে পারি। যেমন পানি দূষণে স্বাদ, গন্ধ ও রঙের পরিবর্তন দেখা যায়। বায়ু দূষণে চোখ ঝাপসা বা নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কিন্তু সিসা দূষণ একেবারে নীরবে ঘটে। এটি খালি চোখে চিহ্নিত করা যায় না।

সব ধরনের দূষণে সিসা একটি অনুঘটক। পানি, বায়ু ও মাটি দূষণেও সিসা পাওয়া যায়। এটি নিয়ন্ত্রণে ২০০৬ সালে প্রথম পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের অধীনে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ সংক্রান্ত আইন আছে। কিন্তু সব বিষয় আইনের আওতাভুক্ত নয়। যুক্তরাষ্ট্রে সিসাযুক্ত রং ব্যবহারে বিধিনিষেধ দিয়ে আইন আছে। প্রতিটি দূষণের সঙ্গে সিসার সম্পৃক্ততা আছে। তাই সংশ্লিষ্ট সব আইনে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সিসা নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) এ সংক্রান্ত নীতিমালায় ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনার কথা বলা আছে। আমাদের দেশে এগুলো বাস্তবায়ন একটু কঠিন। সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযানে দুটি সিসা কারখানা বন্ধের খবর এসেছে। দেশের পরিবেশগত সব সমস্যা নিয়ন্ত্রণের ভার পরিবেশ অধিদপ্তরের ওপর। এককভাবে তাদের পক্ষে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তরে লোকবল সংকট ও কাঠামোগত পরিবর্তনের বিষয় রয়েছে। এ সমস্যার সমাধানে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় খুবই জরুরি। সিসা দূষণ রোধে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এক হয়ে সমাধানের পথ খুঁজে বের করা দরকার। এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এছাড়া ইউনিসেফের একটি প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং ভবিষ্যতে সমাধানের আরও পথ পাওয়া যাবে। শিশুদের ব্যবহারের লাল ও হলুদ রঙের পেনসিলেও প্রচুর সিসা রয়েছে। সিসামুক্ত রং তৈরির উপকরণে পাঁচগুণ বেশি খরচ হয়। তাই সিসামুক্ত রঙের উপকরণের ওপর শুল্ক কমানো দরকার। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৮ সালে আবাসস্থলে সিসা মিশ্রিত রঙের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। অনেক দেশ রঙে সিসার পরিমাণ কমানোর জন্য আইন প্রণয়ন করেছে। কিন্তু ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্যভুক্ত অন্তত ৭৬টি দেশে সিসা মিশ্রিত রঙের উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয় এবং ব্যবহারের বিষয়ে কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যবাধকতা নেই। স্বল্পমূল্যের ব্যাটারিচালিত মোটরযানের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে এলআইসিতে লেড-অ্যাসিড ব্যাটারির ব্যবহার মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় সব লেড-অ্যাসিড ব্যাটারিই পুরোনো ব্যাটারি পুনরায় চক্রায়ন এবং ফেলে দেওয়া ধাতু থেকে তৈরি করা হয়। ব্যাটারিতে ব্যবহৃত সিসার প্রায় পুরোটাই পুরোনো হওয়ার পরও তা পুনরুদ্ধার এবং পুনরায় চক্রায়ন করা সম্ভব। পুরোনো ব্যাটারিগুলো গলিয়ে অশোধিত সিসা পাওয়া যায়, যা নতুন ব্যাটারি তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উন্নত দেশের গাড়িতে ব্যবহৃত ব্যাটারিসহ ই-বর্জ্যগুলো অনুন্নত দেশগুলোয় রপ্তানি করে দেওয়া হয়, যার বেশিরভাগই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার অপ্রাতিষ্ঠানিক সিসা কারখানায় জায়গা করে নেয়, যা সেই অঞ্চলকে অতিরিক্ত সিসা দূষণের ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। একদিকে অ্যালুমিনিয়ামের তৈজসপত্রের উচ্চ চাহিদা আর অন্যদিকে পুনরায় চক্রায়ন বাজার থেকে বিপুল পরিমাণে এর সরবরাহের কারণে বর্তমান পৃথিবীতে বিশাল এক অ্যালুমিনিয়াম শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মৃৎশিল্পেও তৈজসপত্র চকচকে করার কাজে সিসার প্রলেপ ব্যবহার করা হয়। লেড ক্রোমেট হচ্ছে বাজারে সচরাচর পাওয়া যায় এমন একটি সস্তা রাসায়নিক হলুদ রং, যা নিয়মিত ঘরোয়া খাবার তৈরিতে ব্যবহারের ফলে তা সিসা দ্বারা দূষিত হচ্ছে। হলুদের ব্যবসায়ী-রা যে নিম্নমানের শিকড় বিক্রি করে এবং সিসা মিশ্রিত খারাপ মানের হলুদ গুঁড়া বাজারে এনে নিজেদের লাভের পাল্লা ভারী করে। ডিজেল ও পেট্রলে সিসা যুক্ত থাকে। যদিও ২০২৪ সালে বৈশ্বিকভাবে সিসাযুক্ত পেট্রলের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। সিসা দূষণের ক্ষতি থেকে পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচাতে সচেতনতার বিকল্প

নেই। আমাদের দেশে ব্যাটারিগুলো রিসাইকেল করার ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই। ঢাকায় নির্দিষ্ট কিছু স্থান থাকলেও পরিপূর্ণ রিসাইকেল প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় না। আবার ব্যাটারি থেকে সিসা গলিয়ে যখন আলাদা করা হয়, তখন সিসার অংশবিশেষ বিভিন্নভাবে মাটি ও পানি দূষণ ঘটায়। ব্যাটারিগুলোয় যে সিসার প্লেট থাকে, সেগুলো ভাঙা হয় আবার ব্যবহার করার জন্য। সিসা গলানোর সময় যে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়, তাতে কিছু পরিমাণ সিসা বাতাসে মিশে যায়। পরে নিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। আবার গলিত সিসা মাটির সঙ্গে মিশে যায়। পরে এই সিসা বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। শস্যদানা ও চাষ করা মাছের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে। গর্ভাবস্থায় সিসার সংস্পর্শে এলে শিশুর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং তার দৃষ্টি, শ্রবণ এবং শিখন বিকাশগত সমস্যা থেকে শুরু করে আচরণগত সমস্যা তৈরি করতে পারে। বিভিন্ন সময়ে করা পরিসংখ্যানমতে, যেসব শিশুর রক্তে ২.৪-১০ মাইক্রোগ্রাম বা ডেসিলিটার মাত্রায় সিসার উপস্থিতি থাকে, তাদের বুদ্ধিমত্তা কম, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তারা কম কৃতকার্য হয় এবং পুরো জীবনকালে কম অর্থ আয় করে। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি) রক্তে সিসার ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রা ৬০ মাইক্রোগ্রাম বা ডেসিলিটার থেকে ৫ মাইক্রোগ্রাম বা ডেসিলিটার-এ নামিয়ে এনেছে। যদিও রক্তে সিসার উপস্থিতির ক্ষেত্রে এমন কোনো প্রমাণিত নিরাপদ মাত্রা নেই; বিশেষত শিশুদের ক্ষেত্রে এমন কোনো মাত্রা নেই। মূল কথা হলো, সমস্যার বা ঝুঁকির মাত্রা বাড়তে থাকে যত বেশি উচ্চ মাত্রার সিসা ব্যবহার করা হবে এবং সংস্পর্শে আসা হবে। সিসা দূষণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশুরা। সিসা দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ। বর্তমানে বাংলাদেশে আনুমানিক সাড়ে তিন কোটি শিশুর শরীরে উচ্চমাত্রার সিসা রয়েছে। সিসা দূষণের ফলে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি, বুদ্ধিমত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। গবেষণায় দেখা যায়, সিসাজনিত শুধু বুদ্ধিমত্তা ঘাটতির ফলে মানবসম্পদের নিম্নমুখী উৎপাদনশীলতার কারণে দেশে বছরে ১ লাখ ২৮ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়। এই পরিমাণ বাংলাদেশের গড় অভ্যন্তরীণ সম্পদের (জিডিপি) ৬ শতাংশ। আমাদের দেশের শিশুরা খর্বাকৃতির হয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে সিসা দূষণের সম্পর্ক থাকতে পারে। বিআইসিসিতে 'আন্তর্জাতিক সিসা দূষণ প্রতিরোধ সপ্তাহ' উপলক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফ আয়োজিত জাতীয় কর্মশালায় সিসামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কৌশল প্রণয়নের আহ্বান জানানো হয়। বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮০ কোটি শিশুর রক্তে উচ্চমাত্রায় সিসা আছে। এদের বেশিরভাগই নিম্ন আয়ের দেশে বসবাসরত। কারণ, সেখানে সিসার অধিক ব্যবহার এবং দূষণ হয়ে থাকে, উচ্চ আয়ের দেশগুলোর মতো পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত হয় না। বেশিরভাগ শিশুই এশিয়া এবং আফ্রিকার, তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান দেশগুলোয়ও এই অনুপাত কম নয়। সিসা দূষণ শিশুদের ছোট বয়সে স্বাস্থ্য এবং বিকাশের ওপর বহুমুখী এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে, যার জন্য সারা জীবন ধরে তাদের ভুগতে হয়। এমনকি প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, সিসার বিষাক্ততা শিশুর মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে, যা কিনা নিপীড়ন এবং অপরাধ করার মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার মূল কারণ। উৎপাদনশিল্পে নিয়ম এবং সতর্কতা মেনে চলাই এই ক্ষতি ঠেকানোর প্রধান উপায়। তাই কঠোর নিরাপত্তা বিধির মাধ্যমে সব ধরনের উৎসে সিসা দূষণ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা প্রয়োজন। সিসার সংস্পর্শে আসা কমাতে আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যেন সব শিশু নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে, পড়াশোনার সুযোগ পায় এবং পরিপূর্ণ সম্ভাবনায় বেড়ে ওঠে। এসব উদ্যোগ খুব দ্রুত নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; যত বেশি সময় ধরে মানুষ সিসার সংস্পর্শে থাকবে, ততই স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে সিসা মোকাবিলায় কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। যেমনড়

১। সিসা দূষণের সব উৎস চিহ্নিত করা প্রয়োজন;
২। শিল্পপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ের রঙে সিসা দূষণ রোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুসরণ করতে হবে;
৩। সিসাযুক্ত যেকোনো উপকরণে অতিরিক্ত শুল্কারোপ করে সিসার আমদানি ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা যেতে পারে;
৪। সিসার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরি করা দরকার;
৫। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সিসা দূষণ রোধ করতে হবে;
৬। সিসাযুক্ত ব্যাটারি পুনরায় চক্রায়ন কারখানাগুলো নিয়মিত নজরদারিতে নিয়ে আসা প্রয়োজন;
৭। সিসা দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করা জরুরি;
৮। মসলা, খাদ্যদ্রব্য, গয়না, খেলনা ও রান্নার সরঞ্জামে সিসার ব্যবহার বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন;
৯। সিসার মাত্রা পরিমাপের জন্য পরীক্ষাগার তৈরি করা প্রয়োজনো;
১০। সিসা দূষণ রোধে গবেষণাও জরুরি;
১১। রক্তে সিসা শনাক্তকরণ কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে নেওয়া দরকার
১২। এ সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগীদের উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় জরুরি।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

জন্ম নিবন্ধনে অগ্রগতি সত্ত্বেও ১৫ কোটি শিশু অদৃশ্য : ইউনিসেফ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জন্ম নিবন্ধনের সাম্প্রতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী ১৫ কোটি শিশু 'অদৃশ্য', আইনি পরিচয় থেকে বঞ্চিত এবং রাষ্ট্রহীনতা ও অধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ইউনিসেফ গত মঙ্গলবার এই হুঁশিয়ারি দিয়েছে। জাতিসংঘ শিশু সংস্থা একটি নতুন প্রতিবেদনে অনুমান করেছে, পাঁচ বছরের কম বয়সী ৭৭ শতাংশ শিশুর জন্ম গত পাঁচ বছরে নিবন্ধিত হয়েছে, যা ২০১৯ সাল তেকে দুই শতাংশ বেশি। কিন্তু এই ধরনের 'উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি' সত্ত্বেও ১৫ কোটি অল্প বয়সী শিশু নিবন্ধিত না হওয়ার কারণে আইনি বাধার মধ্যে রয়েছে। আরো ৫০ মিলিয়ন, যাদের নিবন্ধন করা হয়েছে, কিন্তু তাদের কোনো আনুষ্ঠানিক জন্ম সনদ নেই। একজন ব্যক্তির পরিচয় ও বয়স নিশ্চিত করার জন্য জন্ম সনদগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা ও শিশুশ্রম, জোরপূর্বক বাল্য বিবাহ বা সামরিক বাহিনীর অপ্রাপ্তবয়স্ক নিয়োগ থেকে সুরক্ষার জন্য এই ধরনের প্রমাণ প্রায়ই অপরিহার্য। ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন রাসেল প্রতিবেদনের সঙ্গে এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করে, শিশুরা যেন অবিলম্বে আইনের অধীনে স্বীকৃত হয়, ক্ষতি ও শোষণ থেকে সুরক্ষার জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করে, সেই সঙ্গে ভ্যাকসিন, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলোতে প্রবেশাধিকার প্রদান করে।' তিনি আরো বলেছেন, 'অগ্রগতি সত্ত্বেও অনেক শিশু অগনিত ও হিসাবহীন থেকে যায়, সরকার বা আইনের চোখে কার্যকরভাবে অদৃশ্য'। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই শিশুদের অর্ধেকেরও বেশি সাব-সাহারান আফ্রিকায় বসবাস করে। সেখানে শুধু ৫১ শতাশ অল্পবয়সী ছেলে ও মেয়ে নিবন্ধিত। ইউনিসেফ বলেছে, নিবন্ধনের বাধাগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিবারের জ্ঞানের অভাব, অতিরিক্ত খরচ, অপর্যাপ্ত রাজনৈতিক ইচ্ছা ও কিছু অঞ্চলে লিঙ্গ, জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য।

জাপোরিজ্জিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের রাস্তায় আইএইএ'র গাড়িতে হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনের রুশ-নিয়ন্ত্রিত জাপোরিজ্জিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে যাওয়ার পথে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ)'র একটি গাড়ি ড্রোন হামলার শিকার হয়েছে। হামলায় গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গত মঙ্গলবার বিদ্যুৎকেন্দ্রটির একটি রাস্তায় গাড়িটি চলাচলের সময় এই ঘটনা ঘটেছে। সংস্থাটির প্রধানের বরাতে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ করা একটি ভিডিও পোস্টে জাতিসংঘের পারমাণবিক পর্যবেক্ষণ সংস্থার মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রসি বলেছেন, এ হামলায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি এবং দলগুলো নিরাপদ রয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, এটি একটি ইচ্ছাকৃত রুশ হামলা যেটি দেখায় যে, আন্তর্জাতিক আইন ও প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছে মস্কো। এই ঘটনার পর একটি বিবৃতি প্রকাশ করে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যেটিতে এই ঘটনার কোনও উল্লেখ ছিল না। তবে বিবৃতিতে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে, এ ধরনের কোনও হামলার জন্য মস্কো বাহিনীকে দায়ী করা যাবে না।

সিরিয়ার ঘটনা আমেরিকান-ইহুদিবাদী যৌথ ষড়যন্ত্রের ফল: আলী খামেনি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি বলেছেন, সিরিয়ায় যা ঘটেছে, তা আমেরিকান-ইহুদিবাদী যৌথ ষড়যন্ত্রের ফল। এতে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। গতকাল বুধবার দেশের বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার লোকের সামনে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন, প্রতিবেশী একটি দেশ এই ঘটনায় দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করলেও মূল ষড়যন্ত্রকারী ও কৌশলবিদরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলে অবস্থান করছে। আলি খামেনি দেশটির নাম উল্লেখ না করলেও আসাদবিরোধী বিদ্রোহীদের সমর্থন দেওয়া তুরস্কের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে হচ্ছে। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, সিরিয়ার একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র স্পষ্টতই এই বিষয়ে ভূমিকা পালন করেছে এবং তা অব্যাহত রেখেছে - সবাই এটি দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মূল ষড়যন্ত্রকারী, মূল পরিকল্পনাকারী ও কমান্ড সেন্টার আমেরিকা ও ইহুদিবাদী সরকারের মধ্যেই নিহিত। আমাদের কাছে এমন ইঙ্গিত রয়েছে, যা এই উপসংহারে সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখে না।' তিনি প্রতিরোধ ফ্রন্টের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশ্বস্ত করে বলেন, 'আল্লাহর কৃপায় প্রতিরোধের পরিধি পুরো অঞ্চলকে আগের চেয়ে আরও বেশি ঘিরে ফেলবে।' তিনি আরও বলেন, 'রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট এমনই, আপনি যত বেশি চাপ প্রয়োগ করবেন, এটি তত শক্তিশালী হয়ে উঠবে।আপনি যত বেশি অপরাধ করবেন, তত বেশি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে উঠবে। আপনি যত বেশি তাদের সাথে লড়াই করবেন, ততই এটি আরও প্রসারিত হবে।' সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ফলে ইরান দুর্বল হয়ে পড়বে বলে যেসব বিশ্লেষক যুক্তি দেখাচ্ছেন, তাদের 'অজ্ঞ' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন আলি খামেনি। তিনি বলেন, 'আল্লাহর রহমতে ইরান শক্তিশালী ও শক্তিশালী এবং আরও শক্তিশালী হবে।

তুরস্ক-লেবানন থেকে ফিরতে শুরু করেছে সিরিয়ার শরণার্থীরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর লাখ লাখ নাগরিক প্রতিবেশীগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল। বিশেষ করে তুরস্ক ও লেবাননে। ইউরোপের দেশগুলোতেও বিপুল সংখ্যক সিরিয়ার নাগরিক শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষ। তবে বাশার আল-আসাদের পতনের পর সিরিয়ার পরিস্থিতি পাল্টে যেতে শুরু করেছে। সাধারণ নাগরিকরা রাস্তায় বেরিয়ে আনন্দ-উল্লাস করছেন। আসাদ পালিয়ে যাওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করছেন। এমন পরিস্থিতিতে যেসব নাগরিকরা প্রতিবেশী তুরস্ক ও লেবাননে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা এখন ফিরতে শুরু করেছেন।

১৮ বছর পর সিরিয়ার কুখ্যাত কারাগার থেকে ফিরলেন মোয়াজ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মোয়াজ মেরহেবের বয়স যখন ৩৩, তখন বন্দি হন সিরিয়ায়। লেবাননের উত্তরের বন্দরনগরী ত্রিপোলিতে সিরিয়ার কুখ্যাত সাইদনায়া কারাগারে ছিলেন ১৮ বছর। গত ৮ ডিসেম্বর ইসলামপন্থী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম ও মিত্ররা দেশটির রাজধানী দখল করার কয়েক ঘণ্টা পরে সাইদনায়া কারাগার থেকে নাটকীয়ভাবে মুক্তি হয় তার। দেশটির দীর্ঘ সময়ের স্বৈরশাসক বাশার আল-আসাদ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর ৫১ বছর বয়সী মোয়াজ মেরহেব ফিরেছেন তার

পরিবারের কাছে। এত বছর পর তাকে কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা পড়ে পুরো পরিবার। সংবাদ মাধ্যম এএফপির ক্যামেরায় ফ্রেমবন্দি হয় তাদের এই আনন্দঘন পরিবেশটি। গত মঙ্গলবার মোয়াজ মেরহেবের পরিবারের কাছে ফিরে আসার তিনটি ছবি প্রকাশ করে এএফপি। এএফপির ছবিতে দেখা যায়, মোয়াজ মেরহেব তার মোবাইলফোনে দেখাচ্ছেন তার ১৮ বছরে আগের ছবি। যখন তিনি বন্দি হয়েছিলেন। আরেকটি ছবিতে তার পুরো পরিবারকে আনন্দে উচ্ছ্বাস করতে দেখা গেছে। আরেক ছবিতে দেখা গেছে, তার ছেলে এত বছর পর বাবাকে কাছে পেয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছেন।

মিসরকে ইসরাইলি বন্দীদের তালিকা দিলো হামাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরাইল ও হামাসের মাঝে অনানুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতি ও বন্দীবিনিময় চুক্তির অগ্রগতির আভাস পাওয়া গেছে। হামাস এরই মধ্যে মিসরীয় মধ্যস্থতাকারীদের কাছে বন্দীদের একটি তালিকাও পেশ করেছে। গতকাল বুধবার সৌদি আরবভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল আরাবিয়ার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে উভয় পক্ষের মাঝে অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা চলছে এবং তাতে অগ্রগতিও হচ্ছে। এভাবে অনানুষ্ঠানিকভাবেই আগে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুতের চেষ্টা চলছে। এর আগে গত সোমবার লন্ডনভিত্তিক কাতারি সংবাদমাধ্যম আল আরাবি আল জাজিদের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামাস মিসরীয় পক্ষকে একটি প্রাথমিক খসড়া দিয়েছে। বন্দীবিনিময় চুক্তিতে যাদের মুক্তি দেয়া সম্ভব, তাদের তালিকা সেখানে দেয়া হয়েছে।

ট্রান্স-আটলান্টিক টানেল: মাত্র এক ঘণ্টায় নিউইয়র্ক থেকে লন্ডন ভ্রমণ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কল্পনা করুন তো, আকাশপথে নিউইয়র্ক থেকে লন্ডন যেতে যেখানে সাত ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে, সেখানে মাত্র এক ঘণ্টায় কীভাবে ভ্রমণ করা সম্ভব? ১৫ ট্রিলিয়ন পাউন্ডের প্রস্তাবিত ট্রান্স-আটলান্টিক টানেল সেই সম্ভাবনার দুয়ার খুলতে পারে। এই টানেল দিয়ে ভ্যাকুয়াম টিউব প্রযুক্তির ট্রেন ঘণ্টায় ৩ হাজার মাইল গতিতে মাত্র ৫৪ মিনিটে নিউইয়র্ক থেকে লন্ডন পৌঁছে দেবে যাত্রীদের। নিউইয়র্ক এবং লন্ডনকে সংযুক্তকারী উচ্চাভিলাষী ট্রান্স-অ্যাটলান্টিক টানেল নির্মাণের প্রস্তাবটি অনেক আগের। সম্প্রতি অনলাইনে সেটি নিয়ে আলোচনা চলছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম মেট্রোর মতে, এটি একটি লোভনীয় ধারণা, তবে খরচ অত্যন্ত বেশি। ৩ হাজার ৪০০ মাইল টানেলের আনুমানিক খরচ ১৫ ট্রিলিয়ন পাউন্ড বা ১৯.৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্পের জটিলতা এবং আকারের কারণে এটি কয়েক দশক সময় নেবে। এর আগে ইংলিশ চ্যানেলের সমুদ্র তলদেশ দিয়ে ২৩.৫ মাইলের পথে নির্মিত চ্যানেল টানেল যুক্তরাজ্যের ফোকস্টোন ও ফ্রান্সের কোকুয়েলসকে যুক্ত করেছে। সেটি তৈরি করতে সময় লেগেছিল ছয় বছর। সেই তুলনায় ট্রান্স-আটলান্টিক টানেল তৈরি করতে অনেক বেশি সময় লাগবে। মেট্রোর মতে, ভ্যাকুয়াম টিউব টেকনোলজি এবং চাপযুক্ত যানবাহন থেকে শুরু করে প্রযুক্তির সাম্প্রতিক উন্নয়ন এটা বাস্তবে পরিণত করতে পারে। প্রস্তাবিত ট্রেনগুলো চাপযুক্ত টানেলের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করবে, যেখানে বাতাসের প্রতিরোধ ছাড়াই ঘণ্টায় ৩ হাজার মাইল গতিতে পৌঁছতে পারবে। যদি এই প্রকল্পের ধারণাগুলো শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যায়, তাহলে এটি হবে লন্ডনবাসীরা নিউইয়র্কের ট্রেনে চড়ে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে পুকুর পার হওয়ার মতো। মেট্রো জানায়, এটি পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ হতে পারে এবং বিমান ভ্রমণের দ্বারা সৃষ্ট ভারী বায়ুদূষণ হ্রাস করতে পারে। প্রযুক্তিটি সুপারলুপ ট্রেনের মতো, যা সুইস প্রকৌশলীরা পরীক্ষা করেছেন এবং দাবি করেছেন যেওভ্রমণের ভবিষ্যত' পরিবর্তন করতে পারে। কিছু প্রকৌশলী প্রস্তাবিত ট্রান্স -আটলান্টিক টানেলটি পুরু সমুদ্রের তলদেশে নির্মাণের পরামর্শ দিয়েছেন, অন্যরা বিশ্বাস করেন যে এটিকে কেবল বা স্টিল্ট দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা ভালো হবে। চ্যানেল টানেল ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ২৪৫ ফুট নীচে পৌঁছেছে, তবে প্রস্তাবিত ট্রান্স-আটলান্টিক টানেলটি আরও গভীরে যেতে পারে। আন্ডারওয়াটার টানেলের ধারণা উনিশ শতকে আবির্ভূত হয়েছিল। ১৮০২ সালে ফরাসি খনির প্রকৌশলী আলবার্ট ম্যাথিউ-ফ্যাভিয়ার ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে একটি টানেলের জন্য একটি ধারণা প্রস্তাব করেছিলেন, যা তেলের বাতি দ্বারা আলোকিত হয়। ট্রান্স-আটলান্টিক টানেল নিয়ে অনেকেই

বিভিন্ন প্রযুক্তির ধারণা দেন। তবে এর স্কেল, খরচ এবং ব্যবহারিক উপযোগ সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জের কারণে অগ্রগতি হয়নি। তবে ভ্যাকুয়াম টিউব প্রযুক্তির সাম্প্রতিক অগ্রগতি ট্রান্স-আটলান্টিক টানেল ধারণার সম্ভাব্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। ভ্যাকুয়াম-চালিত ট্রেনের ধারণাটি ইলন মাস্ক দ্বারা জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি ২০১৩ সালে বায়ু প্রতিরোধ কমাতে, দক্ষতা এবং গতি বাড়াতে ভ্যাকুয়াম পরিবেশের ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। তারপর থেকে হাইপারলুপ প্রযুক্তি উল্লেখযোগ্য মনোযোগ অর্জন করেছে। ভারত এবং চীনের মতো দেশে এটা নিয়ে ট্রায়াল চলছে। এটিকে জাতীয় উচ্চ গতির রেল নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিনোদন

সাইফ-কারিনার পুত্রদের অটোগ্রাফ দিলেন মোদি

বিনোদন ডেস্ক : চেয়ারে বসে কিছু লিখছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান। ইনস্টাগ্রামে কারিনা বেশ কিছু ছবি শেয়ার করেছেন, তার একটিতে এমন দৃশ্য দেখা যায়। রাজ কাপুরের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করতে যাচ্ছে কাপুর পরিবার। এতে আমন্ত্রণ জানাতে কাপুর পরিবারের সদস্যরা নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে দুই পুত্র তৈমুর ও জের জন্য মোদির অটোগ্রাফ নেন কারিনা কাপুর খান। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কারিনা কাপুর খান বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণ পেয়ে আমরা গভীরভাবে সম্মানিত বোধ করছি। আমাদের দাদা, কিংবদন্তি রাজ কাপুরের অসাধারণ জীবন এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করার জন্য কৃতজ্ঞ। বিশেষ একটি বিকাল উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ শ্রী মোদিজি। এই উদযাপনে আপনার আন্তরিকতা, সমর্থন আমাদের কাছে গোটা পৃথিবী।'' কারিনা কাপুর ছাড়াও মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কাপুর পরিবারের অনেকে।

মুক্তির অনুমতি পেল মেহজাবীনের 'প্রিয় মালতী'

বিনোদন ডেস্ক : বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ঘুরে ঘুরে প্রশংসিত হয়েছে সিনেমাটি। এবার নিজ দেশের দর্শকের সামনে আসার অপেক্ষা। কেটে গেল সেন্সর বাঁধা। খুব শিগগিরই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে মেহজাবীন চৌধুরীর সিনেমা 'প্রিয় মালতী'। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর সার্টিফিকেশন বোর্ড থেকে সেন্সর পেয়েছে ছবিটি। বোর্ড সদস্যরা 'ইউ' গ্রেডে ছাড়পত্র দিয়েছেন এটিকে। অর্থাৎ এটি সব বয়সের দর্শকের জন্য উন্মুক্ত। সিনেমাটির সেন্সর ছাড়পত্র দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চলচ্চিত্র সেন্সর সার্টিফিকেশন বোর্ডের উপ-পরিচালক মঈন উদ্দীন। তিনি বলেন, গত বৃহস্পতিবার সিনেমাটির প্রদর্শনী শেষে এটিকে 'ইউ' গ্রেডে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। আজ কিংবা কালকের মধ্যে ছাড়পত্র পেয়ে যাবেন পরিচালক। 'প্রিয় মালতী' ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন মেহজাবীন চৌধুরী। এতে তাকে দেখা যাবে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের একজন লড়াকু নারী চরিত্রে। 'প্রিয় মালতী' প্রযোজনা করেছে ফ্রেম পার সেকেন্ড। শঙ্খ দাশগুপ্তের গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় এতে আরও অভিনয় করেছেন নাদের চৌধুরী, আজাদ আবুল কালাম, শাহজাহান সম্রাট, রিজভী রিজুর মতো তারকারা। 'প্রিয় মালতী' মেহজাবীন অভিনীত দ্বিতীয় সিনেমা। এর আগে 'সাবা' সিনেমায় অভিনয় করেছেন মেহজাবীন।

'পুষ্পা ২'-এর প্রযোজককে দেয়া হলো মারার হুমকি

বিনোদন ডেস্ক : একের পর এক রেকর্ড ভেঙে চলেছে পুষ্পা ২: দ্য রুল। মাত্র চার দিনেই আটশো কোটি টাকার বেশি আয় করে ফেলেছে সিনেমাটি। তাও আবার দ্রুততম ভারতীয় সিনেমা হিসেবে। আলোচিত এই সিনেমাটি একদিকে যেমন বক্স অফিসের পাচ্ছে তুমুল সাফল্য, অন্যদিকে নানা রকম বিতর্কও নিচ্ছে পিছু। গত কয়েকদিন আগেই 'পুষ্পা-২' র প্রিমিয়ারে পদপিষ্ট হয়ে মারা গেছে শিশুসহ এক নারী। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। এছাড়া প্রেক্ষাগৃহে বিষাক্ত গ্যাস ছড়ানো, আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে এ ছবি নিয়ে। এদিকে এবার নতুন বিপদ ক্ষত্রিয় প্রতিবাদ। ছবির প্রযোজকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে আসরে নামতে চলেছেন রাজপুত নেতা 'রাজ শেখাওয়াত'। ছবিতে 'শেখাওয়াত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাতেই নাকি খেপেছে রাজপুত কুল। তাদের দাবিড় অপমান করা হয়েছে রাজপুত ক্ষত্রিয়দের। অভিযোগকারীদের হয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুখ খুলেছেন রাজ শেখাওয়াত। এক্সে এক ভিডিওবার্তায় তিনি হুমকি দিয়েছেনড় শেখাওয়াত উপাধিকে নেতিবাচকভাবে 'পুষ্পা ২'-তে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি ক্ষত্রিয়দের অপমান। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, শব্দটি ছবিতে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। শিগগিরই সরিয়ে না ফেললে প্রযোজককে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। এখানেই শেষ নয়; রাজ শেখাওয়াত উসকেছেন করণী সেনাদেরও। তিনি বলেন, বিনোদনের উপকরণ হিসেবে আরও একবার ক্ষত্রিয়রা অপমানিত। খুব দুর্বলভাবে 'শেখাওয়াত'দের দেখানো হয়েছে। আপনারা তৈরি থাকুন। আমাদের নির্দেশ না মানলে যে কোনো সময় প্রযোজককে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। প্রয়োজনে প্রযোজকের বাড়ির ভেতরে ঢুকে মারধর করারও হুমকি দিয়েছেন রাজ শেখাওয়াত। প্রসঙ্গত, পরিচালক সুকুমারের 'পুষ্পা ২' ছবিতে এসপি 'বনওয়ার সিংহ শেখাওয়াত'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ফহাদ ফাসিল।

অ্যাভেঞ্জার্স ডুমসডেতে ফিরছেন ক্রিস ইভান্স

বিনোদন ডেস্ক : মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্স আবারও সুপারহিরোদের মিলনমেলা ঘটিয়ে নতুন অ্যাভেঞ্জার্স নিয়ে আসতে চলেছে। এবারের কিস্তির নাম রাখা হয়েছে 'অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে'। এ সিনেমায় ফিরে আসবেন জনপ্রিয় সব সুপারহিরোরা। অনেক তারকাকে দেখা যাবে বিরতির পর অ্যাভেঞ্জার্স দিয়ে ফিরতে। তাদের অন্যতম একজন ক্রিস ইভান্স। হলিউড রিপোর্টার খবর দিয়েছে, তিনিও ফিরছেন নতুন অ্যাভেঞ্জার্সে। পৃথিবীর বুক থেকে কালো ছায়া দূর করতে সুপারহিরোদের লড়াইয়ে তিনিও অংশ নেবেন। ক্যাপ্টেন আমেরিকা চরিত্রে ক্রিস ইভান্সের জনপ্রিয়তা নতুন করে বলার কিছু নেই। তবে তিনি 'ডেডপুল' এবং 'উলভারিন' সিনেমায় জনি স্টর্ম/দ্য হিউম্যান টর্চ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সেটি ছিল ফক্স দ্বারা নির্মিত ফ্যান্টাস্টিক ফোর সিনেমাগুলোর পুনরাবৃত্তি। তাই এখন পর্যন্ত এটি স্পষ্ট নয় যে ইভান্স কোন চরিত্রে অ্যাভেঞ্জার্সে ফিরে আসবেন। তিনি কি ক্যাপ্টেন আমেরিকা হয়েই ফিরবেন নাকি জনি স্টর্ম

চরিত্রে- নিশ্চিত তথ্য মেলেনি। আপাতত ক্রিস ইভান্স ফিরছেন সুপারহিরো হয়ে এই খবরেই খুশি তার ভক্ত-অনুরাগীরা। মার্ভেল কমিকসের স্টিভ রজার্স চরিত্রটিই সুপারহিরো ক্যাপ্টেন আমেরিকা। ক্রিস ইভান্স একাধিকবার এই চরিত্রে কাজের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ২০১০ সালে তিনি প্রথম ক্যাপ্টেন আমেরিকা হতে রাজি হন এবং নির্বাচিতও হয়ে যান। ২০১১ সালে ইভান্সকে প্রথম ক্যাপ্টেন আমেরিকা চরিত্রে দেখা যায় 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা: দ্য ফার্স্ট অ্যাভেঞ্জার' ছবিতে। এরপর অনেক মার্ভেল সিনেমায় কাজ করেছেন। সর্বশেষ ২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া 'অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম' সিনেমায় দেখা যায় ক্যাপ্টেন আমেরিকা চরিত্রের স্টিভ রজার্স অবসর নেন। সেসময় তিনি আরেক সুপারহিরো ফ্যালকন চরিত্রের স্যাম উইলসনকে ক্যাপ্টেন আমেরিকার শিল্ড দিয়ে যান। সেই ছবিতে স্যাম উইলসনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অ্যান্থনি ম্যাকি। ২০১৯ এর পর আর মার্ভেলের সিনেমায় ক্রিস ইভান্সকে দেখা যায়নি।

সম্পর্কের ইতি টানছেন এমজিকে-মেগান ফক্স জুটি

বিনোদন ডেস্ক : হলিউড তারকা মেগান ফক্স। তিনি 'টিনেজ মিউট্যান্ট নিনজা টার্টলস' সিনেমার জন্য পরিচিত। আমেরিকান র‍্যাপার মেশিন গান কেল্লি (এমজিকে)-র সঙ্গে মেগানের সুখের বসবাস ছিল। তারা দম্পতি হিসেবে আলোচিত হলেও তাদের বিয়ের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি কখনো। নতুন খবর হলো, সম্প্রতি এমজিকের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টেনেছেন মেগান ফক্স। হলিউডভিত্তিক নানা গণমাধ্যমে এমন খবরই প্রকাশ হয়েছে। খবরে দাবি করা হয়েছে, এমজিকের ফোনে অন্য নারীদের সঙ্গে মেসেজ দেখেছেন মেগান। বিশেষ করে থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের ছুটিতে সময় কাটানোর সময় মেগান সন্দেহ করেন এমজিকে-কে। তার ফোন চেক করলে সেখানে তিনি অন্য নারীদের সঙ্গে এমজিকের মেসেজগুলো দেখতে পান। সেগুলোই তার রাগের কারণ। এরপরই তিনি সম্পর্ক ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা গেছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, এমজিকের অতীত নিয়ে মেগান দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতেন। তিনি সবসময় সন্দেহ করতেন যে এমজিকে অন্য নারীতে আসক্ত। তাদের সম্পর্কের উত্থান-পতন সত্ত্বেও মেগান সম্পর্ক ঠিক রাখতে অনেক চেষ্টা করছিলেন। তবে সম্প্রতি এমজিকের মেসেজগুলো দেখার পর তিনি নিয়ন্ত্রণ হারান। সম্পর্ক ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন। গেল নভেম্বরেই মেগান ও এমজিকে দম্পতি তাদের প্রথম সন্তানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। মেগান

বেবি বাম্পের ছবিও প্রকাশ করেছিলেন। তখন থেকেই অবশ্য তাদের সম্পর্ক তিক্ততায় প্রবেশ করেছে। তবে মেগান ক্রমাগতই এমজিকের পরনারীপ্রীতিতে হতাশ হয়ে পড়েন। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, মেগান নিজেকে শক্তিশালী এবং স্বাধীন নারী মনে করেন। তার মতে, অবিশ্বস্ত পুরুষ সঙ্গীর চেয়ে কেউ না থাকাই ভালো।

অভিমান করে দেবকে আনফলো করলো রুক্মিণী মৈত্র

বিনোদন ডেস্ক : ছবির গল্প থেকে ছবি হিটের ফর্মুলাড় বলিউড টলিউডের মধ্যে আদান-প্রদান চলতেই থাকে। এবার চর্চা শুরু দেব আর রুক্মিণী মৈত্রের মান-অভিমান নিয়ে। সেই অভিমানেই নাকি দেবকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনুসরণ করা বন্ধ করে দিয়েছেন রুক্মিণী। এই জায়গা থেকেই টলিপাড়ার কেউ কেউ দাবি করছেন, দেব আর তার 'দেবী'র এই বিচ্ছেদও নাকি সুপরিকল্পিত। ঘটনার সূত্রপাত একটি ভিডিও থেকে। 'খাদান' ছবির প্রচারে বেরিয়েছিলেন দেব, ইধিকা পাল, যিশু সেনগুপ্ত-সহ ছবির গোটা দল। ছবির নায়ক রসিকতা করে ক্যামেরার সামনে জানান, তিনি 'সিঙ্গেল (একলাই)' এই ভিডিওই নাকি দুই অভিনেতার

মনোমালিন্যের কারণ। জানা গেছে, এর পরেই আচমকা দেবকে 'আনফলো' করেন রুক্মিণী। অথচ ৩০তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দু'জনেই। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতার সৌজন্যে রুক্মিণীর দেওয়া উত্তরীয় দেবের গলায় পৌঁছেছে। সত্যিকারের মান-অভিমান থাকলে এই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়ার কথা উভয়েরই। কিন্তু সে দিন কোনও অস্বস্তি বা বিস্ময় তো ছিলই না বরং দেব-রুক্মিণী হাসতে হাসতে ঘটনা উপভোগ করেন। সত্যিই যদি কিছু সমস্যা থেকে থাকে, তা হলে রুক্মিণীকে অন্তত সে দিনের অনুষ্ঠানে ও ভাবে দেখা যেত না। যদিও পরে করতে আসরে নামেন অভিনেত্রীর সহকারী বলেন, দেবকে 'আনফলো' করার ঘটনাটি নাকি ভুলবশত ঘটে গিয়েছে।

শীত অতটা জেঁকে না বসলেও ফুটপাতে এরই মধ্যে শীতের কাপড়ের বেচা-বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। কোর্ট মোড়, খুলনা,

অতিথি পাখির কলকাকলিতে মুখর উকড়ির বিল

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : প্রকৃতিতে জানান দিয়েছে শীত। পুরো শীত মৌসুম জুড়ে অতিথি পাখির কলকাকলিতে মুখর থাকে উপজেলার উকড়ি বিল।শামুখ ভাঙ্গা,হাসপাখি, বক, রাঙা ময়ূরী, ছোট স্বরালী, সারশ, গাঙচিল, পানকৌড়ি, বকসহ নানা প্রজাতির দেশি-বিদেশি কয়েক হাজার পাখি। কখনও তারা দলবেধে জলকেলি খেলতে আবার কখনও মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াতে ব্যস্ত। কখনও আবার ব্যস্ত মাছ শিকারে। ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি পাখির এমন বিচরণ চোখে পড়ে উপজেলার করিঞ্চা গ্রামের উকড়ির বিলে। সরেজমিনে দেখা যায়, বিশাল জলরাশির মাঝে মাঝে শাপলা, শালুক আর পদ্মপাতা জন্মেছে অনেক আগে থেকেই। একটু নিরাপদ আশ্রয় ও খাদ্যের আশায় পাতার ফাঁকে ফাঁকে উকি দিচ্ছে বক, রাঙা ময়ূরী, ছোট স্বরালী, সারশ, গাঙচিল, পানকৌড়ি, বকসহ নানা প্রজাতির দেশি-বিদেশি হাজার হাজার পাখি।পাখিরা প্রতিবিছর শীতের শুরুতেই ভিনদেশ থেকে ডানায় ভর করে এখানে আসে একটু নিরাপদ আশ্রয় ও খাদ্যের আশায়। পাখিদের আগমনে উকড়ির বিল এখন অতিথি পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়। উকড়ি বিলের আয়তন প্রায় ২২৫ একর। এই বিলে বর্তমানে পাখি রয়েছে ২০ থেকে ২৫ প্রজাতির।পাশের গ্রাম থেকে বিলে ঘুরতে আসা সাব্বির হোসেন বলেন, দিনভর বিলের বিভিন্ন প্রান্তে শামুক ও মাছ শিকার করে পাখিরা কলকাকলিতে মুখরিত করে রাখে পুরো এলাকা। পাখির কিচিরমিচির শব্দ মন কাড়ে পাখি প্রেমিদের। এই দৃশ্য দেখতে প্রায় প্রতিদিন আসি। এখানে ঘোরার জন্য রয়েছে নৌকার ব্যবস্থাও।ভবনগর গ্রামের প্রকৃতি প্রেমি নাজমুল হোসেন জানান, এই বিলে পাখিদের ওপর কোনো অত্যাচার হয় না। যার কারণে শীত প্রধান দেশ থেকে এই মৌসুমে বেশি পাখি আসে। এই শীতে এখানে গাঙচিল, সড়াইল, কাইয়ুমসহ আরও নাম না জানা অনেক পাখি দেখা যায় বিলের পাহারাদাররা বলেন, বিলে যখন মাছ চাষ হত না তখন শিকারিরা পাখি শিকার করতে আসতো। কিন্তু যখন মাছ চাষের আওতায় আসে এবং কবীর হোসেন ইজারা নেয় তারপর থেকে শিকারিরা আর পাখি শিকার করতে আসে না। কবীর ভাইয়ের নির্দেশ, যদি কেউ পাখি শিকার করতে আসে তাহলে বাধা দিয়ে প্রশাসককে জানাতে। জায়গাটা নিরাপদ হওয়ায় শীতে এখানে অনেক পাখি আসে। হাঁসপাখি,কাঁদাখোঁচা পাখিসহ ১৫/২০ রকমের পাখি আসে। উকড়ির বিলের ইজারাদার কবীর হোসেন বলেন, নিজের ভালো লাগার জায়গা থেকে পাখিদের এই নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। প্রথমে যখন বিদেশি পাখি গুলো আসতো, তখন অনেক পাখি-শিকারি আসতো,পাখি শিকার করতো। তখন চিন্তা করি, শিকার বন্ধ না করলে পাখি গুলো নিরাপদ আশ্রয় মনে করবে না। এরপর আমি ব্যবস্থা নিয়ে শিকারিদের আসা বন্ধ করি। এখন পাখিদের কেউ একটি ঢিলও মারতে পারে না।

নিরাপদ আশ্রয়ের কারণে পাখিগুলো শুধু শীতকালে নয় এখন সারা বছর এই বিলে থাকতে শুরু করেছে।

তিনি আরও বলেন, এই বিলে ১৫ থেকে ২০ প্রজাতির পাখি বসবাস করছে। শীতের এই মৌসুমে পাখি গুলো বিলে আসে। এখানে নিরাপদ এবং পর্যাপ্ত খাবার থাকায় অনেক পাখি গরমকালেও এই জায়গা ছেড়ে যায় না। বিলের আশপাশে সবুজ থাকলে তারা বেশি স্বাচ্ছ্যন্দবোধ করে। পাখি গুলো সন্ধ্যা হলেই পদ্মপাতার আড়ালে এবং আশপাশের গাছে থাকে। সকাল হলেই আবার বিলে চলে আসে। পাখিদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করতে পেরে সত্যিই অনেক ভালো লাগে।

বীরগঞ্জে মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান

বীরগঞ্জ, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের বীরগঞ্জে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার বিশেষ উপবৃত্তির টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে বীরগঞ্জ উপজেলার ৭নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের লক্ষীপুর সিডিপি কার্যালয়ে গুড নেইবারস্ বাংলাদেশ, বীরগঞ্জ সিডিপির আয়োজনে ১১ জন শিক্ষার্থীকে উচ্চ শিক্ষার বিশেষ উপবৃত্তির ১০ হাজার টাকা করে হস্তান্তর করা হয়। গুড নেইবারস্ বাংলাদেশ সিডিসির সভাপতি প্রফুল্ল কর্মকার এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক একাডেমিক সুপারভাইজার মোঃ আবুল কালাম আজাদ। প্রধান অতিথি বলেন, এ সহায়তার টাকা গুলো কাজে লাগিয়ে, নিজের সফলতা অর্জন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। নিজেদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুললে সকলের কর্মসংস্থান হবে। অভিভাবকদের বলেন মেয়ে শিক্ষার্থীদের বাল্যবিবাহ কোনো ভাবেই দিবেন না। তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠন করে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিবেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, সিডিপি প্রোগ্রাম অফিসার সাইফুল ইসলাম, সিডিপি এডমিন অফিসার মোঃ আশিকুর রহমান, অভিভাবক বৃন্দ সহ আরও অনেকে। শিক্ষার্থীরা হলেন নিতী শীল, শান্ত দেবনাথ, সৃষ্টি রায়, হাবিবা আকতার, তাপস শীল, আশিক শীল, সুমি রায়, মিতু রায়, মৌসুমি আকতার, সৃতি কর্মকার, ঈশিতা রায়।

নড়াইলে অবৈধ ইটভাটা গুড়িয়ে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর

নড়াইল প্রতিনিধি : নড়াইলে তিনটি অবৈধ ভাটা গুড়িয়ে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। গত মঙ্গলবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার তিনটি ইটভাটা সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেয়া হয়। গুড়িয়ে দেয়া ইটভাটাগুলো হলো-লোহাগড়ার মানিকগঞ্জ বাজার এলাকার সনাতন পদ্ধতির ড্রাম চিমনি বিশিষ্ট স্টোন ইটভাটা এবং শিয়রবর বাজার এলাকার সুরমা ও সততা ইটভাটা। এসব ভাটার সব কাচা ইট ভেঙ্গে ফেলা হয়। এছাড়া ভাটার চুল্লি গুড়িয়ে ফায়ার সার্ভিসের সাহায্যে পানি দিয়ে চুল্লির আগুন নিভিয়ে সব কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন-পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগের উপ-পরিচালক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসিফুর রহমান, নড়াইল জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল মালেক মিয়া এসআই তরিকুল ইসলাম, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষাবাহিনীর নড়াইল সদর উপজেলা প্রশিক্ষক শুভ মালাকারসহ সেনাবাহিনী, পুলিশ প্রশাসন, ব্যাটালিয়ন আনসার এবং ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। পর্যায়ক্রমে অবৈধ ইটভাটাগুলোও গুড়িয়ে দেয়া হবে জানিয়েছেন পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগের উপ-পরিচালক আসিফুর রহমান।

দিঘলিয়ার ইব্রাহিম সরদার সবজি চাষে সফল

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : শীতকালীন সবজি চাষ করে মাসে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় করছেন দিঘলিয়ার ইব্রাহিম সরদার। প্রায় পৌনে ২৫ কাঠা জমিতে বিভিন্ন সবজি চাষ করেছেন তিনি। তাঁকে দেখে পার্শ্ববর্তী এলাকার বেকার যুবকেরা আগ্রহী হয়ে উঠছেন সবজি চাষে। ইব্রাহিম সরদার দিঘলিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি নিজ বাড়িতে থেকেই এখানেই চাষাবাদ করছেন। ২৫ কাঠা জমিতে বরবটি, কলমি, লালশাক, মূলা, পালং শাক, সবুজ শাক, ধনে পাতাসহ বিভিন্ন সবজির চাষ করেছেন। ইব্রাহিম সরদার এ প্রতিবেদককে বলেন, দিঘলিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের সামনের সড়কের পূর্ব পাশে প্রায় ২৫ কাঠা জমি রয়েছে। ওই জমিতে বরবটি, লালশাক, পালং শাক, সবুজ শাক, কলমি শাক, মূলা, ধনিয়া শাকসহ বিভিন্ন শীতকালীন সবজি চাষ করেছি। এ বছর বরবটি ও কলমি শাক দিয়ে বিক্রয় যাত্রা শুরু করেছি। এ ছাড়া প্রচুর লাল শাক ও পালং শাক হয়েছে। এ শাক এখনও বিক্রি শুরু করিনি। ইব্রাহিম সরদার আরও বলেন, বছর দুই আগে আমি এ জমিতে সবজি চাষ শুরু করি। রাস্তার পার্শ্বে জমি থাকায় সবজি চাষের পরিকল্পনা শুরু করি। ধীরে ধীরে সবজি খেতের পরিমাণ বাড়াতে থাকি। প্রতিদিন সবজি খেত পরিচর্যা করতে হচ্ছে। কাজের চাপ বাড়লে দৈনিক মজুরিতে লোক নেওয়া হয়। সবজি বিক্রি করে উৎপাদন ও পরিবহন খরচ বাদ দিয়ে ভালোভাবেই সংসার চলছে। জমি চাষ, বীজ ক্রয় ও বপনসহ সেচ খরচ বাবদ ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বীজ ও কীটনাশক বাকীতে আনা। যা উৎপাদিত সবজি বিক্রি করে আস্তে আস্তে কিস্তিতে পরিশোধ করা লাগবে। খেতে উৎপাদিত শাক সবজি পার্শ্ববর্তী দৌলতপুর, পথেরবাজার, নোগরঘাট, উপজেলা মোড়, সেনহাটি বাজারসহ বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করেন। সবজির ফলন ভালো হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে। কিছু কিছু সবজি পাইকারি বিক্রি করা হচ্ছে এবং আগামীতে বিক্রি হবে। তবে বরবটি গাছে পচন ধরেছে। প্রতিরোধে ঔষুধ স্প্রে করা হচ্ছে। বরবটি গাছে বেশ ফলন এসেছে। ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কামাল হোসেনকে ফোন দিলে তিনি খেতে এসে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ কামাল হোসেন বলেন, এ বছর শেষ সময় এসে প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে সকল প্রকার কৃষকদের পাশাপাশি সবজি চাষিরা ব্যাপক ক্ষতির সন্মুখিন হয়েছেন। যা পূরণ হওয়ার নয়। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ কিশোর আহমেদ এ প্রতিবেদককে জানান, সফল সবজি চাষি ইব্রাহিম সরদারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জনবল সংকট ধুঁকে-ধুঁকে চলছে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

পাইকগাছা, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার পাইকগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মাত্র ৪জন চিকিৎসক দিয়ে চলছে সার্বিক চিকিৎসা কার্যক্রম। চিকিৎসক ও জনবল সংকটে হাসপাতালের স্বাভাবিক চিকিৎসা কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সুন্দরবন উপকূলীয় জনপদের প্রায় সাড়ে ৪ লাখ মানুষের জন্য ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ব্যস্ততম হাসপাতালটির ইনডোর, আউটডোর, নাইট ডিউটি, জরুরী বিভাগসহ সকল ক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম নিশ্চিত করতে মাত্র ৪ জন চিকিৎসকের পক্ষে রীতিমত দূরুহ হয়ে পড়েছে। পাইকগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল হলেও এখানে সার্বক্ষণিক ৮০ থেকে ১১০ জন রোগী ভর্তি থাকেন। কখনো আবার রোগীর সংখ্যা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, বেড সংকুলান না হওয়ায় বারান্দা ছাপিয়ে সিঁড়িতে পর্যন্ত থাকতে বাধ্য হন রোগীরা। জনবল বলতে গেলে ১০ শয্যা বিশিষ্ট। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানান, বেড অ্যাকুপাংসি ১৫০% থেকে ১৬০%। আউটডোরে নিয়মিত রোগীর সংখ্যা থাকে ৪ থেকে সাড়ে ৪ শত জন। সূত্র জানায়, প্রায় সাড়ে ৪ লাখ অধিবাসীর বসবাস এ উপজেলায়। পাইকগাছা ছাড়াও আশেপাশের জেলা সাতক্ষীরার আশাশুনি ও তালা উপজেলা, খুলনার দাকোপ, চালনা থেকেও এ হাসপাতালটিতে চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন রোগী সাধারণ। চিকিৎসক ও জনবল সংকটে এত বিপুল সংখ্যক জন মানুষের চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে রীতিমত হিমশিম খেতে হচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। জানাযায়, হাসপাতালে জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারি), পেডিয়াট্রিক্স, ইএনটি, অর্থো, সার্জারী, কার্ডিওলজি, অফথালমোলজি, স্কীন এন্ড ভিডিসহ গুরুত্বপূর্ণ ৯টি চিকিৎসকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। ২৪ জন চিকিৎসকের পদ থাকলেও শূণ্য আছে ১৭ টি। কর্মরত ৭ জন চিকিৎসক এর মধ্যে অন্য হাসপাতালে ৩ জন ডাক্তার সংযুক্তিতে কর্মরত রয়েছেন। ইতোমধ্যে নতুন আরেকজনের সংযুক্তি অর্ডার হয়েছে। এছাড়া, স্বাস্থ্য সহকারীর বেশির ভাগ পদ দীর্ঘদিন শূন্য থাকার পাশাপাশি আল্ট্রাসনোলজিস্ট, মালী ও ড্রাইভার না থাকায় অ্যাম্বুলেন্স সেবাও পাচ্ছে না জনগণ। অত্র কমপ্লেক্সের যেখানে মোট কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা ১৯৪ জন, সেখানে রয়েছে মাত্র ১০১ জন। দীর্ঘদিন ৯৩টি পদ শূণ্য থাকায় হাসপাতালে চিকিৎসা সেবায় এ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলেও জানান কর্তৃপক্ষ। এদিকে ডাক্তার ও জনবল সংকটের পাশাপাশি রয়েছে সার্জারি যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা। প্রতিটি ওয়ার্ডে অপরিচ্ছন্নতা, পানি, বিদ্যুতের সমস্যা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত বাথরুম, খাবারে অনিয়মসহ নানা সমস্যায় হাসপাতালটি যেন আজ নিজেই রোগী। দীর্ঘদিন বন্ধ রয়েছে এক্সরে, আল্টাসোনোগ্রাম কার্যক্রম। তেলের অভাবে ঠিকমত চলেনা জেনারেটর। গত ৫ মাস যাবৎ বন্ধ রয়েছে হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স সেবা।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার ১০ টি ইউনিয়ন, একটি পৌরসভা ও পাইকগাছা উপজেলায় অন্তত পাঁচ লাক্ষাধিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় একমাত্র সরকারি হাসপাতাল এটি। ২০১৫ সালের ৩মার্চ ৩১ শয্যার হাসপাতালটি ৫০ শয্যায় উন্নীত হলেও সেবার মান বাড়েনি। দেওয়া হয়নি চাহিদামতো জনবল। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হাসপতালের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার একমাত্র পদটি পূরণ রয়েছে। এছাড়া জুনিয়ার কনসালটেন্ট ১১টি পদের বিপরীতে কর্মরত রয়েছেন ২জন। আবাসিক মেডিকেল অফিসারের পদ ১টি বর্তমানে শূন্য রয়েছে। মেডিকেল অফিসার এর ৭টি পদে কর্মরত রয়েছেন ৩জন। ডেন্টাল সার্জন এর ২টি পদে ১ জন কর্মরত রয়েছেন। একটি মাত্র নার্সিং সুপার ভাইজারের পদটি শূন্য রয়েছে।

বরিশালে পেন্টা ভ্যালেন্ট ও পিসিভি টিকা

বরিশাল প্রতিনিধি : নবজাতক শিশুদের পাঁচটি রোগের প্রতিষেধক পেন্টা ভ্যালেন্ট ও পিসিভি টিকা নেই গোটা বরিশালে। বিগত একমাস ধরে টিকা সংকটের কারণে প্রতিদিন সরকারি হাসপাতাল ও টিকাদান কেন্দ্রে গিয়ে ভোগান্তিতে পরেছেন অভিভাবকরা। যথাসময়ে টিকা দিতে না পারায় টিকার কার্যকারিতা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা ভেবে মহাদুশ্চিন্তায় পরেছেন নবজাতক শিশুদের অভিভাবকরা। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, নবজাতকদের এই টিকা নির্ধারিত কেন্দ্রের বাহিরে পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। যেকারণে নবজাতকদের টিকা কার্যক্রম পরেছে অনিশ্চয়তার মধ্যে। কবে নাগাদ টিকা কার্যক্রম স্বাভাবিক হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন তথ্যও মিলছে না। সূত্রমতে, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) আওতায় জন্মের পর থেকে ২৩ মাস বয়সের মধ্যে ১০টি বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক হিসেবে শিশুদের সাত ধরনের টিকা দেওয়া হয়। টিকাগুলো হলো-বিসিজি, ওপিডি বা পোলিও, আইপিভি, পিসিভি, পেন্টা ভ্যালেন্ট, এমআর-১ ও এমআর-২। এরমধ্যে গত একমাস ধরে পিসিভি ও পেন্টা ভ্যালেন্ট পাওয়া যাচ্ছেনা। বরিশাল সদর হাসপাতালে টিকাদান কর্মসূচীর সেবিকারা জানিয়েছেন, প্রতিদিন হাসপাতালে দুইশ' নবজাতক শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। কিন্তু টিকা না থাকায় শিশুদের টিকা দেয়া যাচ্ছেনা। টিকা না পেয়ে অভিভাবকরা হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। নির্দিষ্ট সময় টিকা দিতে না পারায় অভিভাবকরা অনেকটা শংকিত হয়ে পড়েছেন। সেবিকারা আরও জানিয়েছেন, এসব টিকা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়।

দৌলতপুরে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের এর অনুষ্ঠিত ভাবে উদ্বোধন করা হয়। বিকাল সাড়ে তিনটায় উপজেলা বড়গাংদিয়া ফুটবল মাঠে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের পৃষ্ঠপোষক,বিএনপি নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী,মো: নুরুজ্জামান হাবলু মোল্লার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি থেকে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন ও বক্তব্য রাখেন, দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মো: আব্দুল হাই সিদ্দিকী,বিশেষ অতিথি থেকে বক্তব্য রাখেন, দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মো: নাজমুল হুদা, বিএনপি নেতা সাবেক চেয়ারম্যান মো: আকবর আলি,দৌলতপুর মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মো: ফরহাদ হোসেন,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক বিএনপি নেতা মো: রমজান আলী , আসাদুজ্জামান আসাদ মো: কামরুল ইসলাম, মো: মোখলেসুর রহমান মিন্টু,মো: আজিজুর রহমান আজিজ,মো: রবিউল ইসলাম।মাশব্যাপী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করবে বলে জানা গেছে। উদ্বোধনী খেলায় হোসেনাবাদ মিতালী সংঘ গাংনীর কুঞ্জনগর মিতালী সংঘ কে ২/০ এ পরাজিত করে।

ভাণ্ডারিয়ায় দিনের বেলায় ডাকাতি আটক ১

পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলা সদরে দিনের বেলায় দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। ডাকাত দল উপজেলার মহিলা কলেজ এলাকায় গত মঙ্গলবার দুপুরে কুয়েত প্রবাসী শাহাদাৎ চাপরাশীর বাড়ীতে ডাকাতি করে নগদ ৩ লাখ টাকা এবং ৬ লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে যায়। স্থানীয়রা সেলীম বেপারী (৫৫) নামে একজনকে ডাকাত সন্দেহে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। সেলিম মাদারীপুর জেলার কুনিয়া গ্রামের ইস্কান্দার বেপারীর ছেলে। নয প্রবাসীর স্ত্রী শ্যামলী বেগম জানান, বাসা তালা দিয়ে তিনি বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলে গেলে গত মঙ্গলবার দুপুর আনুমানিক ১টার দিকে ৫-৬ জনের একদল ডাকাত দরজার হ্যাজবল কেটে ভেতরে ঢুকে আলমারী ভেঙে নগদ ৩ লক্ষ টাকা, ৬ ভরি স্বর্ণালঙ্কারসহ মূল্যবান মালামাল লুট করে। ডাকাতদল বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় পাশের ফ্লাটে থাকা শ্যামলীর বড় বোন স্কুল শিক্ষক কাকলির সামনে পড়লে সে ডাক চিৎকার দিলে স্থানী-য়রা ধাওয়া করে সেলীম বেপারী নামে এক ডাকাতকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। ভান্ডারিয়া থানার এসআই জাফরুল জানান, ধৃত সেলীম বেপারী পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে এক নারীসহ তার সঙ্গে আরও ৪ ব্যক্তি ছিল। তারা নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পালিয়ে গেছে। উল্লেখ্য গত শনিবার রাতে ডাকাতি প্রস্তুতিকালে উপজেলা টিএন্ডটি সড়ক থেকে অবসর প্রাপ্ত সেনা সদস্য মোঃ জালাল উদ্দিন খান, চাকুরীচ্যুত পুলিশ সদস্য মো. শেখ ফরিদ ও শিপন আলী সোহেল নামে ৩ ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে। এরা র‌্যাব সেজে ডাকাতি করত এবং সবাই আন্তঃ জেলা ডাকাতদলের সদস্য।

বেগমগঞ্জ স্কাউট কর্তৃক অরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে উপজেলা স্কাউট কর্তৃক ৬৬৩ ও ৬৬৪ তম প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাঝে একদিনের অরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল গনিপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এই অরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। লাউতলি উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেনের সঞ্চালনায় ও আরিফুর রহমানের সভাপতিত্বে অরিয়েন্টেশনের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আমি তোমাকে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন স্কাউট কমিটির সভাপতি ও বেগমগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুর রহমান।

রাজারহাটে শৈত প্রবাহে মানুষ জুবুথুবু

রাজারহাট, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার মানুষ শৈতপ্রবাহে জুবুথুবু হয়ে পড়েছে। ঘন কুয়াশা আর কনকনে শীতে মানুষ কাহিল হয়েছে। গত দুই দিন ধরে ঘন কুয়াশার চাদরে সূর্য ঢেকে যাওয়ায় দিনের বেশীর ভাগ সময় সূর্যের মুখ দেখা যায় না। শীতের দাপটে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মান ব্যাহত হয়ে পড়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ৯টায় রাজারহাট উপজেলা এ অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা গত মঙ্গলবার ছিল ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাজারহাট কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার জানায়, আকাশে ঘন মেঘ থাকায় আগামী ২৪ ঘন্টা সূর্যে দেখা না মেলার কমু সম্ভাবনা রয়েছে। শীতের তীব্রতায় বিপাকে পড়েছে কৃষি শ্রমিক ও স্বল্প আয়ের খেটে খাওয়া মানুষজন। তীব্র ঠান্ডায় অনেকেই খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টাও করছে। সারাদিনেই তাপমাত্রা কম থাকে। সন্ধ্যার ৭টার পর থেকে পরদিন দুপুর ১২টা পর্যন্ত শীতের তীব্রতা বেশী অনুভুত হয়। ঠান্ডায় মানুষ কাবু হয়ে যাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। রাজারহাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আউট ডোরে প্রতিদিন সর্দি-জ্বর নিয়ে এসে মানুষ চিকিৎসা নিচ্ছে। তবে ঠান্ডায় মারা যাওয়ার তথ্য হাসপাতালে নেই বলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ মিজানুর রহমান জানিয়েছেন। উপজেলার বিদ্যানন্দ ইউনিয়নের অটোচালক সাজু মিয়া বলেন, কয়েকদিন থেকে খুব ঠান্ডা। আজ আরও বেশি ঠান্ডা। হাত পা বরফ হয়ে যায়। ঠান্ডার কারণে অটোর হেন্ডেল ধরা যায় না। চাকিরপশার ইউনিয়নের চাকিরপশার তালুক গ্রামের দুলু মিয়া বলেন, বিছন(বীজ ধান) ধান ফেলার জায়গা তৈরির কাজ করছি।

পানিতে হাতে দেয়া যায় না, এতো ঠান্ডা। কি ঠান্ড কি গরম। হামার কাজ ছাড়া উপায় নাই। রাজারহাট কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুবল চন্দ্র সরকার বলেন, গত দুই সপ্তাহ থেকে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২-১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উঠা-নামা করছে। এ মাসের ১৫ তারিখের পর শৈত্যপ্রবাহ এ জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হিলিতে কৃষকদের ধানের বীজ বিতরণ

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের হাকিমপুর হিলি উপজেলায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের চলতি রবি মৌসুমে বোর ধানের হাইব্রিড জাতের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে হাইব্রিড ধানের বীজ বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেল তিনটায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে কৃষি অফিস চত্বরে উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে এই বীজ বিতরণ উদ্বোধন করা হয়। হাইব্রিড বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অমিত রায়, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোছা. আরজেনা বেগম, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মেজবাহুর রহমান, প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ। এসময় স্বাগত বক্তব্যে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আরজেনা বেগম জানান, কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে হাইব্রিড ধানের বীজ বিতরণ করা হয়। তিনি আরও জানান, এ বছর হাকিমপুর উপজেলায় ১০০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে প্রতি জনকে হাইব্রিড ধানের বীজ ২ কেজি করে দেওয়া হয়েছে।

জিয়ানগরে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত

জিয়ানগর, পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো শহীদ ওয়াসিম স্মৃতি ১৮ দলীয় নাইট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০২৪। গত মঙ্গলবার রাতে জিয়ানগর উপজেলার হাজীবাড়ী সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে মুখোমুখি হয় মৃধারহাট স্পোর্টিং ক্লাব ও জিয়ানগর প্রবাসী ক্রিকেট একাদশ। প্রথমে ব্যাট করে মৃধারহাট স্পোর্টিং ক্লাব ১০৫ রান সংগ্রহ করে। জবাবে জিয়ানগর প্রবাসী ক্রিকেট একাদশ ১০০ রানে থেমে যায়। ৫ রানের ব্যবধানে মৃধারহাট স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়। উক্ত ফাইনাল খেলায় জিয়ানগর বাজার বণিক সমিতির সহ সভাপতি আব্দুল হালিম মাতুব্বার এর সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জিয়ানগর উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি যুবনেতা মোঃ শাহিদুল ইসলাম শহিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাবেক ছাত্রনেতা মোঃ মিজানুর রহমান মাতুব্বর, উপজেলা ছাত্রদল আহ্বায়ক মোঃ আল-আমিন হোসেন , উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মোঃ জুয়েল রানা, উপজেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক মোঃ রাকিবুল ইসলাম, উপজেলা জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল হাওলাদার, এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ আসাদ হাওলাদার। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মেহেদী হাসান, দপ্তর সম্পাদক, উপজেলা জাসাস। রায়গঞ্জে ফসলী জমিতে মাটি কাটায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি ঃ সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে ফসলি জমি থেকে মাটি কাটার অভিযোগে ভ্রাম্যমান আদালতে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। গতকাল দুপুর ১ টায় উপজেলা রৌহা উত্তরপাড়া ফসলী জমিতে মাটি উত্তোলনের দায়ে রায়গঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) খাদিজা খাতুনের ভ্রাম্যমান আদালত ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নের ঝাপড়া কালিচরণ গ্রামের আলতাব হোসেনের পুত্র সাহাদত হোসেন (৪০)। বালু মহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের ২০১০ এর ৪ ধারা মতে ঐ অর্থদন্ড আদায় করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান আদালতকে রায়গঞ্জ থানা পুলিশ সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করেন।

ধামইরহাটে জলবায়ু সহনশীল বিষয়ক মতবিনিময়

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর ধামইরহাটে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালন ব্যবস্থা ও জলবায়ু সহনশীল পানি ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়নে এক মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ১০ টায় উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে উপজেলা প্রশাসন ও ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র আয়োজনে এবং সুইজারল্যান্ড ওয়াটার ও সুইচকন্টাক্ট বাংলাদেশের সহযোগীতায় মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন-উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. তৌফিক আল জুবায়ের, উপজেলা মৎস অফিসার আইয়ুব আলী, ভারপ্রাপ্ত উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সামসুল ইসলাম, ইএসডিও প্রকল্প ব্যবস্থাপক পজিদুর রহমান, উপজেলা কো-অর্ডিনেটর রওশন জামাল, পৌর কো-অর্ডিনেটর দুলাল হোসেন, ইউপি চেয়ারম্যান মাহফুজুল আলম লাকী, মোসাদ্দেকুর রহমান সহ ইএসডিও'র প্রতিনিধি, উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ,প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ইউপি সদস্য ও ইউডিসির উদ্যোক্তাগণ। উক্ত কর্মশালায় সভাপতি তার বক্তব্যে ইউএনও মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'আমরা বাসাবাড়িতে প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যবহার করে যেখানে সেখানে ফেলে দিই। পরবর্তিতে এগুলোর কারণে আমাদের ড্রেনেজ সিস্টেম নষ্ট হয় এবং পানি জমে প্রচুর পরিমাণ ডেঙ্গু মশার লার্ভা জন্ম নেয়। এ কারণে জনজীবন অনেক ক্ষেত্রে মারাত্বক হুমকির মুখে পড়ছে, এসব বিষয়ে এখন আমাদের সচেতন হওয়ার মূখ্যম সময়। আমরা সবাই সচেতন হলে, একটা সুন্দর বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব।' তিনি বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নের উপরেও গুরুত্বারোপ করেন।

মাছ রক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তায় মৎস্যজীবিরা

এফএনএস (চাটমোহর, পাবনা) : পাবনার চাটমোহর উপজেলার বিলকুড়ালিয়া বিলের ও অভয়াশ্রমের মাছ রক্ষা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বিলপাড়ের মৎস্যজীবিরা। বিলের মাছ বাউতের (দলবদ্ধভাবে মাছ ধরা) নামে লুটপাট করার আয়োজন চলছে বলে মৎস্যজীবিদের অভিযোগ। জানা গেছে,গত মঙ্গলবার সকালে বিলের মাছ ধরার জন্য বাউতে যোগ দেয় শত শত মানুষ। তাদের প্রতিরোধ করতে বিলপাড়ের মৎস্যজীবিরা তীর ধনুক ও লাঠিসোটা নিয়ে বিলে অবস্থান নেন। এসময় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

তিন দিন দেখা নেই সূর্যের

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : ঘন কুয়াশায় আচ্ছাদিত থাকছে চাটমোহরসহ চলনবিল অঞ্চল। প্রায় দিনভর থাকছে কুয়াশার দাপট। কুয়াশার সাথে যোগ হয়েছে হিমেল হাওয়া। ফলে অনুভূত হচ্ছে তীব্র শীত। সকাল ১০টা পর্যন্ত যানবাহন চলাচল করছে হেড লাইট জ্বলিয়ে। সকালের ঘন কুয়াশায় পুরো অঞ্চল ঢেকে থাকছে। গত সোম থেকে গতকাল বুধবার সারা দিনেই দেখা মেলেনি সূর্যের। এতে বেড়েছে শীতের তীব্রতা। ঘন কুয়াশা উপেক্ষা করেকাজের খোঁজে ছুটিছেন দিনমজুররা। শীতে জবুথবু চলনবিল। তাপমাত্রা কমছে প্রতিদিন। ফলে শীতের তীব্রতা আরও বেড়েছে। গতকাল বুধবার চাটমোহরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৪ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছিল ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। গতকাল বুধবারও সারা দিনেও এ অঞ্চলে সূর্যের দেখা মেলেনি। সন্ধ্যার পরই কুয়াশায় ঢেকে যায় চারপাশ। রাত ১০টার পর তো দৃষ্টিসীমা ২০ মিটারের নিচে নেমে যায়। সড়ক-মহাসড়কে গতি কমিয়ে চলাচল করেছে যানবাহন। গতকালও কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল চারপাশ। আবহাওয়া দপ্তরের মতে তাপমাত্রা আরো কিছুটা কমতে পারে।'হতে পারে শৈত্যপ্রবাহ। এদিকে শীত নামলেও চাটমোহরসহ চলনবিল অঞ্চলে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সরকারিভাবে শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা হয়নি। এখনো কোনো বরাদ্দ আসেনি বলে জানিয়েছেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার দপ্তর।

মাধবপুরের সর্বত্র নিষিদ্ধ পলিথিনে সয়লাব

মাধবপুর, হবিগঞ্জ প্রতিনিধি : হবিগঞ্জের মাধবপুর বাজারের সর্বত্র অবাধে চলছে নিষিদ্ধ পলিথিন এবং পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগের ব্যবহার। সরকার দেশের বাজারে পলিথিন এবং পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করলেও এক শ্রেনীর অসাধু ব্যবসায়ী সরকারের এ নিষেধাজ্ঞাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে প্রকাশ্যেই বিক্রি ও ব্যবহার করে যাচ্ছে। মাধবপুরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায় ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্যেই নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগে মাছ, মাংস ও সবজিসহ সব ধরনের পণ্য বিক্রি করছেন। ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ মানছেন না পলিথিন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা। বিকল্প সামগ্রী ব্যয়বহুল হওয়ায় বাধ্য হয়েই পলিথিন ব্যবহার করতে হচ্ছে বলে জানান ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা। মাধবপুর বাজারের আলু ব্যবসায়ী রেনু মিয়া বলেন, '৪-৫ দিন দোকানদারি করে দেখেছি, পলিথিন ছাড়া বিক্রি করলে বসে থাকা লাগে।

পাশের বিক্রেতারা সবাই পলিথিন দেয়। দিশা না পেয়ে স্বপর বাবুর দোকান থেকে পলিথিন কিনে এনে এখন বিক্রি করছি। সবজি ব্যবসায়ী রহমত আলী জানান-মাধবপুর বাজারে পরেশ পাল, সুজিত পালের দোকান থেকে চড়া দামে পলিথিন এনে সবজি বিক্রি করতে হয়।

জনৈক ব্যবসায়ী নাম প্রকাশ না করার সত্তে জানান পাইকারী বিক্রিতে বানেশ্বরের সোহাগ মিয়া, গোয়ালনগরের রইছউদ্দিন, মহন মিয়া, টুক্কু মিয়া ও মুছা মিয়া শাহজীবাজার একটি ফ্যাক্টরি থেকে পলি ব্যাগ করে গুদামজাত করে।

বাড়ির উঠানে বসে চাদর তৈরির জন্য নাটাইয়ে সুতা ভরছেন আনজুয়ারা বেওয়া। বুড়ইল গ্রাম, কাহালু, বগুড়া।

২০৩০ ফিফা বিশ্বকাপের আয়োজক হচ্ছে ছয় দেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিতে যাচ্ছে ২০৩০ বিশ্বকাপের আয়োজক দেশের নাম। ফিফার বর্ধিত সভায় বিশ্বকাপ আয়োজক হিসেবে স্পেন, পর্তুগাল এবং মরক্কোর নাম ঘোষণা করা হবে। তবে বিশ্বকাপের শতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ এই আসরের তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে এবং প্যারাগুয়েতে। ঐতিহাসিক গুরুত্ব পাচ্ছে ২০৩০ বিশ্বকাপ। ১৯৩০ সালে উরুগুয়েতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বিশ্বকাপ। শতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ আকর্ষণ পাচ্ছে এই আয়োজন। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় এটি ইউরোপ, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা মিলে প্রথমবারের মতো তিন মহাদেশে আয়োজন করা হবে। এতে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের আয়োজক হচ্ছে পর্তুগাল। এ ছাড়া ১৯৮২ সালে শেষবার বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল স্পেন। ৪২ বছর পর আবারও বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ পেয়েছে তারা। একই দিন ফিফা ২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজক দেশের নামও ঘোষণা করবে। এই আসরের এককভাবে আয়োজক হবে সৌদি আরব। ওশেনিয়া অঞ্চল থেকে কোনো আবেদন না করায় সৌদি আরবের আয়োজক হওয়া একেবারে নিশ্চিত।

ব্রাজিল বিশ্বকাপ শুরুর সময় নির্ধারণ করল ফিফা

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৭ সালে ব্রাজিলে পর্দা উঠবে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসরের। প্রথমবারের মতো লাতিন আমেরিকার কোনো দেশে মাঠে গড়াবে নারী বিশ্বকাপের আসর। এই টুর্নামেন্টের শুরুর এবং শেষের তারিখ ঘোষণা করেছে ফিফা। ঘোষিত সূচি অনুসারে ২০২৭ সালের ২৪ জুন বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে এবং ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২৫ জুলাই। টানা ৩২ দিনব্যাপী চলবে এই আয়োজন।

টুর্নামেন্টের সময়সূচি এবং ভেন্যু চূড়ান্ত করতে আগামী বছর ড্র অনুষ্ঠিত হবে। এরপর পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করবে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানটি। এই টুর্নামেন্টটিতে অংশগ্রহণ করবে ৩২টি দল। ইউরোপ (উয়েফা) থেকে ১১টি দল, এশিয়া (এএফসি) থেকে ৬টি দল, আফ্রিকা (কাফ) থেকে ৪টি দল, উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চল (কনকাকাফ) থেকে ৪টি দল, লাতিন আমেরিকা (কনমেবল) থেকে ৩টি দল (আয়োজক ব্রাজিলসহ) এবং ওশেনিয়া (ওএফসি) থেকে ১টি দল। বাকি দলগুলো প্লে-অফের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। ২০২৩ সালে বিশ্বকাপের নবম আসরে স্পেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সেই আসরের ফাইনালে তারা ইংল্যান্ডকে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা ঘরে তোলে। ২০২৭ সালের নারী ফুটবল বিশ্বকাপ ইতোমধ্যেই ফুটবলপ্রেমীদের মাঝে উত্তেজনার জন্ম দিয়েছে। লাতিন আমেরিকায় প্রথমবারের মতো এই টুর্নামেন্ট আয়োজন, ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোগ করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বায়ার্ন-পিএসজির গোল উৎসব, নকআউটে লিভারপুল

স্পোর্টস ডেস্ক : চ্যাম্পিয়নস লিগে গোল উৎসব করেছে দুই জায়ান্ট বায়ার্ন মিউনিখ ও পিএসজি। একই রাতে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে লিভারপুল। ইউক্রেনের ক্লাব শাখতার দোনেৎস্কের বিপক্ষে ৫-১ গোলের বিশাল জয় পেয়েছে বায়ার্ন। আর অস্ট্রিয়ান ক্লাব সালজবুর্গের বিপক্ষে ৩০ গোলের সহজ জয় তুলে নিয়েছে প্যারি-সিয়ানরা। জিরোনার বিপক্ষে লিভারপুলের জয় ১-০ গোলে। জয়সূচক একমাত্র গোলটি করেছেন মিশরীয় ফরোয়ার্ড মোহামেদ সালাহ। শাখতারের বিপক্ষে প্রথমে পিছিয়ে ছিল বায়ার্ন। তবে কনরাড লাইমার সমতা ফেরানোর পর শুরু হয় বাভারিয়ানদের গোল উৎসব। প্রথমার্ধেই টমাস মুলারের গোলে এগিয়ে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল করেন ওলিসে। মাঝে এক গোল করেন জামাল মুসিয়ালা। ৬ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে আছে বায়ার্ন। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ২৭ নম্বরে আছে শাখতার। অন্য ম্যাচে সালজবুর্গের বিপক্ষে ৩০ মিনিটে রামোসের গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। দ্বিতীয়ার্ধে নুনো মেন্দেস ও দু'র গোলে ৩-০ গোলের জয়ে মাঠ ছাড়ে লুইস এনরিকের দল। এছাড়া একই রাতে ইন্টার মিলানকে ১-০ গোলে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে এসেছে জার্মান ক্লাব লেভারকুসেন। আর লাইপজিগকে ৩২ গোলে হারিয়েছে অ্যাস্টন ভিলা।

প্রকাশ পেলো নারী বিশ্বকাপের সময়সূচী

স্পোর্টস ডেস্ক : টুর্নামেন্ট ৩২ দলের। খেলাও হবে ৩২ দিনব্যাপী। গত মঙ্গলবার ২০২৭ সালের নারী ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু ও শেষের দিন-তারিখ ঘোষণা করেছে ফিফা। সেখানে জানা গেছে এ তথ্য। ফিফা জানিয়েছে, ২০২৭ সালের ২৪ জুন শুরু হবে নারী ফুটবল বিশ্বকাপের ১০তম আসর। ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ২৫ জুলাই। অর্থাৎ এক মাসেরও বেশি সময়ব্যাপী (৩২ দিন) এ বিশ্বকাপের আয়োজক ব্রাজিল। এবারই প্রথম নারী বিশ্বকাপের আয়োজক হচ্ছে লাতিন আমেরিকার কোনো দেশ। আসর শুরু ও শেষ ক্ষণ জানালেও এখনো পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করেনি ফিফা।

আগামী বছর ড্রয়ের মাধ্যমে ভেন্যু চূড়ান্ত করে পূর্ণ সূচি প্রকাশ করা হবে। বিশ্বের ৬টি ফেডারেশন থেকে ৩২ দলের টুর্নামেন্টে লাতিন আমেরিকা অঞ্চল (কনমেবল) থেকে খেলবে তিনটি দল।

এমবাপ্পের ইনজুরি নিয়ে যা জানালেন কোচ আনচেলত্তি

স্পোর্টস ডেস্ক : চ্যাম্পিয়নস লিগে আতালান্টা ম্যাচ দিয়ে চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরেছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। সেই সঙ্গে দুর্দান্ত এক জয় পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। আতালান্টাকে হারানোর দিনে একটি দুঃসংবাদ সঙ্গী হয়েছে বর্তমান চোটে জর্জরিত রিয়াল মাদ্রিদ। আতালান্টাকে ৩-২ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্টরা। রিয়ালের হয়ে এমবাপ্পে, বেলিংহ্যাম ও ভিনিসিয়ুস একটি করে গোল করেন। এদিন ম্যাচের শুরুতেই রিয়াল মাদ্রিদকে এগিয়ে নেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। কিন্তু গোল করার পর খুব বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি। চোট পেয়ে ৩৬তম মিনিটে মাঠ ছাড়েন এমবাপ্পে। তার বদলি নামেন চোট কাটিয়ে ফেরা আরেক ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রদ্রিগো। ম্যাচ শেষে এমবাপ্পের চোট নিয়ে আনচেলত্তি বলেন, এমবাপ্পে কোমড়ের নিজের দিকে অস্বস্তি বোধ করেছে। দেখে খুব গুরুতর মনে হয়নি। তবে পরীক্ষার পরই বোঝা যাবে। সে দৌড়াতে পারছিল না, এটাই তাকে ভোগাচ্ছিল। তাই আমরা তাকে উঠিয়ে নিয়েছি। জয় পেয়ে আনচেলত্তি বলেছেন, জয়টা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের জন্য। কারণ, এখানে সবাই জয় পায় না। আমরা ভুগেছি এবং লড়াই করেছি। আর ভোগান্তি ছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগ হয় না। পূর্ণ তিন পয়েন্ট পেয়ে ৩৬ দলের টেবিলে ৯ পয়েন্টে ১৮তম স্থানে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। সরাসরি শেষ ষোলোয় যেতে হলে শীর্ষ আট দলের মধ্যে থাকতে হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের। কিন্তু এখন সেই অবস্থান থেকে তিন পয়েন্ট দূরে তারা। ম্যাচ বাকি আর দুটি।

মাঠে ফিরেই রিয়াল মাদ্রিদকে জয় উপহার দিলেন ভিনিসিয়ুস

স্পোর্টস ডেস্ক : চ্যাম্পিয়নস লিগে টানা দুই ম্যাচ হেরে সেরা আটের লড়াই থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে রিয়াল মাদ্রিদ। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আতালান্টার বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। এই ম্যাচে ইতালিয়াম ক্লাবটির বিপক্ষে দুর্দান্ত ফুটবল খেলে জয়ে ফিরেছে লস ব্লাঙ্কোসরা। আতালান্টাকে ৩-২ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্টরা। এই ম্যাচ দিয়ে ইনজুরি কাটিয়ে মাঠে ফিরেছেন দুই ব্রাজিলিয়ান সুপার স্টার ভিনিসিয়ুস ও রদ্রিগো। রিয়ালের হয়ে এমবাপ্পে,

বেলিংহ্যাম ও ভিনিসিয়ুস একটি করে গোল করেন। এদিন ম্যাচের শুরুতেই রিয়াল মাদ্রিদকে এগিয়ে নেন এমবাপ্পে। দশম মিনিটে ব্রাহিম দিয়াসের পাস বক্সের মুখে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার মাঝেই রক্ষণের শেষ বাধা টপকে, কোনাকুনি শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন এই ফরাসি তারকা। ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতায় বিশ্বকাপজয়ী তারকার মোট গোল হলো ৫০টি।

চার মিনিট পর দ্বিতীয় গোল পেতে পারতেন এমবাপ্পে তবে এবার তার বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শট ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক। শুরুর ধাক্কা সামলে পাল্টা আক্রমণে ভীতি ছড়াতে থাকে আতালান্টা। প্রথম ৩৫ মিনিটের মধ্যে গোলের জন্য রিয়ালের চেয়ে বেশি সাতটি শট নিয়ে দুটি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা, যদিও গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়ার তেমন কঠিন পরীক্ষা নিতে পারছিল না দলটি। এর মাঝেই বড় একটা ধাক্কা খায় স্প্যানিশ জায়ান্টরা। চোট পেয়ে ৩৬তম মিনিটে মাঠ ছাড়েন এমবাপ্পে। তার বদলি নামেন চোট কাটিয়ে ফেরা আরেক ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রদ্রিগো। প্রথমার্ধ শেষ হতে তখন আর কয়েক সেকেন্ড কেবল বাকি। সেই সময়ে বক্সে প্রতিপক্ষের জিয়াদ কোলাসিনাচকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন অহেলিয়া চুয়ামেনি আর পেনাল্টি পায় আতালান্টা। দারুণ স্পট কিকে সমতা টানেন বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড দে কেটেলার। দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমে আরও বিধ্বংসী হয়ে ওঠে স্বাগতিকরা। তিন মিনিটের মধ্যেই দুটি আক্রমণ করে আতালান্টা। ৫৪তম মিনিটে এগিয়েও যেতে পারত তারা, বক্সের বাইরে থেকে লুকমানের শট ঝাঁপিয়ে ফেরান কোর্তোয়া। তবে এরপরই হোঁচট খায় আতালান্টা।

৫৬তম মিনিটে প্রতিপক্ষের ভুলের সুযোগে দলকে ফের এগিয়ে নেন ভিনিসিয়ুস। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে আসা বল বক্সে পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় নিচু শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন চোট কাটিয়ে ফেরা ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। তিন মিনিট পর দলের ব্যবধান ৩-১ করেন ইংলিশ ফুটবলার বেলিংহ্যাম। ভিনিসিয়ুসের বাড়ানো বল ধরে বক্সে ঢুকে এক ঝটকায় প্রতিপক্ষের একজনকে ফাঁকি দিয়ে নিচু কোনাকুনি শটে ঠিকানা খুঁজে নেন বেলিংহ্যাম।

লাইফস্টাইল

চিনি খাওয়ার অপকারিতা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : চিনি ছাড়া একটি দিনও চলা মুশকিল। প্রতিদিনের চা কিংবা কফি, বাড়িতে অতিথি এলে তার আপ্যায়নে শরবত কিংবা মিষ্টান্ন, যা-ই তৈরি করুন না কেন, চিনির প্রয়োজন হবেই। অনেকেই মিষ্টি খাবার

খেতে বেশি ভালোবাসেন, বিশেষ করে শিশুরা চিনির তৈরি খাবার বেশি পছন্দ করে। এক্ষেত্রে চিনি বাদ দেওয়া মোটামুটি অসম্ভব হয়ে যায়। কিন্তু আপনি কি জানেন যে চিনি খাওয়ার অনেক অপকারী দিক রয়েছে? শুধু শরীরে নয়, মনেও পড়ে এর ক্ষতিকর প্রভাব। চিনি কীভাবে মেজাজ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে তা ব্যাখ্যা করে সাম্প্রতিক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তথ্য দিয়েছেন ভারতীয় পুষ্টিবিদ কারিশমা শাহ। তার দেওয়া তথ্য অনুসারে চিনি আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই চিনি খাওয়ার আগে খেতে হবে বুঝেশুনে। পুষ্টিবিদ কারিশমা শাহ বলেন, আপনি যদি নিয়মিত অতিরিক্ত চিনি খেতে থাকেন তবে তা আপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণে চিনি খাওয়ার ফলে মেজাজের পরিবর্তন, উদ্বেগ এবং হতাশা দেখা দিতে পারে। তাই চিনি খেলেও খেতে হবে পরিমাণ বুঝে। অতিরিক্ত চিনি দেওয়া কোনো খাবারই খাওয়া যাবে না। এটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর তো হবেই, সেইসঙ্গে মানসিক অস্থিরতারও কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চিনি খেলে তা সাময়িক মন ভালো রাখতে পারে। কারণ ডোপামিনের দ্রুত মুক্তির কারণে চিনি মেজাজ এবং এনার্জি বাড়িয়ে তুলতে পারে। কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ নয়, কিছু সময় পর এই মাত্রাতিরিক্ত চিনি খাওয়ার কারণে ক্লান্ত, খিটখিটে এবং স্ট্রেস অনুভব হতে পারে। তাই চিনি খাওয়ার অভ্যাসের দিকে খেয়াল দিতে হবে। শিশু জিদ করলেও তাকে অতিরিক্ত চিনি বা চিনিযুক্ত খাবার খেতে দেওয়া যাবে না। যারা মাথা যন্ত্রণায় ভুগছেন তারা চিনি খাওয়ার পরিমাণের দিকে খেয়াল করুন। অতিরিক্ত চিনি আপনার শরীরে প্রবেশ করছে না তো? কারণ পুষ্টিবিদের মতে, অতিরিক্ত চিনি খেলে সে কারণে মাথা যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কের প্রদাহ বৃদ্ধির কারণে হতাশা এবং অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

শীতে ঘুম থেকে উঠে যা করলে কমবে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীতে বাড়ে হৃদরোগের ঝুঁকি। কারণ এ সময় বেড়ে যায় রক্তচাপ। শীতের সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর কিছু কিছু নিয়ম মেনে চললে হার্ট অ্যাটাক কিংবা স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। শীতে রক্তবাহগুলো সংকুচিত হয়ে যায় ও রক্তসঞ্চালন কমে যায়। আর তাই রক্তচাপ বেড়ে যায় শরীরে। এর থেকেই হয় হার্ট অ্যাটাক। এ সময় লেপ-কম্বলের নিচ থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে পড়া উচিত নয়। ২০-৩০ সেকেন্ড আগে উঠে বসে থাকতে হবে। তারপর আপনার পা বিছানা থেকে নিচে নামিয়ে রাখতে হবে এক মিনিট। এতে আপনার শরীরে রক্তসঞ্চালন বাড়বে। এই অভ্যাসের পাশাপাশি তামাক, অ্যালকোহল, জাংক ফুড থেকে দূরে থাকুন। নিয়মিত অল্প হলেও শরীরচর্চা করুন। এতে হৃদরোগের ঝুঁকি কমবে। একই সঙ্গে পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। লবণ ও চিনি খাওয়া কমাতে হবে। পাশাপাশি ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার খেলেও হৃদরোগের ঝুঁকি কমবে। হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ কী?, বিশেষজ্ঞদের মতে, হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে পুরুষরা প্রধানত বুকে ব্যথা অনুভব করে। অন্যদিকে নারীদের বেশ কয়েকটি উপসর্গ দেখা দিতে পারে যেমন- শ্বাসকষ্ট, অসুস্থতা বা ঘাড় ও চোয়ালে ব্যথা অনুভব করা ইত্যাদি। এছাড়া টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হলে হালকা গ্যাস্ট্রিক বা অদ্ভুত বুকে ব্যথার মতো উপসর্গ অনুভব করতে পারেন।

এই শীতে পা যেন না ফাটে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : পায়ের গোড়ালি ফাটার সমস্যা ছেলেমেয়ে সবার মধ্যেই দেখা যায়। শীত মৌসুম এলে তো কথাই নেই। গোড়ালির ত্বক শুষ্ক ও রুক্ষ হলে পা ফাটতে শুরু করে। অনেক সময় আবার যত্নের অভাবেও গোড়ালি ফাটতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, ভিটামিন ই-র অভাব, ক্যালসিয়াম ও আয়রনের অভাবে গোড়ালি ফাটতে শুরু করে। গোড়ালি সারাতে অনেকেই ক্র্যাক হিল ক্রিম ব্যবহার করে থাকি। তবে এমন কিছু ঘরোয়া উপায় আছে, যার সাহায্যে পা ফাটা আটকাতে পারেন। নারিকেল তেল ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। শুষ্ক ত্বকে আর্দ্রতার জোগানও দেয়। একইসঙ্গে ত্বক থেকে মৃত কোষগুলো সরিয়ে ত্বককে আরও সজীব করে তোলে। পায়ের গোড়ালি ফাটা ঠেকাতে প্রতিদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে একটি পাত্রে ২ টেবিল চামচ নারিকেল তেল নিয়ে পুরো পায়ে ভালোভাবে মালিশ করবেন। পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের জন্য খুবই ভালো। এটি শুষ্ক ত্বকে আর্দ্রতা জোগায়, ত্বককে রাখে নরম। এটি ফাটা গোড়ালি সারিয়েও তোলে। এটি ব্যবহারের জন্য প্রতিদিন রাতে প্রথমে ময়েশ্চারাইজার ও পিউমিক স্টোন নিন। এরপর ১৫-২০ হালকা গরম পানিতে পা ভিজিয়ে রেখে পিউমিক স্টোন ব্যবহার করে পা স্ক্রাব করুন। এরপর পায়ে ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে তার ওপর পেট্রোলিয়াম জেলি লাগাবেন। প্রথমে হালকা গরম পানিতে ১০-১৫ মিনিট পা ভিজিয়ে রাখুন। এরপর পিউমিক স্টোনের ব্যবহার করে পা স্ক্রাব করে নিন। হাতে পরিমাণ মতো মধু নিয়ে গোড়ালিতে ভালো করে লাগিয়ে নিন। প্রতি রাতে শুতে যাওয়ার আগে এই নিয়ম মেনে চলুন।

কয়েকদিনেই পার্থক্য চোখে পড়বে। পায়ের ত্বকের কথা ভেবে সুতির মোজার ওপর ভরসা রাখতে পারেন। তবে দিনে একটানা সাত-আট ঘণ্টা এক মোজা পরার পর, পরের দিন আর সে মোজা পরবেন না। মোজা নোংরা না হলে বা তেমন গন্ধ না হলে অনেকেই একই মোজা পর পর দু'দিন ব্যবহার করেন। পায়ের জন্য এই অভ্যাস অত্যন্ত খারাপ। ঘাম না হলেও মোজা এক টানা পরলে পায়ে নানা ফাঙ্গাল সংক্রমণ হয়। তবে মোজা পরার আগে পা মুছে নিন।

ভেজা পায়ে মোজা পরা ঠিক হবে না। পায়ের যত্নের পাশাপাশি নখের যত্নও নিতে হবে। নখ ঠিকভাবে কাটতে হবে। নখ শুধু কাটলে হবে না। নখ পরিষ্কারও করতে হবে। ময়লা জমে নখের সংক্রমণ থেকেও পায়ের ত্বকও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পুরো শীতে প্রতিদিন ওপরের নিয়ম মেনে চলুন।

অতিরিক্ত খাওয়ার অভ্যাস বাদ দেবেন যেভাবে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : অতিরিক্ত খাওয়ার অভ্যাস বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একঘেয়েমি থেকে বা মানসিক চাপের কারণে ঘটে, কিন্তু যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তবে এটি একটি ক্ষতিকর অভ্যাস হয়ে উঠতে পারে যা বিভিন্ন উপায়ে শরীরের ক্ষতি করতে পারে। বিভিন্ন ধররনের মুখরোচক স্ন্যাকসে অতিরিক্ত চিনি এবং ক্যালোরিতে পূর্ণ থাকে। যে কারণে এ ধরনের খাবার খেলে তা টাইপ ২ ডায়াবেটিসের মতো স্থূলতা এবং বিপাকীয় রোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। অতিরিক্ত খাওয়া হলো ওজন বৃদ্ধির কারণগুলোর মধ্যে একটি এবং এটি স্বাভাবিকভাবেই আপনার শরীরকে পূর্ণ খাওয়ার পরেও আরও বেশি করে খাওয়ার তাড়া দিতে পারে। কিছু টিপস এবং কৌশল জেনে নিন যা আপনাকে অপ্রয়োজনীয় খাওয়া থেকে বাঁচতে সাহায্য করতে পারে- খাবার এড়িয়ে যাবেন না, দিনের প্রথম খাবার কখনোই এড়িয়ে যাবেন না। শুধু প্রাতঃরাশ নয়, দিনের যে কোনো খাবারের জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এটি আপনাকে কেবল অস্বাস্থ্যকর খাবারের জন্য আকুল করে তুলবে। এছাড়াও আপনি যখন দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্ষুধার্ত থাকেন, তখন পেট ভরে যাওয়ার পরেও অতিরিক্ত খাওয়ার তাড়া থাকে। হাইড্রেশন, তৃষ্ণার্ত হওয়াকে ক্ষুধা বলেও ভুল করা যেতে পারে। শরীরের কার্য সম্পাদনের জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে ২ লিটার পানি প্রয়োজন। এটি কেবল হাইড্রেশনের জন্যই নয়, খাবার হজম করার জন্য পাকস্থলীর পানি প্রয়োজন এবং পর্যাপ্ত পানি না থাকলে খাবার হজম হতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। প্রতিবার খাবারের আগে এক গ্লাস পানি পান করুন।

এটি তৃষ্ণা মেটাতেও সাহায্য করে। লোভ সামলে রাখুন, খাবারের প্রতি লোভ হলে তা সামলে রাখুন। আপনি যখন প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধার্ত নন কিন্তু কিছু খেতে ইচ্ছে করে তখন কিছু খেয়ে নেওয়ার আগে বিশ মিনিট সময় নিন। যদি বিশ মিনিট পরও সেই খাবারটি আপনার খেতে ইচ্ছা করে তাহলে বুঝবেন আপনি আসলেই ক্ষুধার্ত। তখন কিছু খেয়ে নিন। কিন্তু যদি তখন আর খেতে ইচ্ছা না করে তাহলে বুঝবেন সেটি ক্ষুধা নয়, খাবারের প্রতি লোভ ছিল।

ঝটপট তৈরি করুন তেলের পোয়া পিঠা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীত আসতেই ঘরে ঘরে পিঠা খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। বিভিন্ন ধরনের পিঠা মধ্যে তেলের পোয়া পিঠা অন্যতম। তেলের পিঠা খেতে কমবেশি সবাই পছন্দ করেন। ঘরে থাকা সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে খুব সহজেই তৈরি করা যায় এই পিঠা। রইলো রেসিপি- ১. চালের গুঁড়া ২ কাপ, ২. ময়দা আধা কাপ, ৩. খেজুরের গুড় বা চিনি ১ কাপ, ৪. লবণ ১ চিমটি, ৫. তেল ভাজার জন্য, ৬. বেকিং সোডা সামান্য ও

৭. পানি পরিমাণমতো। মচমচে ঝিনুক পিঠা, শীতের সবজি দিয়ে তৈরি করুন রোল পদ্ধতি, একটি পাত্রে পানি দিয়ে হালকা গরম করে সব উপকরণ দিন। ভালো করে মিশিয়ে ঘন করে নিন। এরপর মিশ্রণটি আধা ঘণ্টা ঢেকে রেখে দিন। তারপর ননস্টিকের পাত্রে তেল গরম করুন। তেল খুব ভালোভাবে গরম করতে হবে। এরপর বড় গোল চামচ দিয়ে মিশ্রণ তেলে ছাড়ুন। কয়েক সেকেন্ডেই পিঠাটি ফুলে উঠবে।

ঘরের কোন জায়গা কতদিন পর পর পরিস্কার করবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সুস্থ থাকার জন্য ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখার বিকল্প নাই। যদি একবার মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতেন তবে বুঝতেন প্রতিটা কোনে কি পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাসে ভরা। তাই ঘরের শুধুমাত্র মেঝেই নয়, পরিষ্কার রাখতে হবে ঘরের প্রতিটি কোন এবং বস্তু। এছাড়াও ধুলা, মাটি, বালি, চুল আর মরা চামড়াও পাবেন। শুনতেই যেমন গা ঘিনঘিনে লাগছে, আদতেও ব্যাপারটা এমন অপরিচ্ছন্নই। তাই নিজের বাসস্থান পরিচ্ছন্ন রাখুন। অনেকেই আছেন প্রতিদিন ঘরবাড়ি পরিষ্কার করেন আবার অনেকেই সেই সময় পান না। আসুন দেখে নেই ঘরের বিভিন্ন জায়গা কবে আর কীভাবে পরিষ্কার করবেন। পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক দুজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী এনবিসি নিউজের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী লেখাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এদের একজন ইউনিভার্সিটি অব গুলেফের মাইক্রোবায়োলজিস্ট জ্যাসন টেটরো। দ্যা জার্ম কোড এবং দ্যা জার্ম ফাইল নামক বইয়ের রচয়িতা তিনি। অন্যজন সিম্পলি ক্লিন

এবং দ্য অরগ্যানিক্যালি ক্লিন হোম বইয়ের রচয়িতা পরিচ্ছন্নতা বিশেষজ্ঞ বেকি র‍্যাপিনচাক। চাদর এবং বালিশের কভার, উপর দিয়ে যতই পরিষ্কার দেখাক, বিছানার চাদর, বালিশের কভার বা পর্দা জাতীয় জিনিস অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার করেন না। বিশেষ করে বিছানার চাদর ও বালিশের কভারে ঘাম, তেল, খুশকি ইত্যাদি মিশে অনেক বেশি নোংরা হয়। এগুলো নিয়মিত বিরতিতে পরিষ্কার না করলে নানারকম ত্বকের সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রতি দুই সপ্তাহে একবার অন্তত এগুলো বিছানার চাদর ও বালিশের কভার, কুশন কাভার, কাথা ইত্যাদি গরম পানি দিয়ে ধোয়া উচিৎ। বেসিন ও সিংক, এগুলো প্রতিদিন ধোয়া উচিৎ যেহেতু সবচেয়ে বেশি নোংরা হয়। সবচেয়ে বেশি নোংরা বলা হচ্ছে কারণ দাঁত ব্রাশ, মুখ ধোয়া, হাত ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত হয় বেসিন। আর রান্নাঘরের সিংকে থালাবাসন ও খাবার জিনিস ধোয়ার কারণে এখানে ময়লা, খাদ্যকনার পাশাপাশি তেল ও নানারকম জীবাণু লেগে থাকে। তাই প্রতিদিনই একবার করে এগুলো পরিষ্কার করুন।